# বাংলাদেশ গণপরিষদের কার্যবিবরণী ও প্রাসঙ্গিক তথ্য

গ্রন্থনা ও সম্পাদনা
আবুল খায়ের

উৎস ঃ বাংলাদেশ গণপরিষদ বিতর্ক, সরকারী বিবরণী
ম্যানেজার, গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ গ্রন্থাগার থেকে সংগৃহীত

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান

## (১৯৭২-এর সংবিধান)

উৎস :

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আইন ও পরিষদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বিশেষ অফিসার

বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা

১৯৭২

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান

## সূচীপত্র

### প্রস্তাবনা

অনুচ্ছেদ

### প্রথম ভাগ
### প্রজাতন্ত্র

১। প্রজাতন্ত্র

২। প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় সীমানা

৩। রাষ্ট্রভাষা

৪। জাতীয় সঙ্গীত, পতাকা ও প্রতীক

৫। রাজধানী

৬। নাগরিকত্ব

৭। সংবিধানের প্রাধান্য

### দ্বিতীয় ভাগ
### রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি

৮। মূলনীতিসমূহ

৯। জাতীয়তাবাদ

১০। সমাজতন্ত্র ও শোষণমুক্তি

১১। গণতন্ত্র ও মানবাধিকার

১২। ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা

১৩। মালিকানার নীতি

১৪। কৃষক ও শ্রমিকের মুক্তি

১৫। মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা

১৬। গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষি বিপ্লব

১৭। অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা

১৮। জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা

১৯। সুযোগের সমতা

২০। অধিকার ও কর্তব্যরূপে কর্ম

২১। নাগরিক ও সরকারী কর্মচারীদের কর্তব্য

২২ । নির্বাহী বিভাগ হইতে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ

২৩। জাতীয় সংস্কৃতি

২৪। জাতীয় স্মৃতিনিদর্শন প্রভৃতি

২৫। আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও সংহতির উন্নয়ন

## তৃতীয় ভাগ
## মৌলিক অধিকার

২৬। মৌলিক অধিকারের সহিত অসমঞ্জস আইন বাতিল

২৭। আইনের দৃষ্টিতে সমতা

২৮। ধর্ম প্রভৃতি কারণে বৈষম্য

অনুচ্ছেদ

২৯। সরকারী নিয়োগলাভে সুযোগের সমতা

৩০। উপাধি, সম্মান ও ভূষণের বিলোপসাধন

৩১। আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার

৩২। জীবন ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার অধিকার-রক্ষণ

৩৩। গ্রেপ্তার ও আটক সম্পর্কে রক্ষাকবচ

৩৪। জবরদস্তি-শ্রম নিষিদ্ধকরণ

৩৫। বিচার ও দণ্ড সম্পর্কে রক্ষণ

৩৬। চলাফেরার স্বাধীনতা

৩৭। সমাবেশের স্বাধীনতা

৩৮। সংগঠনের স্বাধীনতা

৩৯। চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক্-স্বাধীনতা

৪০। পেশা বা বৃত্তির স্বাধীনতা

৪১। ধর্মীয় স্বাধীনতা

৪২। সম্পত্তির অধিকার

৪৩। গৃহ ও যোগাযোগের রক্ষণ

৪৪। মৌলিক অধিকার বলবৎকরণ

৪৫। শৃঙ্খলামূলক আইনের ক্ষেত্রে অধিকারের পরিবর্তন

৪৬। দায়মুক্তি-বিধানের ক্ষমতা

৪৭। কতিপয় আইনের হেফাজত

## চতুর্থ ভাগ

## নির্বাহী বিভাগ

### ১ম পরিচ্ছেদ—রাষ্ট্রপতি

৪৮। রাষ্ট্রপতি

৪৯। ক্ষমা প্রদর্শনের অধিকার

৫০। রাষ্ট্রপতি-পদের মেয়াদ

৫১। রাষ্ট্রপতির দায়মুক্তি

৫২। রাষ্ট্রপতির অভিশংসন

৫৩। অসামর্থ্যের কারণে রাষ্ট্রপতির অপসারণ

৫৪ । অনুপস্থিতি প্রভৃতির কালে রাষ্ট্রপতি-পদে স্পীকার

৫৫। মন্ত্রিসভা

### ২য় পরিচ্ছেদ—প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভা

৫৬। মন্ত্রিগণ

৫৭। প্রধানমন্ত্রীর পদের মেয়াদ

৫৮। অন্যান্য মন্ত্রীর পদের মেয়াদ

### ৩য় পরিচ্ছেদ—স্থানীয় শাসন

৫৯। স্থানীয় শাসন

৬০ । স্থানীয় শাসন-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা

### ৪র্থ পরিচ্ছেদ—প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগ

অনুচ্ছেদ

৬১। সর্বাধিনায়কতা

৬২। প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগে ভর্তি প্রভৃতি

৬৩। যুদ্ধ

৫ম পরিচ্ছেদ—অ্যাটর্নি-জেনারেল

৬৪। অ্যাটর্নি-জেনারেল

পঞ্চম ভাগ

আইনসভা

১ম পরিচ্ছেদ— সংসদ

৬৫। সংসদ প্রতিষ্ঠা

৬৬। সংসদে নির্বাচিত হইবার যোগ্যতা ও অযোগ্যতা

৬৭। সদস্যদের আসন শূন্য হওয়া

৬৮। সংসদ-সদস্যদের বেতন প্রভৃতি

৬৯। শপথ গ্রহণের পূর্বে আসন গ্রহণ বা ভোটদান করিলে সদস্যের অর্থদণ্ড

৭০। রাজনৈতিক দল হইতে পদত্যাগ বা দলের বিপক্ষে ভোটারের কারণে আসন শূন্য হওয়া ৭১। দ্বৈত-সদস্যতায় বাধা

৭২। সংসদের অধিবেশন

৭৩। সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণ ও বাণী

৭৪। স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার ৭৫। কার্যপ্রণালী-বিধি, কোরাম প্রভৃতি

৭৬। সংসদের স্থায়ী কমিটিসমূহ

৭৭। ন্যায়পাল

৭৮। সংসদ ও সদস্যদের বিশেষ-অধিকার ও দায়মুক্তি

৭৯। সংসদ সচিবালয়

২য় পরিচ্ছেদ—আইন প্রণয়ন ও অর্থ-সংক্রান্ত পদ্ধতি

৮০। আইন প্রণয়ন-পদ্ধতি

৮১। অর্থবিল

৮২। আর্থিক ব্যবস্থাবলীর সুপারিশ

৮৩। সংসদের আইন ব্যতীত করারোপে বাধা

৮৪। সংযুক্ত তহবিল ও প্রজাতন্ত্রের সরকারী হিসাব

৮৫। সরকারী অর্থের নিয়ন্ত্রণ

৮৬। প্রজাতন্ত্রের সরকারী হিসাবে প্রদেয় অর্থ

৮৭। বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি

৮৮। সংযুক্ত তহবিলের উপর দায়

৮৯। বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি সম্পর্কিত পদ্ধতি

৯০। নির্দিষ্টকরণ আইন

৯১। সম্পূরক ও অতিরিক্ত মঞ্জুরী

৯২। হিসাব, ঋণ প্রভৃতির উপর ভোট

৩য় পরিচ্ছেদ—অধ্যাদেশ প্রণয়ন-ক্ষমতা

অনুচ্ছেদ

৯৩। অধ্যাদেশ প্রণয়ন-ক্ষমতা

ষষ্ঠ ভাগ

বিচার বিভাগ

১ম পরিচ্ছেদ—সুপ্রীম কোর্ট

৯৪। সুপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠা

৯৫। বিচারক নিয়োগ

৯৬। বিচারকদের পদের মেয়াদ

৯৭। অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি নিয়োগ

৯৮। সুপ্রীম কোর্টের অতিরিক্ত বিচারকগণ

৯৯। অবসর গ্রহণের পর বিচারকদের অক্ষমতা

১০০। সুপ্রীম কোর্টের আসন

১০১। হাইকোর্ট বিভাগের এখতিয়ার

১০২। মৌলিক অধিকার বলবৎকরণ প্রসঙ্গে এবং কতিপয় আদেশ ও নির্দেশ প্রভৃতি দানের ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগের ক্ষমতা

১০৩। আপীল বিভাগের এখতিয়ার

১০৪। আপীল বিভাগের পরোয়ানা জারী ও নির্বাহ

১০৫। আপীল বিভাগ কর্তৃক রায় বা আদেশ পুনর্বিবেচনা

১০৬। সুপ্রীম কোর্টের উপদেষ্টামূলক এখতিয়ার ১০৭। সুপ্রীম কোর্টের বিধিপ্রণয়ন-ক্ষমতা

১০৮। "কোর্ট অব্ রেকর্ড"রূপে সুপ্রীম কোর্ট

১০৯। আদালতসমূহের উপর তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ

১১০। অধস্তন আদালত হইতে হাইকোর্ট বিভাগে মামলা স্থানান্তর

১১১। সুপ্রীম কোর্টের রায়ের বাধ্যতামূলক কার্যকরতা

১১২। সুপ্রীম কোর্টের সহায়তা

১১৩। সুপ্রীম কোর্টের কর্মচারিগণ

## ২য় পরিচ্ছেদ—অধস্তন আদালত

১১৪। অধস্তন আদালতসমূহ প্রতিষ্ঠা

১১৫। অধস্তন আদালতে নিয়োগ

১১৬। অধস্তন আদালতসমূহের নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা

৩য় পরিচ্ছেদ—প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল

১১৭। প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালসমূহ

সপ্তম ভাগ

নির্বাচন

১১৮। নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠা

১১৯। নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব

১২০। নির্বাচন কমিশনের কর্মচারিগণ

১২১। প্রতি এলাকার জন্য একটি মাত্র ভোটার-তালিকা

অনুচ্ছেদ

১২২। ভোটার-তালিকায় নামভুক্তির যোগ্যতা

১২৩। নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময়

১২৪। নির্বাচন সম্পর্কে সংসদের বিধান প্রণয়নের ক্ষমতা

১২৫। নির্বাচনী আইন ও নির্বাচনের বৈধতা

১২৬। নির্বাচন কমিশনকে নির্বাহী কর্তৃপক্ষের সহায়তাদান

অষ্টম ভাগ

মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক

১২৭। মহা হিসাব-নিরীক্ষক পদের প্রতিষ্ঠা

১২৮। মহা হিসাব-নিরীক্ষকের দায়িত্ব

১২৯। মহা হিসাব-নিরীক্ষকের কর্মের মেয়াদ

১৩০। অস্থায়ী মহা হিসাব-নিরীক্ষক

১৩১। প্রজাতন্ত্রের হিসাব-রক্ষার আকার ও পদ্ধতি

১৩২। সংসদে মহা হিসাব-নিরীক্ষকের রিপোর্ট উপস্থাপন

## নবম ভাগ
## বাংলাদেশের কর্মবিভাগ
### ১ম পরিচ্ছেদ—কর্মবিভাগ

১৩৩। নিয়োগ ও কর্মের শর্তাবলী

১৩৪। কর্মের মেয়াদ

১৩৫। অসামরিক সরকারী কর্মচারীদের বরখাস্ত প্রভৃতি

১৩৬। কর্মবিভাগ পুনর্গঠন

১৩৭। কমিশন-প্রতিষ্ঠা

### ২য় পরিচ্ছেদ—সরকারী কর্ম কমিশন

১৩৮। সদস্য নিয়োগ

১৩৯। পদের মেয়াদ

১৪০। কমিশনের দায়িত্ব

১৪১। বার্ষিক রিপোর্ট

## দশম ভাগ
## সংবিধান-সংশোধন

১৪২। সংবিধানের বিধান সংশোধনের ক্ষমতা

## একাদশ ভাগ
## বিবিধ

১৪৩। প্রজাতন্ত্রের সম্পত্তি

১৪৪। সম্পত্তি, কারবার প্রভৃতি প্রসঙ্গে নির্বাহী কর্তৃত্ব

১৪৫। চুক্তি ও দলিল

১৪৬। বাংলাদেশের নামে মামলা

১৪৭। কতিপয় পদাধিকারীর পারিশ্রমিক প্রভৃতি

অনুচ্ছেদ

১৪৮। পদের শপথ

১৪৯। প্রচলিত আইনের হেফাজত

১৫০। ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলী

১৫১। রহিতকরণ

১৫২। ব্যাখ্যা

১৫৩। প্রবর্তন, উল্লেখ ও নির্ভরযোগ্য পাঠ

তফসিল

১। অন্যান্য বিধান সত্ত্বেও কার্যকর আইন

২। রাষ্ট্রপতি-নির্বাচন

৩। শপথ ও ঘোষণা

৪। ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলী

# প্রস্তাবনা

আমরা, বাংলাদেশের জনগণ, ১৯৭১ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া জাতীয় মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি;

আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, যে সকল মহান্ আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদিগকে প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল— জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে;

আমরা আরও অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হইবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা—যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হইবে;

আমরা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিতেছি যে, আমরা যাহাতে স্বাধীন সত্তায় সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারি এবং মানবজাতির প্রগতিশীল আশা-আকাঙ্ক্ষার সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া আন্তর্জাতিক শান্তি ও সহযোগিতার ক্ষেত্রে পূর্ণ ভূমিকা পালন করিতে পারি, সেইজন্য বাংলাদেশের জনগণের অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তিস্বরূপ এই সংবিধানের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখা এবং ইহার রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তাবিধান আমাদের পবিত্র কর্তব্য;

এতদ্বারা আমাদের এই গণপরিষদে, অদ্য তের শত ঊনআশী বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসের আঠার তারিখ, মোতাবেক উনিশ শত বাহাত্তর খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসের চার তারিখে, আমরা এই সংবিধান রচনা ও বিধিবদ্ধ করিয়া সমবেতভাবে গ্রহণ করিলাম ।

## প্রথম ভাগ

## প্রজাতন্ত্র

### প্রজাতন্ত্র

১। বাংলাদেশ একটি একক, স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র, যাহা "গণপ্রজাতন্ত্রী

বাংলাদেশ" নামে পরিচিত হইবে ।

## প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় সীমানা

২। প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় সীমানার অন্তর্ভুক্ত হইবে

(ক) ১৯৭১ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা-ঘোষণার অব্যবহিত পূর্বে যে সকল এলাকা লইয়া পূর্ব পাকিস্তান গঠিত ছিল; এবং

(খ) যে সকল এলাকা পরবর্তীকালে বাংলাদেশের সীমানাভুক্ত হইতে পারে ।

## রাষ্ট্রভাষা

৩। প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা ।

## জাতীয় সঙ্গীত, পতাকা ও প্রতীক

৪ । (১) প্রজাতন্ত্রের জাতীয় সঙ্গীত "আমার সোনার বাংলার" প্রথম দশ চরণ।

(২) প্রজাতন্ত্রের জাতীয় পতাকা হইতেছে সবুজ ক্ষেত্রের উপর স্থাপিত রক্তবর্ণের একটি ভরাট বৃত্ত ।

(৩) প্রজাতন্ত্রের জাতীয় প্রতীক হইতেছে উভয় পার্শ্বে ধান্যশীর্ষবেষ্টিত, পানিতে ভাসমান জাতীয় পুষ্প শাপলা, তাহার শীর্ষদেশে পাটগাছের তিনটি পরস্পর সংযুক্ত পত্র, তাহার উভয় পার্শ্বে দুইটি করিয়া তারকা।

(৪) উপরি-উক্ত দফাসমূহ-সাপেক্ষে জাতীয় সঙ্গীত, পতাকা ও প্রতীক সম্পর্কিত বিধানাবলী আইনের দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

## রাজধানী

৫। (১) প্রজাতন্ত্রের রাজধানী ঢাকা । (২) রাজধানীর সীমানা আইনের দ্বারা নির্ধারিত হইবে ।

## নাগরিকত্ব

৬। বাংলাদেশের নাগরিকত্ব আইনের দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হইবে; বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাঙালী বলিয়া পরিচিত হইবেন ।

## সংবিধানের প্রাধান্য

৭। (১) প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ; এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে ।

(২) জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন; এবং অন্য কোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসমঞ্জস হয়, তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ ততখানি বাতিল হইবে।

# দ্বিতীয় ভাগ রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি

## মূলনীতিসমূহ

৮। (১) জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা—এই নীতিসমূহ এবং তৎসহ এই নীতিসমূহ হইতে উদ্ভূত এই ভাগে বর্ণিত অন্য সকল নীতি রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি বলিয়া পরিগণিত হইবে ।

(২) এই ভাগে বর্ণিত নীতিসমূহ বাংলাদেশ-পরিচালনার মূলসূত্র হইবে, আইনপ্রণয়নকালে রাষ্ট্র তাহা প্রয়োগ করিবেন, এই সংবিধান ও বাংলাদেশের অন্যান্য আইনের ব্যাখ্যাদানের ক্ষেত্রে তাহা নির্দেশক হইবে এবং তাহা রাষ্ট্র ও নাগরিকদের কার্যের ভিত্তি হইবে, তবে এই সকল নীতি আদালতের মাধ্যমে বলবৎযোগ্য হইবে না ।

## জাতীয়তাবাদ

৯। ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত একক সত্তাবিশিষ্ট যে বাঙালী জাতি ঐক্যবদ্ধ ও সঙ্কল্পবদ্ধ সংগ্রাম করিয়া জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করিয়াছেন, সেই বাঙালী জাতির ঐক্য ও সংহতি হইবে বাঙালী জাতীয়তাবাদের ভিত্তি।

## সমাজতন্ত্র ও শোষণ মুক্তি

১০। মানুষের উপর মানুষের শোষণ হইতে মুক্ত ন্যায়ানুগ ও সাম্যবাদী

সমাজলাভ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হইবে ।

## গণতন্ত্র ও মানবাধিকার

১১। প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে ।

## ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা

১২। ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি বাস্তবায়নের জন্য (ক) সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা, (খ) রাষ্ট্র কর্তৃক কোন ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদাদান, (গ) রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মের অপব্যবহার, (ঘ) কোন বিশেষ ধর্মপালনকারী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য বা তাঁহার উপর নিপীড়ন বিলোপ করা হইবে ।

## মালিকানার নীতি

১৩। উৎপাদনযন্ত্র, উৎপাদনব্যবস্থা ও বণ্টনপ্রণালী-সমূহের মালিক বা নিয়ন্ত্রক হইবেন জনগণ এবং এই উদ্দেশ্যে মালিকানা-ব্যবস্থা নিম্নরূপ হইবে :

(ক) রাষ্ট্রীয় মালিকানা, অর্থাৎ অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান প্রধান ক্ষেত্র লইয়া সুষ্ঠু ও গতিশীল রাষ্ট্রায়ত্ত সরকারী খাত-সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণের পক্ষে রাষ্ট্রের মালিকানা;

(খ) সমবায়ী মালিকানা, অর্থাৎ আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে সমবায়সমূহের সদস্যদের পক্ষে সমবায়সমূহের মালিকানা; এবং

(গ) ব্যক্তিগত মালিকানা, অর্থাৎ আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে ব্যক্তির মালিকানা ।

## কৃষক ও শ্রমিকের মুক্তি

১৪। রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে মেহনতী মানুষকে কৃষক ও শ্রমিককে—এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তি দান করা ।

## মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা

১৫। রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদনশক্তির ক্রমবৃদ্ধিসাধন এবং জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতিসাধন, যাহাতে নাগরিকদের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ-অর্জন নিশ্চিত করা যায় :

(ক) অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা;

(খ) কর্মের অধিকার, অর্থাৎ কর্মের গুণ ও পরিমাণ বিবেচনা করিয়া যুক্তিসঙ্গত মজুরীর বিনিময়ে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তার অধিকার;

(গ) যুক্তিসঙ্গত বিশ্রাম, বিনোদন ও অবকাশের অধিকার; এবং

(ঘ) সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার, অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতাপিতৃহীনতা বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত আয়ত্তাতীত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্যলাভের অধিকার ।

## গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষিবিপ্লব

১৬। নগর ও গ্রামাঞ্চলের জীবনযাত্রার মানের বৈষম্য ক্রমাগতভাবে দূর করিবার উদ্দেশ্যে কৃষিবিপ্লবের বিকাশ, গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতীকরণের ব্যবস্থা, কুটিরশিল্প ও অন্যান্য শিল্পের বিকাশ এবং শিক্ষা, যোগাযোগ- ব্যবস্থা ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের আমূল রূপান্তরসাধনের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

## অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা

১৭। রাষ্ট্র

(ক) একই পদ্ধতির গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক- বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য,

(খ) সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই

প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছাপ্রণোদিত নাগরিক-সৃষ্টির জন্য,

(গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন ।

## জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা

১৮।(১) জনগণের পুষ্টির স্তর-উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতিসাধনকে রাষ্ট্র অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য বলিয়া গণ্য করিবেন এবং বিশেষতঃ আরোগ্যের প্রয়োজন কিংবা আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট অন্যবিধ প্রয়োজন ব্যতীত মদ্য ও অন্যান্য মাদক পানীয় এবং স্বাস্থ্যহানিকর ভেষজের ব্যবহার নিষিদ্ধকরণের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন ।

(২) গণিকাবৃত্তি ও জুয়াখেলা নিরোধের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন ।

## সুযোগের সমতা

১৯। (১) সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করিতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হইবেন ।

(২) মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করিবার জন্য, নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করিবার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ-সুবিধাদান নিশ্চিত করিবার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

## অধিকার ও কর্তব্যরূপে কর্ম

২০। (১) কর্ম হইতেছে কর্মক্ষম প্রত্যেক নাগরিকের পক্ষে অধিকার, কর্তব্য ও সম্মানের বিষয়; এবং "প্রত্যেকের নিকট হইতে যোগ্যতানুসারে প্রত্যেককে কর্মানুযায়ী"—এই নীতির ভিত্তিতে প্রত্যেকে স্বীয় কর্মের জন্য পারিশ্রমিক লাভ করিবেন।

(২) রাষ্ট্র এমন অবস্থাসৃষ্টির চেষ্টা করিবেন, যেখানে সাধারণ নীতি হিসাবে কোন ব্যক্তি অনুপার্জিত আয় ও ভোগ করিতে সমর্থ হইবেন না এবং যেখানে

বুদ্ধিবৃত্তিমূলক ও কায়িক—সকল প্রকার শ্রম সৃষ্টিধর্মী প্রয়াসের ও মানবিক ব্যক্তিত্বের পূর্ণতর অভিব্যক্তিতে পরিণত হইবে ।

## নাগরিক ও সরকারী কর্মচারীদের কর্তব্য

২১। (১) সংবিধান ও আইন মান্য করা, শৃঙ্খলা রক্ষা করা, নাগরিকদায়িত্ব পালন করা এবং জাতীয় সম্পত্তি রক্ষা করা প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য ।

(২) সকল সময়ে জনগণের সেবা করিবার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য।

## নির্বাহী বিভাগ হইতে বিচারবিভাগের পৃথকীকরণ জাতীয় সংস্কৃতি

২২। রাষ্ট্রের নির্বাহী অঙ্গসমূহ হইতে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ রাষ্ট্র নিশ্চিত করিবেন।

২৩। রাষ্ট্র জনগণের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার রক্ষণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং জাতীয় ভাষা, সাহিত্য ও শিল্পকলাসমূহের এমন পরিপোষণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন, যাহাতে সর্বস্তরের জনগণ জাতীয় সংস্কৃতির সমৃদ্ধিতে অবদান রাখিবার ও অংশগ্রহণ করিবার সুযোগ লাভ করিতে পারেন।

## জাতীয় স্মৃতিনিদর্শন প্রভৃতি

২৪ । বিশেষ শৈল্পিক কিংবা ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন বা তাৎপর্যমণ্ডিত স্মৃতিনিদর্শন, বস্তু বা স্থানসমূহকে বিকৃতি, বিনাশ বা অপসারণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য রাষ্ট্র ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন ।

## আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও সংহতির উন্নয়ন

২৫ । জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও সমতার প্রতি শ্রদ্ধা, অন্যান্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা, আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান এবং আন্তর্জাতিক আইনের ও জাতিসঙ্ঘের সনদে বর্ণিত নীতিসমূহের প্রতি শ্রদ্ধা—এই সকল নীতি হইবে রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভিত্তি এবং এই সকল নীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র

(ক) আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শক্তিপ্রয়োগ পরিহার এবং সাধারণ ও

সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের জন্য চেষ্টা করিবেন;

(খ) প্রত্যেক জাতির স্বাধীন অভিপ্রায়-অনুযায়ী পথ ও পন্থার মাধ্যমে অবাধে নিজস্ব সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থানির্ধারণ ও -গঠনের অধিকার সমর্থন করিবেন; এবং

(গ) সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিকতাবাদ বা বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের সর্বত্র নিপীড়িত জনগণের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামকে সমর্থন করিবেন ।

## তৃতীয় ভাগ
## মৌলিক অধিকার

### মৌলিক অধিকারের সহিত অসমঞ্জস আইন বাতিল

২৬। (১) এই ভাগের বিধানাবলীর সহিত অসমঞ্জস সকল প্রচলিত আইন যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, এই সংবিধান প্রবর্তন হইতে সেই সকল আইনের ততখানি বাতিল হইয়া যাইবে ।

(২) রাষ্ট্র এই ভাগের কোন বিধানের সহিত অসমঞ্জস কোন আইন প্রণয়ন করিবেন না এবং অনুরূপ কোন আইন প্রণীত হইলে তাহা এই ভাগের কোন বিধানের সহিত যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইয়া যাইবে ।

### আইনের দৃষ্টিতে সমতা

২৭। সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।

### ধর্ম প্রভৃতি কারণে বৈষম্য

২৮ । (১) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারীপুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না ।

(২) রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন।

(৩) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারীপুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোন বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোন নাগরিককে কোনরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা

শর্তের অধীন করা যাইবে না ।

(৪) নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না ।

## সরকারী নিয়োগলাভে সুযোগের সমতা

২৯ । (১) প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ-লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে ।

(২) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারীপুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ -লাভের অযোগ্য হইবেন না কিংবা সেই ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাইবে না ।

(৩) এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই

(ক) নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশ যাহাতে প্রজাতন্ত্রের কর্মে উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব লাভ করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে তাঁহাদের অনুকূলে বিশেষ বিধান প্রণয়ন করা হইতে, (খ) কোন ধর্মীয় বা উপ-সম্প্রদায়গত প্রতিষ্ঠানে উক্ত ধর্মাবলম্বী বা উপ-সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের জন্য নিয়োগ-সংরক্ষণের বিধান- সংবলিত যে কোন আইন কার্যকর করা হইতে,

(গ) যে শ্রেণীর কর্মের বিশেষ প্রকৃতির জন্য তাহা নারী বা পুরুষের পক্ষে অনুপযোগী বিবেচিত হয়, সেইরূপ যে কোন শ্রেণীর নিয়োগ বা পদ যথাক্রমে পুরুষ বা নারীর জন্য সংরক্ষণ করা হইতে রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না ।

## উপাধি, সম্মান ও ভূষণের বিলোপসাধন

৩০ । (১) রাষ্ট্র কোন উপাধি, সম্মান বা ভূষণ প্রদান করিবেন না ।

(২) রাষ্ট্রপতির পূর্বানুমোদন ব্যতীত কোন নাগরিক কোন বিদেশী রাষ্ট্রের নিকট হইতে কোন উপাধি, সম্মান, পুরস্কার বা ভূষণ গ্রহণ করিবেন না ।

(৩) সাহসিকতার জন্য পুরস্কার কিংবা আকাদেমীয় বিশিষ্টতা-দান হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না ।

## আইনের আশ্রয়- লাভের অধিকার

৩১। আইনের আশ্রয়লাভ এবং আইনানুযায়ী ও কেবল আইনানুযায়ী ব্যবহারলাভ যে কোন স্থানে অবস্থানরত প্রত্যেক নাগরিকের এবং সাময়িকভাবে বাংলাদেশে অবস্থানরত অপরাপর ব্যক্তির অবিচ্ছেদ্য অধিকার, এবং বিশেষতঃ আইনানুযায়ী ব্যতীত এমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না, যাহাতে কোন ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম বা সম্পত্তির হানি ঘটে।

## জীবন ও ব্যক্তি- স্বাধীনতার অধিকাররক্ষণ

৩২ । আইনানুযায়ী ব্যতীত জীবন ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা হইতে কোন ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাইবে না ।

## গ্রেপ্তার ও আটক সম্পর্কে রক্ষাকবচ

৩৩ । (১) কোন গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারের কারণ জ্ঞাপন না করিয়া প্রহরায় আটক রাখা যাইবে না এবং উক্ত ব্যক্তিকে তাঁহার মনোনীত আইনজীবীর সহিত পরামর্শের ও তাঁহার দ্বারা আত্মপক্ষসমর্থনের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না ।

(২) গ্রেপ্তারকৃত ও প্রহরায় আটক প্রত্যেক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে (তাঁহাকে আদালতে আনয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সময় ব্যতিরেকে) আদালতে হাজির করা হইবে এবং আদালতের আদেশ ব্যতীত তাঁহাকে তদতিরিক্তকাল আটক রাখা যাইবে না ।

(৩) কোন বিদেশী শত্রুর ক্ষেত্রে উপরি-উক্ত দফাসমূহের কোন কিছুই প্রযোজ্য হইবে না ।

## জবরদস্তি-শ্রম নিষিদ্ধকরণ

৩৪ । (১) সকল প্রকার জবরদস্তি-শ্রম নিষিদ্ধ; এবং এই বিধান কোনভাবে লঙ্ঘিত হইলে তাহা আইনতঃ দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে ।

(২) এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই সেই সকল বাধ্যতামূলক শ্রমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, যেখানে

(ক) ফৌজদারী অপরাধের জন্য কোন ব্যক্তি আইনতঃ দণ্ডভোগ করিতেছেন;

অথবা

(খ) জনগণের উদ্দেশ্যসাধনকল্পে আইনের দ্বারা তাহা আবশ্যক হইতেছে।

## বিচার ও দণ্ড সম্পর্কে

৩৫। (১) অপরাধের দায়যুক্ত কার্যসংঘটনকালে বলবৎ ছিল, এইরূপ আইন ভঙ্গ করিবার অপরাধ ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করা যাইবে না এবং অপরাধ-সংঘটনকালে বলবৎ সেই আইনবলে যে দণ্ড দেওয়া যাইতে পারিত, তাঁহাকে তাহার অধিক বা তাহা হইতে ভিন্ন দণ্ড দেওয়া যাইবে না ।

(২) এক অপরাধের জন্য কোন ব্যক্তিকে একাধিকবার ফৌজদারীতে সোপর্দ ও দণ্ডিত করা যাইবে না।

(৩) ফৌজদারী অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ আদালত বা ট্রাইব্যুনালে দ্রুত ও প্রকাশ্য বিচারলাভের অধিকারী হইবেন ।

(৪) কোন অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করা যাইবে না ।

(৫) কোন ব্যক্তিকে যন্ত্রণা দেওয়া যাইবে না কিংবা নিষ্ঠুর, অমানুষিক বা লাঞ্ছনাকর দণ্ড দেওয়া যাইবে না কিংবা কাহারও সহিত অনুরূপ ব্যবহার করা যাইবে না ।

(৬) প্রচলিত আইনে নির্দিষ্ট কোন দণ্ড বা বিচারপদ্ধতি সম্পর্কিত কোন বিধানের প্রয়োগকে এই অনুচ্ছেদের (৩) বা (৫) দফার কোন কিছুই প্রভাবিত করিবে না ।

## চলাফেরার স্বাধীনতা

৩৬। জনস্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ - সাপেক্ষে বাংলাদেশের সর্বত্র অবাধ চলাফেরা, ইহার যে কোন স্থানে বসবাস ও বসতিস্থাপন এবং বাংলাদেশ ত্যাগ ও বাংলাদেশে পুনঃপ্রবেশ করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে ।

## সমাবেশের স্বাধীনতা

৩৭। জনশৃঙ্খলা বা জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে শান্তিপূর্ণভাবে ও নিরস্ত্র অবস্থায় সমবেত হইবার এবং জনসভা ও শোভাযাত্রায় যোগদান করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে ।

## সংগঠনের স্বাধীনতা

৩৮। জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতার স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে সমিতি বা সঙ্ঘ গঠন করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে;

তবে শর্ত থাকে যে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসম্পন্ন বা লক্ষ্যানুসারী কোন সম্প্রদায়িক সমিতি বা সঙ্ঘ কিংবা অনুরূপ উদ্দেশ্যসম্পন্ন বা লক্ষ্যানুসারী ধর্মীয় নামযুক্ত বা ধর্মভিত্তিক অন্য কোন সমিতি বা সঙ্ঘ গঠন করিবার বা তাহার সদস্য হইবার বা অন্য কোন প্রকারে তাহার তৎপরতায় অংশ গ্রহণ করিবার অধিকার কোন ব্যক্তির থাকিবে না ।

## চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক্-স্বাধীনতা

৩৯ । (১) চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তাদান করা হইল ।

(২) রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা, শালীনতা বা নৈতিকতার স্বার্থে কিংবা আদালত অবমাননা, মানহানি বা অপরাধ-সংঘটনে প্ররোচনা সম্পর্কে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে

(ক) প্রত্যেক নাগরিকের বাক্ ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের, এবং

(খ) সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল ।

## পেশা বা বৃত্তির স্বাধীনতা

৪০ । আইনের দ্বারা আরোপিত বাধানিষেধ সাপেক্ষে কোন পেশা বা বৃত্তি-গ্রহণের কিংবা কারবার বা ব্যবসায়-পরিচালনার জন্য আইনের দ্বারা কোন যোগ্যতা নির্ধারিত হইয়া থাকিলে অনুরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রত্যেক নাগরিকের

যে কোন আইনসঙ্গত পেশা বা বৃত্তি গ্রহণের এবং যে কোন আইনসঙ্গত কারবার বা ব্যবসায় - পরিচালনার অধিকার থাকিবে ।

## ধর্মীয় স্বাধীনতা

৪১। (১) আইন, জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতা-সাপেক্ষে

(ক) প্রত্যেক নাগরিকের যে কোন ধর্ম অবলম্বন, পালন বা প্রচারের অধিকার রহিয়াছে;

(খ) প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায় ও উপ-সম্প্রদায়ের নিজস্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের স্থাপন, রক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার অধিকার রহিয়াছে ।

(২) কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে যোগদানকারী কোন ব্যক্তির নিজস্ব ধর্ম- সংক্রান্ত না হইলে তাঁহাকে কোন ধর্মীয় শিক্ষাগ্রহণ কিংবা কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা উপাসনায় অংশগ্রহণ বা যোগদান করিতে হইবে না ।

## সম্পত্তির অধিকার

৪২। (১) আইনের দ্বারা আরোপিত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের সম্পত্তি অর্জন, ধারণ, হস্তান্তর বা অন্যভাবে বিলি-ব্যবস্থা করিবার অধিকার থাকিবে এবং আইনের কর্তৃত্ব ব্যতীত কোন সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রায়ত্ত বা দখল করা যাইবে না ।

(২) এই অনুচ্ছেদের (১) দফার অধীন প্রণীত আইনে ক্ষতিপূরণসহ বা বিনা ক্ষতিপূরণে বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রায়ত্তকরণ বা দখলের বিধান করা হইবে এবং কোন ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের বিধান করা হইলে তাহার পরিমাণ নির্ধারণ কিংবা অনুরূপ ক্ষতিপূরণ নির্ণয় ও প্রদানের নীতি ও পদ্ধতি নির্দিষ্ট করা হইবে; তবে অনুরূপ কোন আইনে ক্ষতিপূরণের বিধান করা হয় নাই বলিয়া কিংবা ক্ষতিপূরণের বিধান অপর্যাপ্ত হইয়াছে বলিয়া সেই আইন সম্পর্কে কোন আদালতে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না ।

## গৃহ ও যোগাযোগের রক্ষণ

৪৩। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, জনশৃঙ্খলা, জনসাধারণের নৈতিকতা বা জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের

(ক) প্রবেশ, তল্লাশী ও আটক হইতে স্বীয় গৃহে নিরাপত্তালাভের অধিকার থাকিবে; এবং

(খ) চিঠিপত্রের ও যোগাযোগের অন্যান্য উপায়ের গোপনতারক্ষার অধিকার থাকিবে ।

## মৌলিক অধিকার বলবৎকরণ

৪৪। (১) এই ভাগে প্রদত্ত অধিকারসমূহ বলবৎ করিবার জন্য এই সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের (১) দফা-অনুযায়ী সুপ্রীম কোর্টের নিকট মামলা রুজু করিবার অধিকারের নিশ্চয়তা দান করা হইল ।

(২) এই সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের অধীন সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতার হানি না ঘটাইয়া সংসদ আইনের দ্বারা অন্য কোন আদালতকে তাহার এখতিয়ারের স্থানীয় সীমার মধ্যে সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক প্রয়োগযোগ্য সকল বা যে কোন ক্ষমতাপ্রয়োগের ক্ষমতা দান করিতে পারিবেন।

## শৃঙ্খলামূলক আইনের ক্ষেত্রে অধিকারের পরিবর্তন

৪৫। কোন শৃঙ্খলা-বাহিনীর সদস্য-সম্পর্কিত কোন শৃঙ্খলামূলক আইনের যে কোন বিধান উক্ত সদস্যদের যথাযথ কর্তব্যপালন বা উক্ত বাহিনীতে শৃঙ্খলারক্ষা নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে প্রণীত বিধান বলিয়া অনুরূপ বিধানের ক্ষেত্রে এই ভাগের কোন কিছুই প্রযোজ্য হইবে না ।

## দায়মুক্তি-বিধানের ক্ষমতা

৪৬। এই ভাগের পূর্ববর্ণিত বিধানাবলীতে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি বা অন্য কোন ব্যক্তি জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের প্রয়োজনে কিংবা বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে যে কোন অঞ্চলে শৃঙ্খলা-রক্ষা বা-পুনর্বহালের প্রয়োজনে কোন কার্য করিয়া থাকিলে সংসদ আইনের দ্বারা সেই ব্যক্তিকে দায়মুক্ত করিতে পারিবেন কিংবা ঐ অঞ্চলে প্রদত্ত কোন দণ্ডাদেশ, দণ্ড বা বাজেয়াপ্তের আদেশকে কিংবা অন্য কোন কার্যকে বৈধ করিয়া লইতে পারিবেন।

## কতিপয় আইনের হেফাজত

৪৭। (১) নিম্নলিখিত যে কোন বিষয়ের বিধান সংবলিত কোন আইনে (প্রচলিত

আইনের ক্ষেত্রে সংশোধনীর মাধ্যমে) সংসদ যদি স্পষ্টরূপে ঘোষণা করেন যে, এই সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে বর্ণিত রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতিসমূহের কোন একটিকে কার্যকর করিবার জন্য অনুরূপ বিধান করা হইল, তাহা হইলে অনুরূপ আইন এই ভাগে নিশ্চয়কৃত কোন অধিকারের সহিত অসমঞ্জস কিংবা অনুরূপ অধিকার হরণ বা খর্ব করিতেছে, এই কারণে বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে না :

(ক) কোন সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রায়ত্তকরণ বা দখল কিংবা সাময়িকভাবে বা স্থায়ীভাবে কোন সম্পত্তির নিয়ন্ত্রণ বা ব্যবস্থাপনা;

(খ) বাণিজ্যিক বা অন্যবিধ উদ্যোগসম্পন্ন একাধিক প্রতিষ্ঠানের বাধ্যতামূলক সংযুক্তকরণ;

(গ) অনুরূপ যে কোন প্রতিষ্ঠানের পরিচালক, ব্যবস্থাপক, এজেন্ট ও কর্মচারীদের অধিকার এবং (যে কোন প্রকারের) শেয়ার ও স্টকের মালিকদের ভোটাধিকার বিলোপ, পরিবর্তন, সীমিতকরণ বা নিয়ন্ত্রণ;

(ঘ) খনিজদ্রব্য বা খনিজ তৈল-অনুসন্ধান বা -লাভের অধিকার বিলোপ, পরিবর্তন, সীমিতকরণ বা নিয়ন্ত্রণ;

(ঙ) অন্যান্য ব্যক্তিকে অংশতঃ বা সম্পূর্ণতঃ পরিহার করিয়া সরকার কর্তৃক বা সরকারের নিজস্ব, নিয়ন্ত্রণাধীন বা ব্যবস্থাপনাধীন কোন সংস্থা কর্তৃক যে কোন কারবার, ব্যবসায়, শিল্প বা কর্মবিভাগ-চালনা; অথবা

(চ) যে কোন সম্পত্তির স্বত্ত্ব কিংবা পেশা, বৃত্তি, কারবার বা ব্যবসায় -সংক্রান্ত যে কোন অধিকার কিংবা কোন সংবিধিবদ্ধ সরকারী প্রতিষ্ঠান বা কোন বাণিজ্যিক বা শিল্পগত উদ্যোগের মালিক বা কর্মচারীদের অধিকার বিলোপ, পরিবর্তন, সীমিতকরণ বা নিয়ন্ত্রণ ।

(২) এই সংবিধানে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও প্রথম তফসিলে বর্ণিত আইনসমূহ (অনুরূপ আইনের কোন সংশোধনীসহ) পূর্ণভাবে বলবৎ ও কার্যকর হইতে থাকিবে এবং অনুরূপ যে কোন আইনের কোন বিধান—কিংবা অনুরূপ কোন আইনের কর্তৃত্বে যাহা করা হইয়াছে বা করা হয় নাই, তাহা—এই সংবিধানের কোন বিধানের সহিত অসমঞ্জস বা তাহার পরিপন্থী, এই কারণে বাতিল বা বেআইনী বলিয়া গণ্য হইবে না;

তবে শর্ত থাকে যে, এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই অনুরূপ কোন আইন বা বিধানকে সংসদের আইন-দ্বারা পরিবর্তন বা বাতিল করা হইতে নিবৃত্ত করিবে না, তবে সংসদের সেইরূপ আইনের জন্য আনীত কোন বিলে যদি এমন কোন বিধান থাকে কিংবা তাহার এমন কোন কার্যকরতা থাকে, যাহার ফলে কোন সম্পত্তি হইতে রাষ্ট্র বঞ্চিত হন কিংবা রাষ্ট্র কর্তৃক দেয় কোন ক্ষতিপূরণের পরিমাণবৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে অনুরূপ বিল সংসদের মোট সদস্য-সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে গৃহীত না হইলে সম্মতির জন্য তাহা রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপিত হইবে না ।

## চতুর্থ ভাগ

## নির্বাহী বিভাগ

### ১ম পরিচ্ছেদ—রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি

৪৮। (১) বাংলাদেশের একজন রাষ্ট্রপতি থাকিবেন, যিনি দ্বিতীয় তফসিলে বর্ণিত বিধানাবলী-অনুযায়ী সংসদ-সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন ।

(২) রাষ্ট্রপ্রধানরূপে রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের অন্য সকল ব্যক্তির ঊর্ধ্বে স্থান লাভ করিবেন এবং এই সংবিধান ও অন্য কোন আইনের দ্বারা তাঁহাকে প্রদত্ত ও তাঁহার উপর অর্পিত সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কর্তব্য পালন করিবেন ।

(৩) এই সংবিধানের ৫৬ অনুচ্ছেদের (৩) দফা-অনুসারে কেবল প্রধানমন্ত্রী-নিয়োগের ক্ষেত্র ব্যতীত রাষ্ট্রপতি তাঁহার অন্য সকল দায়িত্বপালনে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ-অনুযায়ী কার্য করিবেন;

তবে শর্ত থাকে যে, প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে আদৌ কোন পরামর্শদান করিয়াছেন কি না এবং করিয়া থাকিলে কি পরামর্শ দান করিয়াছেন, কোন আদালত সেই সম্পর্কে কোন প্রশ্নের তদন্ত করিতে পারিবেন না ।

(৪) কোন ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইবার যোগ্য হইবেন না, যদি তিনি

(ক) পঁয়ত্রিশ বৎসরের কম বয়স্ক হন; অথবা

(খ) সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্য না হন; অথবা

(গ) কখনও এই সংবিধানের অধীন অভিশংসন-দ্বারা রাষ্ট্রপতির পদ হইতে অপসারিত হইয়া থাকেন ।

(৫) প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় ও পররাষ্ট্রীয় নীতি-সংক্রান্ত বিষয়াদি সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে অবহিত রাখিবেন এবং রাষ্ট্রপতি অনুরোধ করিলে যে কোন বিষয় মন্ত্রিসভার বিবেচনার জন্য পেশ করিবেন।

## ক্ষমাপ্রদর্শনের অধিকার

৪৯ । কোন আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত যে কোন দণ্ডের মার্জনা, বিলম্বন ও বিরাম মঞ্জুর করিবার এবং যে কোন দণ্ড মওকুফ, স্থগিত বা হ্রাস করিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির থাকিবে ।

## রাষ্ট্রপতি-পদের মেয়াদ

৫০। (১) এই সংবিধানের বিধানাবলী-সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি কার্যভারগ্রহণের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসরের মেয়াদে তাঁহার পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন;

তবে শর্ত থাকে যে, রাষ্ট্রপতির পদের মেয়াদ শেষ হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার উত্তরাধিকারী কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত তিনি স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন।

(২) একাদিক্রমে হউক বা না হউক—দুই মেয়াদের অধিক রাষ্ট্রপতির পদে কোন ব্যক্তি অধিষ্ঠিত থাকিবেন না ।

(৩) স্পীকারের উদ্দেশে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে রাষ্ট্রপতি স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

(৪) রাষ্ট্রপতি তাঁহার কার্যভারকালে সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্য হইবেন না এবং কোন সংসদ-সদস্য রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইলে রাষ্ট্রপতিরূপে তাঁহার কার্যভার গ্রহণের দিনে সংসদে তাঁহার আসন শূন্য হইবে ।

## রাষ্ট্রপতির দায়মুক্তি

৫১। (১) এই সংবিধানের ৫২ অনুচ্ছেদের হানি না ঘটাইয়া বিধান করা হইতেছে যে, রাষ্ট্রপতি তাঁহার দায়িত্বপালন করিতে গিয়া কিংবা অনুরূপ বিবেচনায় কোন কার্য করিয়া থাকিলে বা না করিয়া থাকিলে সেইজন্য তাঁহাকে কোন আদালতে জবাবদিহি করিতে হইবে না, তবে এই দফা সরকারের

বিরুদ্ধে কার্যধারা গ্রহণে কোন ব্যক্তির অধিকার ক্ষুণ্ণ করিবে না ।

(২) রাষ্ট্রপতির কার্যভারকালে তাঁহার বিরুদ্ধে কোন আদালতে কোন প্রকার ফৌজদারী কার্যধারা দায়ের করা বা চালু রাখা যাইবে না এবং তাঁহার গ্রেপ্তার বা কারাবাসের জন্য কোন আদালত হইতে পরোয়ানা জারী করা যাইবে না ।

## রাষ্ট্রপতির অভিশংসন

৫২। (১) এই সংবিধান লঙ্ঘন বা গুরুতর অসদাচরণের অভিযোগে রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসিত করা যাইতে পারিবে; ইহার জন্য সংসদের মোট সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের স্বাক্ষরে অনুরূপ অভিযোগের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া একটি প্রস্তাবের নোটিশ স্পীকারের নিকট প্রদান করিতে হইবে; স্পীকারের নিকট অনুরূপ নোটিশ প্রদানের দিন হইতে চৌদ্দ দিনের পূর্বে বা ত্রিশ দিনের পর এই প্রস্তাব আলোচিত হইতে পারিবে না, এবং সংসদ অধিবেশনরত না থাকিলে স্পীকার অবিলম্বে সংসদ আহ্বান করিবেন।

(২) এই অনুচ্ছেদের অধীন কোন অভিযোগ তদন্তের জন্য সংসদ কর্তৃক নিযুক্ত বা আখ্যায়িত কোন আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা কর্তৃপক্ষের নিকট সংসদ রাষ্ট্রপতির আচরণ গোচর করিতে পারিবেন।

(৩) অভিযোগ-বিবেচনাকালে রাষ্ট্রপতির উপস্থিত থাকিবার এবং প্রতিনিধি-প্রেরণের অধিকার থাকিবে।

(৪) অভিযোগ-বিবেচনার পর মোট সদস্য-সংখ্যার অন্যূন দুই- তৃতীয়াংশ ভোটে অভিযোগ যথার্থ বলিয়া ঘোষণা করিয়া সংসদ কোন প্রস্তাব গ্রহণ করিলে প্রস্তাব গৃহীত হইবার তারিখে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হইবে।

(৫) এই সংবিধানের ৫৪ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী স্পীকার কর্তৃক রাষ্ট্রপতির দায়িত্বপালনকালে এই অনুচ্ছেদের বিধানাবলী এই পরিবর্তন- সাপেক্ষে প্রযোজ্য হইবে যে, এই অনুচ্ছেদের (১) দফায় স্পীকারের উল্লেখ ডেপুটি স্পীকারের উল্লেখ বলিয়া গণ্য হইবে এবং (৪) দফায় রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হইবার উল্লেখ স্পীকারের পদ শূন্য হইবার উল্লেখ বলিয়া গণ্য হইবে; এবং (৪) দফায় বর্ণিত কোন প্রস্তাব গৃহীত হইলে স্পীকার রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালনে বিরত হইবেন ।

## অসামর্থ্যের কারণে রাষ্ট্রপতির অপসারণ

৫৩। (১) শারীরিক বা মানসিক অসামর্থ্যের কারণে রাষ্ট্রপতিকে তাঁহার পদ হইতে অপসারিত করা যাইতে পারিবে; ইহার জন্য সংসদের মোট সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের স্বাক্ষরে কথিত অসামর্থ্যের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া একটি প্রস্তাবের নোটিশ স্পীকারের নিকট প্রদান করিতে হইবে ।

(২) সংসদ অধিবেশনরত না থাকিলে নোটিশ প্রাপ্তিমাত্র স্পীকার সংসদের অধিবেশন আহ্বান করিবেন এবং একটি চিকিৎসা-পর্ষদ (অতঃপর এই অনুচ্ছেদে "পর্ষদ" বলিয়া অভিহিত)-গঠনের প্রস্তাব আহ্বান করিবেন এবং প্রয়োজনীয় প্রস্তাব উত্থাপিত ও গৃহীত হইবার পর স্পীকার তৎক্ষণাৎ উক্ত নোটিশের একটি প্রতিলিপি রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণের ব্যবস্থা করিবেন এবং তাহার সহিত এইমর্মে স্বাক্ষরযুক্ত অনুরোধ জ্ঞাপন করিবেন যে, অনুরূপ অনুরোধ-জ্ঞাপনের তারিখ হইতে দশ দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতি যেন পর্ষদের নিকট পরীক্ষিত হইবার জন্য উপস্থিত হন।

(৩) অপসারণের জন্য প্রস্তাবের নোটিশ স্পীকারের নিকট প্রদানের পর হইতে চৌদ্দ দিনের পূর্বে বা ত্রিশ দিনের পর প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া যাইবে না, এবং অনুরূপ মেয়াদের মধ্যে প্রস্তাবটি উত্থাপনের জন্য পুনরায় সংসদ আহ্বানের প্রয়োজন হইলে স্পীকার সংসদ আহ্বান করিবেন ।

(৪) প্রস্তাবটি বিবেচিত হইবার কালে রাষ্ট্রপতির উপস্থিত থাকিবার এবং প্রতিনিধি-প্রেরণের অধিকার থাকবে।

(৫) প্রস্তাবটি সংসদে উত্থাপনের পূর্বে রাষ্ট্রপতি পর্ষদের দ্বারা পরীক্ষিত হইবার জন্য উপস্থিত না হইয়া থাকিলে প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া যাইতে পারিবে এবং সংসদের মোট সদস্য-সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে তাহা গৃহীত হইলে প্রস্তাবটি গৃহীত হইবার তারিখে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হইবে ।

(৬) অপসারণের জন্য প্রস্তাবটি সংসদে উত্থাপিত হইবার পূর্বে রাষ্ট্রপতি পর্ষদের নিকট পরীক্ষিত হইবার জন্য উপস্থিত হইয়া থাকিলে সংসদের নিকট পর্ষদের মতামত পেশ করিবার সুযোগ না দেওয়া পর্যন্ত প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া যাইবে না ।

(৭) সংসদ কর্তৃক প্রস্তাবটি ও পর্ষদের রিপোর্ট (যাহা এই অনুচ্ছেদের (২) দফা-

অনুসারে পরীক্ষার সাত দিনের মধ্যে দাখিল করা হইবে এবং অনুরূপভাবে দাখিল না করা হইলে তাহা বিবেচনার প্রয়োজন হইবে না ) বিবেচিত হইবার পর সংসদের মোট সদস্য-সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে প্রস্তাবটি গৃহীত হইলে তাহা গৃহীত হইবার তারিখে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হইবে ।

### অনুপস্থিতি প্রভৃতির কালে রাষ্ট্রপতি-পদে স্পীকার

৫৪। রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে রাষ্ট্রপতি দায়িত্বপালনে অসমর্থ হইলে ক্ষেত্রমত রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত কিংবা রাষ্ট্রপতি পুনরায় স্বীয় কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত স্পীকার রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করিবেন ।

## ২য় পরিচ্ছেদ—প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভা

### মন্ত্রিসভা

৫৫। (১) প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের একটি মন্ত্রিসভা থাকিবে এবং প্রধানমন্ত্রী ও সময়ে সময়ে তিনি যেরূপ স্থির করিবেন, সেইরূপ অন্যান্য মন্ত্রী লইয়া এই মন্ত্রিসভা গঠিত হইবে।

(২) প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বা তাঁহার কর্তৃত্বে এই সংবিধান-অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা প্রযুক্ত হইবে ।

(৩) মন্ত্রিসভা যৌথভাবে সংসদের নিকট দায়ী থাকিবেন ।

(৪) সরকারের সকল নির্বাহী ব্যবস্থা রাষ্ট্রপতির নামে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করা হইবে ।

(৫) রাষ্ট্রপতির নামে প্রণীত আদেশসমূহ ও অন্যান্য চুক্তিপত্র কিরূপে সত্যায়িত বা প্রমাণীকৃত হইবে, রাষ্ট্রপতি তাহা বিধিসমূহ-দ্বারা নির্ধারণ করিবেন এবং অনুরূপভাবে সত্যায়িত বা প্রমাণীকৃত কোন আদেশ বা চুক্তিপত্র যথাযথভাবে প্রণীত বা সম্পাদিত হয় নাই বলিয়া তাহার বৈধতা সম্পর্কে কোন আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না ।

(৬) রাষ্ট্রপতি সরকারী কার্যাবলী বণ্টন ও পরিচালনার জন্য বিধিসমূহ প্রণয়ন করিবেন।

## মন্ত্রিগণ

৫৬। (১) একজন প্রধানমন্ত্রী থাকিবেন এবং প্রধানমন্ত্রী যেরূপ নির্ধারণ করিবেন, সেইরূপ অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতি-মন্ত্রী ও উপমন্ত্রী থাকিবেন ।

(২) প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতি-মন্ত্রী ও উপমন্ত্রীদিগকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দান করিবেন;

তবে শর্ত থাকে যে, সংসদ-সদস্য না হইলে এই অনুচ্ছেদের ( ৪ ) দফা সাপেক্ষে কোন ব্যক্তি অনুরূপ নিয়োগলাভের যোগ্য হইবেন না।

(৩) যে সংসদ-সদস্য সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থাভাজন বলিয়া রাষ্ট্রপতির নিকট প্রতীয়মান হইবেন, রাষ্ট্রপতি তাঁহাকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করিবেন ।

(৪) মন্ত্রী-পদে নিযুক্ত হইবার সময়ে কোন ব্যক্তি সংসদ-সদস্য না থাকিলে যদি তিনি অনুরূপ নিয়োগের তারিখ হইতে ছয় মাসের মধ্যে সংসদ-সদস্য নির্বাচিত না হন, তাহা হইলে তিনি মন্ত্রী থাকিবেন না ।

(৫) সংসদ ভাঙ্গিয়া যাওয়া এবং সংসদ-সদস্যদের অব্যবহিত পরবর্তী সাধারণ নির্বাচন-অনুষ্ঠানের মধ্যবর্তীকালে এই অনুচ্ছেদের (২) বা (৩) দফার অধীন নিয়োগদানের প্রয়োজন দেখা দিলে সংসদ ভাঙ্গিয়া যাইবার অব্যবহিত পূর্বে যাঁহারা সংসদ-সদস্য ছিলেন, এই দফার উদ্দেশ্যসাধনকল্পে তাঁহারা সদস্যরূপে বহাল রহিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।

## প্রধানমন্ত্রীর পদের মেয়াদ

৫৭। (১) প্রধানমন্ত্রীর পদ শূন্য হইবে, যদি

(ক) তিনি কোন সময়ে রাষ্ট্রপতির নিকট পদত্যাগপত্র প্রদান করেন; অথবা

(খ) তিনি সংসদ-সদস্য না থাকেন ।

(২) সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থন হারাইলে প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করিবেন কিংবা সংসদ ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শদান করিবেন এবং তিনি অনুরূপ পরামর্শদান করিলে রাষ্ট্রপতি সংসদ ভাঙ্গিয়া দিবেন ।

(৩) প্রধানমন্ত্রীর উত্তরাধিকারী কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীকে স্বীয় পদে বহাল থাকিতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই অযোগ্য করিবে না ।

## অন্যান্য মন্ত্রীর পদের মেয়াদ

৫৮ । (১) প্রধানমন্ত্রী ব্যতীত অন্য কোন মন্ত্রীর পদ শূন্য হইবে, যদি

(ক) তিনি রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করিবার জন্য প্রধানমন্ত্রীর নিকট পদত্যাগপত্র প্রদান করেন;

(খ) তিনি সংসদ-সদস্য না থাকেন;

(গ) এই অনুচ্ছেদের (২) দফা অনুসারে রাষ্ট্রপতি অনুরূপ নির্দেশ দান করেন; অথবা

(ঘ) এই অনুচ্ছেদের (৪) দফায় যেরূপ বিধান করা হইয়াছে, তাহা কার্যকর হয় ।

(২) প্রধানমন্ত্রী যে কোন সময়ে কোন মন্ত্রীকে পদত্যাগ করিতে অনুরোধ করিতে পারিবেন এবং উক্ত মন্ত্রী অনুরূপ অনুরোধপালনে অসমর্থ হইলে তিনি রাষ্ট্রপতিকে উক্ত মন্ত্রীর নিয়োগের অবসান ঘটাইবার পরামর্শ দান করিতে পারিবেন ।

(৩) সংসদ ভাঙ্গিয়া যাওয়া অবস্থার যে কোন সময়ে কোন মন্ত্রীকে স্বীয় পদে বহাল থাকিতে এই অনুচ্ছেদের (১) দফার (ক), (খ) ও (ঘ) উপ-দফার কোন কিছুই অযোগ্য করিবে না ।

(৪) প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করিলে বা স্বীয় পদে বহাল না থাকিলে মন্ত্রীদের প্রত্যেকে পদত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে; তবে এই পরিচ্ছেদের বিধানাবলী-সাপেক্ষে তাঁহাদের উত্তরাধিকারিগণ কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত তাঁহারা স্ব স্ব পদে বহাল থাকিবেন ।

(৫) এই অনুচ্ছেদে "মন্ত্রী" বলিতে প্রতি-মন্ত্রী ও উপমন্ত্রী অন্তর্ভুক্ত ।

## ৩য় পরিচ্ছেদ—স্থানীয় শাসন

### স্থানীয় শাসন

৫৯। (১) আইনানুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক একাংশের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করা হইবে ।

(২) এই সংবিধান ও অন্য কোন আইন-সাপেক্ষে সংসদ আইনের দ্বারা যেরূপ নির্দিষ্ট করিবেন, এই অনুচ্ছেদের (১) দফায় উল্লিখিত অনুরূপ প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান যথোপযুক্ত প্রশাসনিক এককাংশের মধ্যে সেইরূপ দায়িত্ব পালন করিবেন এবং অনুরূপ আইনে নিম্নলিখিত বিষয়-সংক্রান্ত দায়িত্ব অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিবে :

(ক) প্রশাসন ও সরকারী কর্মচারীদের কার্য;

(খ) জনশৃঙ্খলা-রক্ষা;

(গ) জনসাধারণের কার্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা- প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন ।

### স্থানীয় শাসন-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা

৬০। এই সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদের বিধানাবলীকে পূর্ণ কার্যকরতাদানের উদ্দেশ্যে সংসদ আইনের দ্বারা উক্ত অনুচ্ছেদে উল্লেখিত স্থানীয় শাসন-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্থানীয় প্রয়োজনে কর আরোপ করিবার ক্ষমতাসহ বাজেট প্রস্তুতকরণ ও নিজস্ব তহবিল রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা প্রদান করিবেন।

## ৪র্থ পরিচ্ছেদ—প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগ

### সর্বাধিনায়কতা

৬১। বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগসমূহের সর্বাধিনায়কতা রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত হইবে এবং আইনের দ্বারা তাহার প্রয়োগ নিয়ন্ত্রিত হইবে ।

### প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগে ভর্তি প্রভৃতি

৬২। (১) সংসদ আইনের দ্বারা নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ নিয়ন্ত্রণ করিবেন :

(ক) বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগসমূহ ও উক্ত কর্মবিভাগসমূহের সংরক্ষিত অংশসমূহ গঠন ও রক্ষণাবেক্ষণ; (খ) উক্ত কর্মবিভাগসমূহে কমিশন মঞ্জুরী;

(গ) প্রতিরক্ষা-বাহিনীসমূহের প্রধানদের নিয়োগদান ও তাঁহাদের বেতন ও ভাতা -নির্ধারণ; এবং

(ঘ) উক্ত কর্মবিভাগসমূহ ও সংরক্ষিত অংশসমুহ-সংক্রান্ত শৃঙ্খলামূলক ও অন্যান্য বিষয় ।

(২) সংসদ আইনের দ্বারা এই অনুচ্ছেদের (১) দফায় বর্ণিত বিষয়সমূহের জন্য বিধান না করা পর্যন্ত অনুরূপ যে সকল বিষয় প্রচলিত আইনের অধীন নহে, রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা সেই সকল বিষয়ের জন্য বিধান করিতে পারিবেন ।

### যুদ্ধ

৬৩। (১) সংসদের সম্মতি ব্যতীত যুদ্ধ ঘোষণা করা যাইবে না কিংবা প্রজাতন্ত্র কোন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিবেন না ।

(২) বাংলাদেশের বিরুদ্ধে স্থল, জল বা আকাশ-পথে প্রকৃত বা আসন্ন আক্রমণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের রক্ষা ও প্রতিরক্ষার জন্য তাঁহার বিবেচনায় প্রয়োজনীয় যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং সংসদ বৈঠকরত না থাকিলে তৎক্ষণাৎ সংসদ আহ্বান করা হইবে ।

(৩) যুদ্ধ কিংবা আক্রমণ বা সশস্ত্র বিদ্রোহের কালে জননিরাপত্তা নিশ্চিত করিবার ও রাষ্ট্রকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে বলিয়া অভিব্যক্ত সংসদের বিধিবদ্ধ কোন আইনকে এই সংবিধানের কোন কিছুই অবৈধ করিবে না ।

## ৫ম পরিচ্ছেদ—অ্যাটর্নি-জেনারেল

### অ্যাটর্নি-জেনারেল

৬৪। (১) সুপ্রীম কোর্টের বিচারক হইবার যোগ্য কোন ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের অ্যাটর্নি-জেনারেল-পদে নিয়োগ দান করিবেন ।

(২) অ্যাটর্নি-জেনারেল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদত্ত সকল দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৩) অ্যাটর্নি-জেনারেলের দায়িত্বপালনের জন্য বাংলাদেশের সকল আদালতে তাঁহার বক্তব্য পেশ করিবার অধিকার থাকিবে ।

(৪) রাষ্ট্রপতির সন্তোষানুযায়ী সময়সীমা পর্যন্ত অ্যাটর্নি-জেনারেল স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন এবং রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্ধারিত পারিশ্রমিক লাভ করিবেন ।

## পঞ্চম ভাগ

## আইনসভা

### ১ম পরিচ্ছেদ – সংসদ

সংসদ-প্রতিষ্ঠা

৬৫। (১) "জাতীয় সংসদ" নামে বাংলাদেশের একটি সংসদ থাকিবে এবং এই সংবিধানের বিধানাবলী-সাপেক্ষে প্রজাতন্ত্রের আইনপ্রণয়ন- ক্ষমতা সংসদের উপর ন্যস্ত হইবে;

তবে শর্ত থাকে যে, সংসদের আইন-দ্বারা যে কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে আদেশ, বিধি, প্রবিধান, উপ-আইন বা আইনগত কার্যকরতাসম্পন্ন অন্যান্য চুক্তিপত্র প্রণয়নের ক্ষমতার্পণ হইতে এই দফার কোন কিছুই সংসদকে নিবৃত্ত করিবে না ।

(২) একক আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকাসমূহ হইতে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে আইনানুযায়ী নির্বাচিত তিন শত সদস্য লইয়া এবং এই অনুচ্ছেদের (৩) দফার কার্যকরতাকালে উক্ত দফায় বর্ণিত সদস্যদিগকে লইয়া সংসদ গঠিত হইবে; সদস্যগণ সংসদ-সদস্য বলিয়া অভিহিত হইবেন।

(৩) এই সংবিধান প্রবর্তন হইতে দশ বৎসরকাল অতিবাহিত হইবার অব্যবহিত পরবর্তীকালে সংসদ ভাঙ্গিয়া না যাওয়া পর্যন্ত পনেরোটি আসন কেবল মহিলা-সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে এবং তাঁহারা আইনানুযায়ী পূর্বোক্ত সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হইবেন;

তবে শর্ত থাকে যে, এই দফার কোন কিছুই এই অনুচ্ছেদের (২) দফার অধীন কোন আসনে কোন মহিলার নির্বাচন নিবৃত্ত করিবে না ।

(৪) রাজধানীতে সংসদের আসন থাকিবে ।

## সংসদে নির্বাচিত হইবার যোগ্যতা ও অযোগ্যতা

৬৬। (১) কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক হইলে এবং তাঁহার বয়স পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হইলে এই অনুচ্ছেদের (২) দফায় বর্ণিত বিধান- সাপেক্ষে তিনি সংসদের সদস্য নির্বাচিত হইবার এবং সংসদ-সদস্য থাকিবার যোগ্য হইবেন।

(২) কোন ব্যক্তি সংসদের সদস্য নির্বাচিত হইবার এবং সংসদ-সদস্য থাকিবার যোগ্য হইবেন না, যদি

(ক) কোন উপযুক্ত আদালত তাঁহাকে অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া ঘোষণা করেন;

(খ) তিনি দেউলিয়া ঘোষিত হইবার পর দায় হইতে অব্যাহতি লাভ না করিয়া থাকেন;

(গ) তিনি কোন বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করেন কিংবা কোন বিদেশী রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা বা স্বীকার করেন;

(ঘ) তিনি নৈতিক স্খলনজনিত কোন ফৌজদারী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়া অন্যূন দুই বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং তাঁহার মুক্তিলাভের পর পাঁচ বৎসরকাল অতিবাহিত না হইয়া থাকে;

(ঙ) তিনি ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ যোগসাজশকারী (বিশেষ টাইব্যুনাল) আদেশের অধীন যে কোন অপরাধের জন্য দণ্ডিত হইয়া থাকেন;

(চ) আইনের দ্বারা পদাধিকারীকে অযোগ্য ঘোষণা করিতেছে না, এমন পদ ব্যতীত তিনি প্রজাতন্ত্রের কর্মে কোন লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকেন; অথবা

(ছ) তিনি কোন আইনের দ্বারা বা অধীন অনুরূপ নির্বাচনের জন্য অযোগ্য হন।

(৩) এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্যসাধনকল্পে কোন ব্যক্তি কেবল মন্ত্রী, প্রতি-মন্ত্রী বা উপমন্ত্রী হইবার কারণে প্রজাতন্ত্রের কর্মে কোন লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত বলিয়া গণ্য হইবেন না ।

(৪) কোন সংসদ-সদস্য তাঁহার নির্বাচনের পর এই অনুচ্ছেদের (২) দফায় বর্ণিত অযোগ্যতার অধীন হইয়াছেন কি না কিংবা এই সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ-অনুসারে কোন সংসদ-সদস্যের আসন শূন্য হইবে কি না, সে সম্পর্কে কোন

বিতর্ক দেখা দিলে শুনানী ও নিষ্পত্তির জন্য প্রশ্নটি নির্বাচন কমিশনের নিকট প্রেরিত হইবে এবং অনুরূপ ক্ষেত্রে কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে ।

(৫) এই অনুচ্ছেদের (৪) দফার বিধানাবলী যাহাতে পূর্ণ কার্যকরতা লাভ করিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে নির্বাচন কমিশনকে ক্ষমতাদানের জন্য সংসদ যেরূপ প্রয়োজন বোধ করিবেন, আইনের দ্বারা সেইরূপ বিধান করিতে পারিবেন।

## সদস্যদের আসন শূন্য হওয়া

৬৭। (১) কোন সংসদ-সদস্যের আসন শূন্য হইবে, যদি

(ক) তাঁহার নির্বাচনের পর সংসদের প্রথম বৈঠকের তারিখ হইতে নব্বই দিনের মধ্যে তিনি তৃতীয় তফসিলে নির্ধারিত শপথগ্রহণ বা ঘোষণা করিতে ও শপথপত্রে বা ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষরদান করিতে অসমর্থ হন;

তবে শর্ত থাকে যে, অনুরূপ মেয়াদ অতিবাহিত হইবার পূর্বে স্পীকার যথার্থ কারণে তাহা বর্ধিত করিতে পারিবেন;

(খ) সংসদের অনুমতি না লইয়া তিনি একাদিক্রমে নব্বই বৈঠক দিবস অনুপস্থিত থাকেন;

(গ) সংসদ ভাঙ্গিয়া যায়;

(ঘ) তিনি এই সংবিধানের ৬৬ অনুচ্ছেদের (২) দফার অধীন অযোগ্য হইয়া যান; অথবা

(ঙ) এই সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদে বর্ণিত পরিস্থিতির উদ্ভব হয় ।

(২) কোন সংসদ-সদস্য স্পীকারের নিকট স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন, এবং স্পীকার—কিংবা স্পীকারের পদ শূন্য থাকিলে বা অন্য কোন কারণে স্পীকার স্বীয় দায়িত্বপালনে অসমর্থ হইলে ডেপুটি স্পীকার—যখন উক্ত পত্র প্রাপ্ত হন, তখন হইতে উক্ত সদস্যের আসন শূন্য হইবে।

## সংসদ-সদস্যদের বেতন প্রভৃতি

৬৮। সংসদের আইন-দ্বারা কিংবা অনুরূপভাবে নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত

রাষ্ট্রপতি কর্তৃক আদেশের দ্বারা যেরূপ নির্ধারিত হইবে, সংসদ- সদস্যগণ সেইরূপ বেতন, ভাতা ও বিশেষ-অধিকার লাভ করিবেন।

## শপথগ্রহণের পূর্বে আসনগ্রহণ বা ভোটদান করিলে সদস্যের অর্থদণ্ড

৬৯ । কোন ব্যক্তি এই সংবিধানের বিধান-অনুযায়ী শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা করিবার এবং শপথপত্রে বা ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষরদান করিবার পূর্বে কিংবা তিনি সংসদ-সদস্য হইবার যোগ্য নহেন বা অযোগ্য হইয়াছেন জানিয়া সংসদ-সদস্যরূপে আসনগ্রহণ বা ভোটদান করিলে তিনি প্রতি দিনের অনুরূপ কার্যের জন্য প্রজাতন্ত্রের নিকট দেনা হিসাবে উসুলযোগ্য এক হাজার টাকা করিয়া অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন ।

## রাজনৈতিক দল হইতে পদত্যাগ বা দলের বিপক্ষে ভোটদানের কারণে আসন শূন্য হওয়া

৭০। (১) কোন নির্বাচনে কোন রাজনৈতিক দলের প্রার্থিরূপে মনোনীত হইয়া কোন ব্যক্তি সংসদ-সদস্য যদি নির্বাচিত হইলে তিনি

(ক) উক্ত দল হইতে পদত্যাগ করেন, অথবা

(খ) সংসদে উক্ত দলের বিপক্ষে ভোটদান করেন,

তাহা হইলে সংসদে তাঁহার আসন শূন্য হইবে, তবে তিনি সেই কারণে পরবর্তী কোন নির্বাচনে সংসদ-সদস্য হইবার অযোগ্য হইবেন না ।

## দ্বৈত-সদস্যতায় বাধা

৭১। (১) কোন ব্যক্তি একই সময়ে দুই বা ততোধিক নির্বাচনী এলাকার সংসদ-সদস্য হইবেন না ।

(২) কোন ব্যক্তির একই সময়ে দুই বা ততোধিক নির্বাচনী এলাকা হইতে নির্বাচনপ্রার্থী হওয়ায় এই অনুচ্ছেদের (১) দফায় বর্ণিত কোন কিছুই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিবে না, তবে তিনি যদি একাধিক নির্বাচনী এলাকা হইতে নির্বাচিত হন, তাহা হইলে

(ক) তাঁহার সর্বশেষ নির্বাচনের ত্রিশ দিনের মধ্যে তিনি কোন্ নির্বাচনী এলাকার প্রতিনিধিত্ব করিতে ইচ্ছুক, তাহা জ্ঞাপন করিয়া নির্বাচন কমিশনকে একটি

স্বাক্ষরযুক্ত ঘোষণা প্রদান করিবেন এবং তিনি অন্য যে সকল নির্বাচনী এলাকা হইতে নির্বাচিত হইয়াছিলেন, অতঃপর সেই সকল এলাকার আসনসমূহ শূন্য হইবে;

(খ) এই দফার (ক) উপ-দফা মান্য করিতে অসমর্থ হইলে তিনি যে সকল আসনে নির্বাচিত হইয়াছিলেন, সেই সকল আসন শূন্য হইবে; এবং

(গ) এই দফার উপরি-উক্ত বিধানসমূহ যতখানি প্রযোজ্য, ততখানি পালন না করা পর্যন্ত নির্বাচিত ব্যক্তি সংসদ-সদস্যের শপথগ্রহণ

বা ঘোষণা করিতে ও শপথপত্রে বা ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষরদান করিতে পারিবেন না ।

## সংসদের অধিবেশন

৭২। (১) সরকারী বিজ্ঞপ্তি-দ্বারা রাষ্ট্রপতি সংসদ আহ্বান স্থগিত ও ভঙ্গ করিবেন এবং সংসদ আহ্বানকালে রাষ্ট্রপতি প্রথম বৈঠকের সময় ও স্থান নির্ধারণ করিবেন;

তবে শর্ত থাকে যে, সংসদের এক অধিবেশনের সমাপ্তি ও পরবর্তী অধিবেশনের প্রথম বৈঠকের মধ্যে ষাট দিনের অতিরিক্ত বিরতি থাকিবে না।

(২) এই অনুচ্ছেদের (১) দফার বিধানাবলী সত্ত্বেও সংসদ-সদস্যদের যে কোন সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হইবার ত্রিশ দিনের মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠানের জন্য সংসদ আহ্বান করা হইবে ।

(৩) রাষ্ট্রপতি পূর্বে ভাঙ্গিয়া না দিয়া থাকিলে প্রথমে বৈঠকের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসর অতিবাহিত হইলে সংসদ ভাঙ্গিয়া যাইবে;

তবে শর্ত থাকে যে, প্রজাতন্ত্র যুদ্ধে লিপ্ত থাকিবার কালে সংসদের আইন-দ্বারা অনুরূপ মেয়াদ এককালে অনধিক এক বৎসর বর্ধিত করা যাইতে পারিবে, তবে যুদ্ধ সমাপ্ত হইলে বর্ধিত মেয়াদ কোনক্রমে ছয় মাসের অধিক হইবে না।

(৪) সংসদ ভঙ্গ হইবার পর এবং সংসদের পরবর্তী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পূর্বে রাষ্ট্রপতির নিকট যদি সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, প্রজাতন্ত্র যে যুদ্ধে লিপ্ত রহিয়াছেন, সেই যুদ্ধাবস্থার বিদ্যমানতার জন্য সংসদ পুনরাহ্বান করা প্রয়োজন, তাহা হইলে যে সংসদ ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছিল, রাষ্ট্রপতি

তাহা আহ্বান করিবেন ।

(৫) এই অনুচ্ছেদের (১) দফার বিধানাবলী-সাপেক্ষে কার্যপ্রণালী- বিধি-দ্বারা বা অন্যভাবে সংসদ যেরূপ নির্ধারণ করিবেন, সংসদের বৈঠকসমূহ সেইরূপ সময়ে ও স্থানে অনুষ্ঠিত হইবে ।

## সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণ ও বাণী

৭৩। (১) রাষ্ট্রপতি সংসদে ভাষণদান এবং বাণী প্রেরণ করিতে পারিবেন ।

(২) সংসদ-সদস্যদের প্রত্যেক সাধারণ নির্বাচনের পর প্রথম অধিবেশনের সূচনায় এবং প্রত্যেক বৎসর প্রথম অধিবেশনের সূচনায় রাষ্ট্রপতি সংসদে ভাষণদান করিবেন

(৩) রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদত্ত ভাষণ শ্রবণ বা প্রেরিত বাণী প্রাপ্তির পর সংসদ উক্ত ভাষণ বা বাণী সম্পর্কে আলোচনা করিবেন ।

## স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার

৭৪ । (১) কোন সাধারণ নির্বাচনের পর সংসদের প্রথম বৈঠকে সংসদ-সদস্যদের মধ্য হইতে সংসদ একজন স্পীকার ও একজন ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত করিবেন, এবং এই দুই পদের যে কোনটি শূন্য হইলে সাত দিনের মধ্যে কিংবা ঐ সময়ে সংসদ বৈঠকরত না থাকিলে পরবর্তী প্রথম বৈঠকে তাহা পূর্ণ করিবার জন্য সংসদ-সদস্যদের মধ্য হইতে একজনকে নির্বাচিত করিবেন । |

(২) স্পীকার বা ডেপুটি স্পীকারের পদ শূন্য হইবে, যদি

(ক) তিনি সংসদ-সদস্য না থাকেন;

(খ) তিনি মন্ত্রী-পদ গ্রহণ করেন;

(গ) পদ হইতে তাঁহার অপসারণ দাবী করিয়া মোট সংসদ-

সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সমর্থিত কোন প্রস্তাব (প্রস্তাবটি উত্থাপনের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়া অন্যূন চৌদ্দ দিনের নোটিশ প্রদানের পর) সংসদে গৃহীত হয়; (ঘ) তিনি রাষ্ট্রপতির নিকট স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে তাঁহার পদ ত্যাগ

করেন;

(ঙ) কোন সাধারণ নির্বাচনের পর অন্য কোন সদস্য তাঁহার কার্যভার গ্রহণ করেন; অথবা

(চ) ডেপুটি স্পীকারের ক্ষেত্রে, তিনি স্পীকারের পদে যোগদান করেন ।

(৩) স্পীকারের পদ শূন্য হইলে বা তিনি রাষ্ট্রপতির দায়িত্বপালনে রত থাকিলে কিংবা অন্য কোন কারণে তিনি স্বীয় দায়িত্ব পালনে অসমর্থ বলিয়া সংসদ নির্ধারণ করিলে স্পীকারের সকল দায়িত্ব ডেপুটি স্পীকার পালন করিবেন, কিংবা ডেপুটি স্পীকারের পদও শূন্য হইলে সংসদের কার্যপ্রণালী- বিধি-অনুযায়ী কোন সংসদ-সদস্য তাহা পালন করিবেন; এবং সংসদের কোন বৈঠকে স্পীকারের অনুপস্থিতিতে ডেপুটি স্পীকার কিংবা ডেপুটি স্পীকারও অনুপস্থিত থাকিলে সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধি -অনুযায়ী কোন সংসদ-সদস্য স্পীকারের দায়িত্ব পালন করিবেন ।

(৪) সংসদের কোন বৈঠকে স্পীকারকে তাঁহার পদ হইতে অপসারণের জন্য কোন প্রস্তাব বিবেচনাকালে স্পীকার (কিংবা ডেপুটি স্পীকারকে তাঁহার পদ হইতে অপসারণের জন্য কোন প্রস্তাব বিবেচনাকালে ডেপুটি স্পীকার) উপস্থিত থাকিলেও সভাপতিত্ব করিবেন না এবং এই অনুচ্ছেদের (৩) দফায় বর্ণিত ক্ষেত্রমত স্পীকার বা ডেপুটি স্পীকারের অনুপস্থিতিকালীন বৈঠক সম্পর্কে প্রযোজ্য বিধানাবলী অনুরূপ প্রত্যেক বৈঠকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে ।

(৫) স্পীকার বা ডেপুটি স্পীকারের অপসারণের জন্য কোন প্রস্তাব সংসদে বিবেচিত হইবার কালে ক্ষেত্রমত স্পীকার বা ডেপুটি স্পীকারের কথা বলিবার ও সংসদের কার্যধারায় অন্যভাবে অংশগ্রহণের অধিকার থাকিবে এবং তিনি কেবল সদস্যরূপে ভোটদানের অধিকারী হইবেন ।

(৬) এই অনুচ্ছেদের (২) দফার বিধানাবলী সত্ত্বেও ক্ষেত্রমত স্পীকার বা ডেপুটি স্পীকার তাঁহার উত্তরাধিকারী কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল রহিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।

## কার্যপ্রণালী-বিধি, কোরাম প্রভৃতি

৭৫। (১) এই সংবিধান-সাপেক্ষে

(ক) সংসদ কর্তৃক প্রণীত কার্যপ্রণালী-বিধি-দ্বারা এবং অনুরূপ বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত কার্যপ্রণালী-বিধি- দ্বারা সংসদের কার্যপ্রণালী নিয়ন্ত্রিত হইবে;

(খ) উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সংসদে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে, তবে সমসংখ্যক ভোটের ক্ষেত্র ব্যতীত সভাপতি ভোটদান করিবেন না এবং অনুরূপ ক্ষেত্রে তিনি নির্ণায়ক ভোট প্রদান করিবেন;

(গ) সংসদের কোন সদস্যপদ শূন্য রহিয়াছে, কেবল এই কারণে কিংবা সংসদে উপস্থিত হইবার বা ভোটদানের বা অন্য কোন উপায়ে কার্যধারায় অংশগ্রহণের অধিকার না থাকা সত্ত্বেও কোন ব্যক্তি অনুরূপ কার্য করিয়াছেন, কেবল এই কারণে সংসদের কোন কার্যধারা অবৈধ হইবে না ।

(২) সংসদের বৈঠক চলাকালে কোন সময়ে উপস্থিত সদস্য-সংখ্যা ষাটের কম বলিয়া যদি সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়, তাহা হইলে তিনি অন্যূন ষাট জন সদস্য উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত বৈঠক স্থগিত রাখিবেন কিংবা মুলতবী করিবেন ।

## সংসদের স্থায়ী

৭৬। (১) সদস্যদের প্রত্যেক অধিবেশনের প্রথম বৈঠকে সংসদ- সদস্যদের মধ্য হইতে সদস্য লইয়া সংসদ নিম্নলিখিত স্থায়ী কমিটিসমূহ নিয়োগ করিবেন

(ক) সরকারী হিসাব কমিটি;

(খ) বিশেষ-অধিকার কমিটি; এবং

(গ) সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধিতে নির্দিষ্ট অন্যান্য স্থায়ী কমিটি।

(২) সংসদ এই অনুচ্ছেদের (১) দফায় উল্লিখিত কমিটিসমূহের অতিরিক্ত অন্যান্য স্থায়ী কমিটি নিয়োগ করিবেন এবং অনুরূপভাবে নিযুক্ত কোন কমিটি এই সংবিধান ও অন্য কোন আইন-সাপেক্ষে

(ক) খসড়া বিল ও অন্যান্য আইনগত প্রস্তাব পরীক্ষা করিতে পারিবেন;

(খ) আইনের বলবৎকরণ পর্যালোচনা এবং অনুরূপ বলবৎকরণের

জন্য ব্যবস্থাদি গ্রহণের প্রস্তাব করিতে পারিবেন; (গ) জনগুরুত্বসম্পন্ন বলিয়া সংসদ কোন বিষয় সম্পর্কে কমিটিকে অবহিত করিলে সেই বিষয়ে কোন মন্ত্রণালয়ের কার্য বা প্রশাসন সম্বন্ধে অনুসন্ধান বা তদন্ত করিতে পারিবেন এবং কোন মন্ত্রণালয়ের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি সংগ্রহের এবং প্রশ্নাদির মৌখিক বা লিখিত উত্তরলাভের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন;

(ঘ) সংসদ কর্তৃক অর্পিত যে কোন দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন।

(৩) সংসদ আইনের দ্বারা এই অনুচ্ছেদের অধীন নিযুক্ত কমিটিসমূহকে

(ক) সাক্ষীদের হাজিরা বলবৎ করিবার এবং শপথ, ঘোষণা বা অন্য কোন উপায়ের অধীন করিয়া তাঁহাদের সাক্ষ্যগ্রহণের,

(খ) দলিলপত্র দাখিল করিতে বাধ্য করিবার ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।

## ন্যায়পাল

৭৭। (১) সংসদ আইনের দ্বারা ন্যায়পালের পদ-প্রতিষ্ঠার জন্য বিধান করিতে পারিবেন।

(২) সংসদ আইনের দ্বারা ন্যায়পালকে কোন মন্ত্রণালয়, সরকারী কর্মচারী বা সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষের যে কোন কার্য সম্পর্কে তদন্তপরিচালনার ক্ষমতাসহ যেরূপ ক্ষমতা কিংবা যেরূপ দায়িত্ব প্রদান করিবেন, ন্যায়পাল সেইরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৩) ন্যায়পাল তাঁহার দায়িত্বপালন সম্পর্কে বাৎসরিক রিপোর্ট প্রণয়ন করিবেন এবং অনুরূপ রিপোর্ট সংসদে উপস্থাপিত হইবে ।

## সংসদ ও সদস্যদের বিশেষ-অধিকার ও দায়মুক্তি

৭৮ । (১) সংসদের কার্যধারার বৈধতা সম্পর্কে কোন আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না ।

(২) সংসদের যে সদস্য বা কর্মচারীর উপর সংসদের কার্যপ্রণালীনিয়ন্ত্রণ, কার্যপরিচালনা বা শৃঙ্খলারক্ষার ক্ষমতা ন্যস্ত থাকিবে, তিনি এই সকল ক্ষমতাপ্রয়োগ-সম্পর্কিত কোন ব্যাপারে কোন আদালতের এখতিয়ারের অধীন

হইবেন না ।

(৩) সংসদে বা সংসদের কোন কমিটিতে কিছু বলা বা ভোটদানের জন্য কোন সংসদ-সদস্যের বিরুদ্ধে কোন আদালতে কার্যধারা গ্রহণ করা যাইবে না ।

(৪) সংসদ কর্তৃক বা সংসদের কর্তৃত্বে কোন রিপোর্ট, কাগজপত্র, ভোট বা কার্যধারা প্রকাশের জন্য কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন আদালতে কোন কার্যধারা গ্রহণ করা যাইবে না ।

(৫) এই অনুচ্ছেদ-সাপেক্ষে সংসদের আইন-দ্বারা সংসদের, সংসদের কমিটিসমূহের এবং সংসদ-সদস্যদের বিশেষ-অধিকার নির্ধারণ করা যাইতে পারিবে ।

### সংসদ-সচিবালয়

৭৯। (১) সংসদের নিজস্ব সচিবালয় থাকিবে ।

(২) সংসদের সচিবালয়ে কর্মচারীদের নিয়োগ ও কর্মের শর্তসমূহ সংসদ আইনের দ্বারা নির্ধারণ করিতে পারিবেন ।

(৩) সংসদ কর্তৃক বিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত স্পীকারের সহিত পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি সংসদের সচিবালয়ে কর্মচারীদের নিয়োগ ও কর্মের শর্তসমূহ নির্ধারণ করিয়া বিধি প্রণয়ন করিতে পরিবেন এবং অনুরূপভাবে প্রণীত বিধিসমূহ যে কোন আইনের বিধান-সাপেক্ষে কার্যকর হইবে ।

## ২য় পরিচ্ছেদ—আইনপ্রণয়ন ও অর্থ-সংক্রান্ত পদ্ধতি

### আইনপ্রণয়ন-পদ্ধতি

৮০। (১) আইনপ্রণয়নের উদ্দেশ্যে সংসদে আনীত প্রত্যেকটি প্রস্তাব বিল-আকারে উত্থাপিত হইবে ।

(২) সংসদ কর্তৃক কোন বিল গৃহীত হইলে সম্মতির জন্য তাহা রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হইবে ।

(৩) রাষ্ট্রপতির নিকট কোন বিল পেশ করিবার পর পনের দিনের মধ্যে তিনি তাহাতে সম্মতিদান করিবেন কিংবা অর্থবিল ব্যতীত অন্যকোন বিলের ক্ষেত্রে

বিলটি বা তাহার কোন বিশেষ বিধান পুনর্বিবেচনার কিংবা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্দেশিত কোন সংশোধনী বিবেচনার অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়া একটি বার্তাসহ তিনি বিলটি সংসদে ফেরত দিতে পারিবেন; এবং রাষ্ট্রপতি তাহা করিতে অসমর্থ হইলে উক্ত মেয়াদের অবসানে তিনি বিলটিতে সম্মতিদান করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে ।

(৪) রাষ্ট্রপতি যদি বিলটি অনুরূপভাবে সংসদে ফেরৎ পাঠান, তাহা হইলে সংসদ রাষ্ট্রপতির বার্তাসহ তাহা পুনর্বিবেচনা করিবেন; এবং সংশোধনীসহ বা সংশোধনী ব্যতিরেকে সংসদ পুনরায় বিলটি গ্রহণ করিলে সম্মতির জন্য তাহা রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপিত হইবে এবং অনুরূপ উপস্থাপনের সাত দিনের মধ্যে তিনি বিলটিতে সম্মতিদান করিবেন; এবং রাষ্ট্রপতি তাহা করিতে অসমর্থ হইলে উক্ত মেয়াদের অবসানে তিনি বিলটিতে সম্মতিদান করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে ।

(৫) সংসদ কর্তৃক গৃহীত বিলটিতে রাষ্ট্রপতি সম্মতিদান করিলে বা তিনি সম্মতিদান করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইলে তাহা আইনে পরিণত হইবে এবং সংসদের আইন বলিয়া অভিহিত হইবে।

## অর্থবিল

৮১। (১) এই ভাগে "অর্থবিল" বলিতে কেবল নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের সকল বা যে কোন একটি সম্পর্কিত বিধানাবলী-সংবলিত বিল বুঝাইবে :

(ক) কোন কর আরোপ, নিয়ন্ত্রণ, রদবদল, মওকুফ বা রহিতকরণ;

(খ) সরকার কর্তৃক ঋণগ্রহণ বা কোন গ্যারান্টি দান, কিংবা সরকারের আর্থিক দায়-দায়িত্ব সম্পর্কিত আইন সংশোধন;

(গ) সংযুক্ত তহবিলের রক্ষণাবেক্ষণ, অনুরূপ তহবিলে অর্থপ্রদান বা অনুরূপ তহবিল হইতে অর্থ দান বা নির্দিষ্টকরণ;

(ঘ) সংযুক্ত তহবিলের উপর দায় আরোপ কিংবা অনুরূপ কোন দায় রদবদল বা বিলোপ;

(ঙ) সংযুক্ত তহবিল বা প্রজাতন্ত্রের সরকারী হিসাব বাবদ অর্থপ্রাপ্তি, কিংবা অনুরূপ অর্থ রক্ষণাবেক্ষণ বা দান, কিংবা সরকারের হিসাব-নিরীক্ষা;

(চ) উপরি-উক্ত উপ-দফাসমূহে নির্ধারিত যে কোন বিষয়ের অধীন কোন আনুষঙ্গিক বিষয় ।

(২) কোন জরিমানা বা অন্য অর্থদণ্ড আরোপ বা রদবদল, কিংবা লাইসেন্স-ফি বা কোন কার্যের জন্য ফি বা উসুল আরোপ বা প্রদান কিংবা স্থানীয় উদ্দেশ্যসাধনকল্পে কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কোন কর আরোপ, নিয়ন্ত্রণ, রদবদল, মওকুফ বা রহিতকরণের বিধান করা হইয়াছে, কেবল এই কারণে কোন বিল অর্থবিল বলিয়া গণ্য হইবে না ।

(৩) রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য তাঁহার নিকট পেশ করিবার সময়ে প্রত্যেক অর্থবিলে স্পীকারের স্বাক্ষরে এই মর্মে একটি সার্টিফিকেট থাকবে যে, তাহা একটি অর্থবিল, এবং অনুরূপ সার্টিফিকেট সকল বিষয়ে চূড়ান্ত হইবে এবং সেই সম্পর্কে কোন আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না ।

## আর্থিক ব্যবস্থাবলীর সুপারিশ

৮২। সরকারী অর্থব্যয়ের প্রশ্ন জড়িত রহিয়াছে, এমন কোন অর্থবিল বা বিল রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ব্যতীত সংসদে উত্থাপন করা যাইবে না;

তবে শর্ত থাকে যে, কোন কর হ্রাস বা বিলোপের বিধান-সংবলিত কোন সংশোধনী উত্থাপনের জন্য এই অনুচ্ছেদের অধীন সুপারিশের প্রয়োজন হইবে না ।

## সংসদের আইন ব্যতীত করারোপে বাধা

৮৩। সংসদের কোন আইনের দ্বারা বা কর্তৃত্ব ব্যতীত কোন কর আরোপ বা সংগ্রহ করা যাইবে না ।

## সংযুক্ত তহবিল ও প্রজাতন্ত্রের সরকারী হিসাব

৮৪। (১) সরকার কর্তৃক প্রাপ্ত সকল রাজস্ব,সরকার কর্তৃক সংগৃহীত সকল ঋণ এবং কোন ঋণপরিশোধ হইতে সরকার কর্তৃক প্রাপ্ত সকল অর্থ একটি মাত্র তহবিলের অংশে পরিণত হইবে এবং তাহা "সংযুক্ত তহবিল" নামে অভিহিত হইবে ।

(২) সরকার কর্তৃক বা সরকারের পক্ষে প্রাপ্ত অন্য সকল সরকারী অর্থ প্রজাতন্ত্রের সরকারী হিসাবে জমা হইবে ।

## সরকারী অর্থের নিয়ন্ত্রণ

৮৫। সরকারী অর্থের রক্ষণাবেক্ষণ, ক্ষেত্রমত সংযুক্ত তহবিলে অর্থপ্রদান বা তাহা হইতে অর্থপ্রত্যাহার কিংবা প্রজাতন্ত্রের সরকারী হিসাবে অর্থপ্রদান বা তাহা হইতে অর্থপ্রত্যাহার এবং উপরি-উক্ত বিষয়সমূহের সহিত সংশ্লিষ্ট বা আনুষঙ্গিক সকল বিষয় সংসদের আইন-দ্বারা এবং অনুরূপ আইনের বিধান না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত বিধিসমূহ- দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে ।

## প্রজাতন্ত্রের সরকারী হিসাবে প্রদেয় অর্থ

৮৬। প্রজাতন্ত্রের সরকারী হিসাবে জমা হইবে-

(ক) রাজস্ব কিংবা এই সংবিধানের ৮৪ অনুচ্ছেদের (১) দফার কারণে যেরূপ অর্থ সংযুক্ত তহবিলের অংশে পরিণত হইবে, তাহা ব্যতীত প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত কিংবা প্রজাতন্ত্রের বিষয়াবলীর সহিত সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তি কর্তৃক প্রাপ্ত বা ব্যক্তির নিকট জমা রহিয়াছে, এইরূপ সকল অর্থ; অথবা

(খ) যে কোন মোকদ্দমা, বিষয়, হিসাব বা ব্যক্তি বাবদ যে কোন আদালত কর্তৃক প্রাপ্ত বা আদালতের নিকট জমা রহিয়াছে, এইরূপ সকল অর্থ 1

## বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি

৮৭। (১) প্রত্যেক অর্থ-বৎসর সম্পর্কে উক্ত বৎসরের জন্য সরকারের অনুমিত আয় ও ব্যয়-সংবলিত একটি বিবৃতি (এই ভাগে "বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি" নামে অভিহিত) সংসদে উপস্থাপিত হইবে ।

(২) বার্ষিক আর্থিক বিবৃতিতে পৃথক পৃথকভাবে

(ক) এই সংবিধানের দ্বারা বা অধীন সংযুক্ত তহবিলের উপর দায়রূপে বর্ণিত ব্যয়নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ, এবং

(খ) সংযুক্ত তহবিল হইতে ব্যয় করা হইবে, এইরূপ প্রস্তাবিত অন্যান্য ব্যয়নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদর্শিত হইবে এবং অন্যান্য ব্যয় হইতে রাজস্ব খাতের ব্যয় পৃথক করিয়া প্রদর্শিত হইবে ।

## সংযুক্ত তহবিলের উপর দায়

৮৮। সংযুক্ত তহবিলের উপর দায়যুক্ত ব্যয় নিম্নরূপ হইবে ঃ

(ক) রাষ্ট্রপতিকে দেয় পারিশ্রমিক ও তাঁহার দপ্তর-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যয়;

(খ) (অ) স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার,

(আ) সুপ্রীম কোর্টের বিচারকগণ,

(ই) মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, (ঈ) নির্বাচন কমিশনারগণ,

(উ) সরকারী কর্ম কমিশনের সদস্যদিগকে দেয় পারিশ্রমিক; (গ) সংসদ, সুপ্রীম কোর্ট, মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের দপ্তর,

নির্বাচন কমিশন এবং সরকারী কর্ম কমিশনের কর্মচারীদিগকে দেয় পারিশ্রমিকসহ প্রশাসনিক ব্যয়;

(ঘ) সুদ, পরিশোধ-তহবিলের দায়, মূলধন পরিশোধ বা তাহার ক্রম-পরিশোধ এবং ঋণসংগ্রহ-ব্যপদেশে ও সংযুক্ত তহবিলের জামানতে গৃহীত ঋণের মোচন-সংক্রান্ত অন্যান্য ব্যয়সহ সরকারের ঋণ-সংক্রান্ত সকল দেনার দায়;

(ঙ) কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রদত্ত কোন রায়, ডিক্রী বা রোয়েদাদ কার্যকর করিবার জন্য প্রয়োজনীয় যে কোন পরিমাণ অর্থ; এবং

(চ) এই সংবিধান বা সংসদের আইন -দ্বারা অনুরূপ দায়যুক্ত বলিয়া□ঘোষিত অন্য যে কোন ব্যয় ।

## বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি সম্পর্কিত পদ্ধতি

৮৯। (১) সংযুক্ত তহবিলের দায়যুক্ত ব্যয় সম্পর্কিত বার্ষিক আর্থিক বিবৃতির অংশ সংসদে আলোচনা করা হইবে, কিন্তু তাহা ভোটের আওতাভুক্ত হইবে না ।

(২) অন্যান্য ব্যয়-সম্পর্কিত বার্ষিক আর্থিক বিবৃতির অংশ মঞ্জুরীদাবীর আকারে সংসদে উপস্থাপিত হইবে এবং কোন মঞ্জুরী-দাবীতে সম্মতিদানের বা সম্মতিদানে অস্বীকৃতির কিংবা মঞ্জুরী-দাবীতে নির্ধারিত অর্থ হ্রাস- সাপেক্ষে তাহাতে সম্মতিদানের ক্ষমতা সংসদের থাকিবে ।

(৩) রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ব্যতীত কোন মঞ্জুরী দাবী করা যাইবে না ।

## নির্দিষ্টকরণ আইন

৯০। (১) সংসদ কর্তৃক এই সংবিধানের ৮৯ অনুচ্ছেদের অধীন মঞ্জুরী দানের পর সংযুক্ত তহবিল হইতে নিম্নলিখিত ব্যয়- নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় সকল অর্থ নির্দিষ্টকরণের বিধান-সংবলিত একটি বিল যথাশীঘ্র সংসদে উত্থাপন করা হইবে :

(ক) সংসদ কর্তৃক প্রদত্ত অনুরূপ মঞ্জুরী; এবং

(খ) সংসদে উপস্থাপিত বিবৃতিতে প্রদর্শিত অর্থের অনধিক সংযুক্ত□তহবিলের দায়যুক্ত ব্যয় ।

(২) অনুরূপ কোন বিল সম্পর্কে সংসদে এমন কোন সংশোধনীর প্রস্তাব করা হইবে না, যাহার ফলে অনুরূপভাবে প্রদত্ত কোন মঞ্জুরীর পরিমাণ বা উদ্দেশ্য কিংবা সংযুক্ত তহবিলের উপর দায়যুক্ত ব্যয়ের পরিমাণ পরিবর্তিত হইয়া যায়।

(৩) এই সংবিধানের বিধানাবলী-সাপেক্ষে সংযুক্ত তহবিল হইতে এই অনুচ্ছেদের বিধানাবলী-অনুযায়ী গৃহীত আইনের দ্বারা নির্দিষ্টকরণ ব্যতীত কোন অর্থ প্রত্যাহার করা হইবে না ।

## সম্পূরক ও অতিরিক্ত মঞ্জুরী

৯১। কোন অর্থ-বৎসর প্রসঙ্গে যদি দেখা যায় যে,

(ক) চলিত অর্থ-বৎসরে নির্দিষ্ট কোন কর্মবিভাগের জন্য অনুমোদিত ব্যয় অপর্যাপ্ত হইয়াছে কিংবা ঐ বৎসরের বার্ষিক আর্থিক বিবৃতিতে অন্তর্ভুক্ত হয় নাই, এমন কোন নূতন কর্মবিভাগের জন্য ব্যয়নির্বাহের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে, অথবা

(খ) কোন অর্থ-বৎসরে কোন কর্মবিভাগের জন্য মঞ্জুরীকৃত অর্থের অধিক অর্থ ঐ বৎসরে উক্ত কর্মবিভাগের জন্য ব্যয়িত হইয়াছে, তাহা হইলে এই সংবিধানের দ্বারা বা অধীন সংযুক্ত তহবিলের উপর ইহাকে দায়যুক্ত করা হউক বা না হউক, সংযুক্ত তহবিল হইতে এই ব্যয়নির্বাহের কর্তৃত্ব প্রদান করিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির থাকিবে এবং রাষ্ট্রপতি ক্ষেত্রমত এই ব্যয়ের অনুমিত পরিমাণ-সংবলিত একটি সম্পূরক আর্থিক বিবৃতি কিংবা অতিরিক্ত

ব্যয়ের পরিমাণ-সংবলিত একটি অতিরিক্ত আর্থিক বিবৃতি সংসদে উপস্থাপনের ব্যবস্থা করিবেন এবং বার্ষিক আর্থিক বিবৃতির ন্যায় উপরি-উক্ত বিবৃতির ক্ষেত্রে (প্রয়োজনীয় উপযোগীকরণসহ) এই সংবিধানের ৮৭ হইতে ৯০ পর্যন্ত অনুচ্ছেদসমূহ প্রযোজ্য হইবে ।

## হিসাব, ঋণ প্রভৃতির উপর ভোট

৯২। (১) এই পরিচ্ছেদের উপরি-উক্ত বিধানাবলীতে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও

(ক) মঞ্জুরীর উপর ভোটদান সম্পর্কে এই সংবিধানের ৮৯ অনুচ্ছেদে নির্ধারিত পদ্ধতি সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত এবং ঐ ব্যয় সম্পর্কিত ৯০ অনুচ্ছেদের বিধানাবলী-অনুযায়ী আইন গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত কোন অর্থ বৎসরের কোন অংশের জন্য অনুমিত ব্যয়ের অগ্রিম মঞ্জুরীদানের ক্ষমতা সংসদের থাকিবে;

(খ) কোন কার্যের বিশালতা বা অনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের জন্য বার্ষিক আর্থিক বিবৃতিতে সাধারণভাবে প্রদত্ত বিস্তারিত বৃত্তান্তের সহিত অনুরূপ কার্য-সংক্রান্ত ব্যয়দাবী নির্ধারিত করা সম্ভব না হইলে প্রজাতন্ত্রের সম্পদ হইতে অনুরূপ অপ্রত্যাশিত ব্যয়নির্বাহের জন্য মঞ্জুরীদানের ক্ষমতা সংসদের থাকিবে;

(গ) কোন অর্থ-বৎসরের চলিত ব্যয়ের অংশ নয়, এইরূপ ব্যতিক্রমী মঞ্জুরীদানের ক্ষমতা সংসদের থাকিবে;

এবং যে উদ্দেশ্যে অনুরূপ মঞ্জুরীদান করা হইয়াছে, তাহা সাধনকল্পে সংযুক্ত তহবিল হইতে আইনের দ্বারা অর্থ প্রত্যাহারের কর্তৃত্বপ্রদানের ক্ষমতা সংসদের থাকিবে।

(২) বার্ষিক আর্থিক বিবৃতিতে উল্লিখিত কোন ব্যয়-সম্পর্কিত মঞ্জুরীদানের ক্ষেত্রে এবং অনুরূপ ব্যয় নির্বাহের উদ্দেশ্যে সংযুক্ত তহবিল হইতে অর্থ নির্দিষ্টকরণের কর্তৃত্ব প্রদানের জন্য প্রণীতব্য আইনের ক্ষেত্রে এই সংবিধানের ৮৯ ও ৯০ অনুচ্ছেদের বিধানাবলী যেরূপে সক্রিয় হইবে, বর্তমান অনুচ্ছেদের (১) দফার অধীন কোন মঞ্জুরীদানের ক্ষেত্রে এবং ঐ দফার অধীন প্রণীতব্য কোন আইনের ক্ষেত্রেও উক্ত অনুচ্ছেদদ্বয় সমভাবে কার্যকর হইবে ।

## ৩য় পরিচ্ছেদ—অধ্যাদেশপ্রণয়ন-ক্ষমতা

### অধ্যাদেশপ্রণয়ন-ক্ষমতা

৯৩। (১) সংসদের অধিবেশনকাল ব্যতীত কোন সময়ে রাষ্ট্রপতির নিকট আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়া সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইলে তিনি উক্ত পরিস্থিতিতে যেরূপ প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিবেন, সেইরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারী করিতে পারিবেন এবং জারী হইবার সময় হইতে অনুরূপভাবে প্রণীত অধ্যাদেশ সংসদের আইনের ন্যায় ক্ষমতাসম্পন্ন হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, এই দফার অধীন কোন অধ্যাদেশে এমন কোন বিধান করা হইবে না,

(ক) যাহা এই সংবিধানের অধীন সংসদের আইন-দ্বারা আইনসঙ্গতভাবে করা যায় না;

(খ) যাহাতে এই সংবিধানের কোন বিধান পরিবর্তিত বা রহিত হইয়া যায়; অথবা

(গ) যাহার দ্বারা পূর্বে প্রণীত কোন অধ্যাদেশের যে কোন বিধানকে অব্যাহতভাবে বলবৎ করা যায় ।

(২) এই অনুচ্ছেদের (১) দফার অধীন প্রণীত কোন অধ্যাদেশ জারী হইবার পর অনুষ্ঠিত সংসদের প্রথম বৈঠকে তাহা উপস্থাপিত হইবে এবং ইতঃপূর্বে বাতিল না হইয়া থাকিলে অধ্যাদেশটি অনুরূপভাবে উপস্থাপনের পর ত্রিশ দিন অতিবাহিত হইলে কিংবা অনুরূপ মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পূর্বে তাহা অননুমোদন করিয়া সংসদে প্রস্তাব গৃহীত হইলে অধ্যাদেশটির কার্যকরতা লোপ পাইবে ।

(৩) সংসদ ভাঙ্গিয়া যাওয়া অবস্থার কোন সময়ে রাষ্ট্রপতির নিকট ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়া সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইলে তিনি এমন অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারী করিতে পারিবেন, যাহাতে সংবিধান-দ্বারা সংযুক্ত তহবিলের উপর কোন ব্যয় দায়যুক্ত হউক বা না হউক, উক্ত তহবিল হইতে সেইরূপ ব্যয়নির্বাহের কর্তৃত্ব প্রদান করা যাইবে

এবং অনুরূপভাবে প্রণীত কোন অধ্যাদেশ জারী হইবার সময় হইতে তাহা সংসদের আইনের ন্যায় ক্ষমতাসম্পন্ন হইবে ।

(৪) এই অনুচ্ছেদের (৩) দফার অধীন জারীকৃত প্রত্যেক অধ্যাদেশ যথাশীঘ্র সংসদে উপস্থাপিত হইবে এবং সংসদ পুনর্গঠিত হইবার তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে এই সংবিধানের ৮৭, ৮৯ ও ৯০ অনুচ্ছেদসমূহের বিধানাবলী প্রয়োজনীয় উপযোগীকরণসহ পালিত হইবে ।

## ষষ্ঠ ভাগ
## বিচারবিভাগ
## ১ম পরিচ্ছেদ—সুপ্রীম কোর্ট

### সুপ্রীম কোর্ট -প্রতিষ্ঠা

৯৪। (১) "বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট" নামে বাংলাদেশের একটি সর্বোচ্চ আদালত থাকিবে এবং আপীল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগ লইয়া তাহা গঠিত হইবে ।

(২) প্রধান বিচারপতি (যিনি "বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি" নামে অভিহিত হইবেন) এবং প্রত্যেক বিভাগে আসনগ্রহণের জন্য রাষ্ট্রপতি যেরূপ সংখ্যক বিচারক নিয়োগের প্রয়োজন বোধ করিবেন, সেইরূপ সংখ্যক অন্যান্য বিচারক লইয়া সুপ্রীম কোর্ট গঠিত হইবে ।

(৩) প্রধান বিচারপতি ও আপীল বিভাগে নিযুক্ত বিচারকগণ কেবল উক্ত বিভাগে এবং অন্যান্য বিচারক কেবল হাইকোর্ট বিভাগে আসন গ্রহণ করিবেন।

(৪) এই সংবিধানের বিধানাবলী-সাপেক্ষে প্রধান বিচারপতি এবং অন্যান্য বিচারক বিচারকার্যপালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকিবেন ।

### বিচারক-নিয়োগ

৯৫। (১) প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং প্রধান বিচারপতির সহিত পরামর্শ করিয়া রাষ্ট্রপতি অন্যান্য বিচারককে নিয়োগদান করিবেন ।

(২) কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক না হইলে, এবং

(ক) সুপ্রীম কোর্টে অন্যূন দশ বৎসরকাল অ্যাডভোকেট না থাকিয়া থাকিলে;

অথবা

(খ) বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে অন্যূন দশ বৎসর কোন বিচার বিভাগীয় পদে অধিষ্ঠান না করিয়া থাকিলে কিংবা অন্যূন দশ বৎসরকাল অ্যাডভোকেট না থাকিয়া থাকিলে, এবং অন্যূন তিন বৎসর জেলা-বিচারকের ক্ষমতা নির্বাহ না করিয়া থাকিলে তিনি বিচারকপদে নিয়োগলাভের যোগ্য হইবেন না ।

(৩) এই অনুচ্ছেদে "সুপ্রীম কোর্ট" বলিতে এই সংবিধান প্রবর্তনের পূর্বে যে কোন সময়ে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে যে আদালত হাইকোর্ট হিসাবে এখতিয়ার প্রয়োগ করিয়াছে, সেই আদালত অন্তর্ভুক্ত হইবে।

## বিচারকদের পদের মেয়াদ

৯৬। (১) এই অনুচ্ছেদের বিধানাবলী-সাপেক্ষে কোন বিচারক বাষট্টি বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন।

(২) প্রমাণিত অসদাচরণ বা অসামর্থ্যের কারণে সংসদের মোট সদস্য-সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ গরিষ্ঠতার দ্বারা সমর্থিত সংসদের প্রস্তাবক্রমে প্রদত্ত রাষ্ট্রপতির আদেশ ব্যতীত কোন বিচারককে অপসারিত করা যাইবে না ।

(৩) এই অনুচ্ছেদের (২) দফার অধীন প্রস্তাব সম্পর্কিত পদ্ধতি এবং কোন বিচারকের অসদাচরণ বা অসামর্থ্য সম্পর্কে তদন্ত ও প্রমাণের পদ্ধতি সংসদ আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবেন ।

(৪) কোন বিচারক রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ করিয়া স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন ।

## অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি-নিয়োগ

৯৭। প্রধান বিচারপতির পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে বিচারপতি তাঁহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ বলিয়া রাষ্ট্রপতির নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইলে ক্ষেত্রমত অন্য কোন ব্যক্তি অনুরূপ পদে যোগদান না করা পর্যন্ত কিংবা প্রধান বিচারপতি স্বীয় কার্যভার পুনরায় গ্রহণ না করা পর্যন্ত আপীল বিভাগের অন্যান্য বিচারকের মধ্যে যিনি কর্মে প্রবীণতম, তিনি অনুরূপ কার্যভার পালন করিবেন।

## সুপ্রীম কোর্টের অতিরিক্ত বিচারকগণ

৯৮। সংবিধানের ৯৪ অনুচ্ছেদের বিধানাবলী সত্ত্বেও প্রধান বিচারপতির সহিত পরামর্শ করিয়া রাষ্ট্রপতির নিকট সুপ্রীম কোর্টের কোন বিভাগের বিচারক-সংখ্যা সাময়িকভাবে বৃদ্ধি করা উচিত বলিয়া সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইলে তিনি যথাযথ যোগ্যতাসম্পন্ন এক বা একাধিক ব্যক্তিকে অনধিক দুই বৎসরের জন্য অতিরিক্ত বিচারক নিযুক্ত করিতে পারিবেন, কিংবা তিনি উপযুক্ত বিবেচনা করিলে হাইকোর্ট বিভাগের কোন বিচারককে যে কোন অস্থায়ী মেয়াদের জন্য আপীল বিভাগে আসনগ্রহণের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন;

তবে শর্ত থাকে যে, অতিরিক্ত বিচারকরূপে নিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে এই সংবিধানের ৯৫ অনুচ্ছেদের অধীন বিচারকরূপে নিযুক্ত হইতে কিংবা বর্তমান অনুচ্ছেদের অধীন আরও এক মেয়াদের জন্য অতিরিক্ত বিচারকরূপে নিযুক্ত হইতে বর্তমান অনুচ্ছেদের কোন কিছুই নিবৃত্ত করিবে না ।

## অবসরগ্রহণের পর বিচারকগণের অক্ষমতা

৯৯ । কোন ব্যক্তি (এই সংবিধানের ৯৮ অনুচ্ছেদের বিধানাবলী- অনুসারে অতিরিক্ত বিচারকরূপে দায়িত্বপালন ব্যতীত) বিচারকরূপে দায়িত্বপালন করিয়া থাকিলে উক্ত পদ হইতে অবসরগ্রহণের বা অপসারিত হইবার পর তিনি কোন আদালত বা কর্তৃপক্ষের নিকট ওকালতি বা কার্য করিবেন না এবং প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগলাভের যোগ্য হইবেন না ।

## সুপ্রীম কোর্টের আসন

১০০। রাজধানীতে সুপ্রীম কোর্টের স্থায়ী আসন থাকিবে, তবে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লইয়া প্রধান বিচারপতি সময়ে সময়ে অন্য যে স্থান বা স্থানসমূহ নির্ধারণ করিবেন, সেই স্থান বা স্থানসমূহে হাইকোর্ট বিভাগের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইতে পারিবে।

## হাইকোর্ট বিভাগের এখতিয়ার

১০১ । এই সংবিধান বা অন্য কোন আইনের দ্বারা হাইকোর্ট বিভাগের উপর যেরূপ আদি, আপীল ও অন্য প্রকার-এখতিয়ার ও-ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে, উক্ত বিভাগের সেইরূপ এখতিয়ার ও ক্ষমতা থাকিবে ।

## মৌলিক অধিকার বলবৎকরণ প্রসঙ্গে এবং কতিপয় আদেশ ও নির্দেশ প্রভৃতিদানের ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগের ক্ষমতা

১০২। (১) কোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনক্রমে এই সংবিধানের তৃতীয় ভাগের দ্বারা অর্পিত অধিকারসমূহের যে কোন একটি বলবৎ করিবার জন্য প্রজাতন্ত্রের বিষয়াবলীর সহিত সম্পর্কিত কোন দায়িত্বপালনকারী ব্যক্তিসহ যে কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে হাইকোর্ট বিভাগ উপযুক্ত নির্দেশাবলী বা আদেশাবলী দান করিতে পারিবেন ।

(২) হাইকোর্ট বিভাগের নিকট যদি সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, আইনের দ্বারা অন্য কোন সমফলপ্রদ বিধান করা হয় নাই, তাহা হইলে

(ক) যে কোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনক্রমে

(অ) প্রজাতন্ত্র বা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিষয়াবলীর সহিত সংশ্লিষ্ট যে কোন দায়িত্ব পালনে রত ব্যক্তিকে আইনের দ্বারা অনুমোদিত নয়, এমন কোন কার্য করা হইতে বিরত রাখিবার জন্য কিংবা আইনের দ্বারা তাঁহার করণীয় কার্য করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিয়া, অথবা

(আ প্রজাতন্ত্র বা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিষয়াবলীর সহিত সংশ্লিষ্ট যে কোন দায়িত্বপালনে রত ব্যক্তির কৃত কোন কার্য বা গৃহীত কোন কার্যধারা আইনসঙ্গত কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে করা হইয়াছে বা গৃহীত হইয়াছে ও তাহার কোন আইনগত কার্যকরতা নাই বলিয়া ঘোষণা করিয়া উক্ত বিভাগ আদেশদান করিতে পারিবেন; অথবা

(খ) যে কোন ব্যক্তির আবেদনক্রমে

(অ) আইনসঙ্গত কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে বা বেআইনী উপায়ে কোন ব্যক্তিকে প্রহরায় আটক রাখা হয় নাই বলিয়া যাহাতে উক্ত বিভাগের নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইতে পারে, সেইজন্য প্রহরায় আটক উক্ত ব্যক্তিকে উক্ত বিভাগের সম্মুখে আনয়নের নির্দেশ প্রদান করিয়া; অথবা

(আ) কোন সরকারী পদে আসীন বা আসীন বলিয়া বিবেচিত কোন ব্যক্তিকে তিনি কোন্ কর্তৃত্ববলে অনুরূপ পদমর্যাদায় অধিষ্ঠানের দাবী করিতেছেন, তাহা প্রদর্শনের নির্দেশ প্রদান করিয়া উক্ত বিভাগ আদেশদান করিতে পারিবেন।

(৩) উপরি-উক্ত দফাসমূহে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও এই সংবিধানের ৪৭ অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য হয়, এইরূপ কোন আইনের ক্ষেত্রে বর্তমান অনুচ্ছেদের অধীন কোন আদেশদানের ক্ষমতা হাইকোর্ট বিভাগের থাকিবে না ।

(৪) এই অনুচ্ছেদের (১) দফা কিংবা এই অনুচ্ছেদের (২) দফার উপ-দফার অধীন কোন আবেদনক্রমে যে ক্ষেত্রে অন্তবর্তী আদেশ প্রার্থনা করা হইয়াছে এবং অনুরূপ অন্তবর্তী আদেশ

(ক) যেখানে সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য কোন ব্যবস্থার কিংবা কোন উন্নয়নমূলক কার্যের প্রতিকূলতা বা বাধা সৃষ্টি করিতে পারে, অথবা

(খ) যেখানে অন্য কোনভাবে জনস্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর হইতে পারে,

সেইখানে অ্যাটর্নি-জেনারেলকে উক্ত আবেদন সম্পর্কে যুক্তিসঙ্গত নোটিশদান এবং অ্যাটর্নি-জেনারেলের (কিংবা এই বিষয়ে তাঁহার দ্বারা ভারপ্রাপ্ত অন্য কোন অ্যাডভোকেটের) বক্তব্য শ্রবণ না করা পর্যন্ত এবং এই দফার (ক) বা (খ) উপ-দফায় উল্লিখিত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিবে না বলিয়া হাইকোর্ট বিভাগের নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান না হওয়া পর্যন্ত উক্ত বিভাগ কোন অন্তবর্তী আদেশ দান করিবেন না ।

(৫) প্রসঙ্গের প্রয়োজনে অন্যরূপ না হইলে এই অনুচ্ছেদে "ব্যক্তি" বলিতে সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষ ও বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগসমূহ-সংক্রান্ত আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনাল ব্যতীত কিংবা এই সংবিধানের ১১৭ অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য হয়, এইরূপ কোন ট্রাইব্যুনাল ব্যতীত যে কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনাল অন্তর্ভুক্ত হইবে ।

## আপীল বিভাগের এখতিয়ার

১০৩। (১) হাইকোর্ট বিভাগের রায়, ডিক্রী, আদেশ বা দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল শুনানীর ও তাহা নিষ্পত্তির এখতিয়ার আপীল বিভাগের থাকিবে ।

(২) হাইকোর্ট বিভাগের রায়, ডিক্রী, আদেশ বা দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল বিভাগের নিকট সেই ক্ষেত্রে অধিকারবলে আপীল করা যাইবে, যেক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগ

(ক) এই মর্মে সার্টিফিকেট দান করিবেন যে, মামলাটির সহিত এই সংবিধান-

ব্যাখ্যার বিষয়ে আইনের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জড়িত রহিয়াছে; অথবা

(খ) কোন মৃত্যুদণ্ড বহাল করিয়াছেন কিংবা কোন ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন; অথবা

(গ) উক্ত বিভাগের অবমাননার জন্য কোন ব্যক্তিকে দণ্ডদান করিয়াছেন;

এবং সংসদের আইন-দ্বারা যেরূপ বিধান করা হইবে, সেইরূপ অন্যান্য ক্ষেত্রে।

(৩) হাইকোর্ট বিভাগের রায়, ডিক্রী, আদেশ বা দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে যে মামলায় এই অনুচ্ছেদের (২) দফা প্রযোজ্য নহে, কেবল আপীল বিভাগ আপীলের অনুমতিদান করিলে সেই মামলায় আপীল চলিবে ।

(৪) সংসদ আইনের দ্বারা ঘোষণা করিতে পারিবেন যে, এই অনুচ্ছেদের বিধানসমূহ হাইকোর্ট বিভাগের প্রসঙ্গে যেরূপ প্রযোজ্য, অন্য কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনালের ক্ষেত্রেও তাহা সেইরূপ প্রযোজ্য হইবে ।

## আপীল বিভাগের পরোয়ানা জারী ও নির্বাহ

১০৪ । কোন ব্যক্তির হাজিরা কিংবা কোন দলিলপত্র উদ্ঘাটন বা দাখিল করিবার আদেশসহ আপীল বিভাগের নিকট বিচারাধীন যে কোন মামলা বা বিষয়ে সম্পূর্ণ ন্যায়বিচারের জন্য যেরূপ প্রয়োজনীয় হইতে পারে, উক্ত বিভাগ সেইরূপ নির্দেশ, আদেশ, ডিক্রী বা রীট জারী করিতে পারিবেন ।

## আপীল বিভাগ কর্তৃক রায় বা আদেশ পুনর্বিবেচনা

১০৫। সংসদের যে কোন আইনের বিধানাবলী-সাপেক্ষে এবং আপীল বিভাগ কর্তৃক প্রণীত যে কোন বিধি-সাপেক্ষে আপীল বিভাগের কোন ঘোষিত রায় বা প্রদত্ত আদেশ পুনর্বিবেচনার ক্ষমতা উক্ত বিভাগের থাকিবে ।

## সুপ্রীম কোর্টের উপদেষ্টামূলক এখতিয়ার

১০৬। যদি কোন সময়ে রাষ্ট্রপতির নিকট প্রতীয়মান হয় যে, আইনের এইরূপ কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে বা উত্থাপনের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে, যাহা এমন ধরনের ও এমন জনগুরুত্বসম্পন্ন যে, সেই সম্পর্কে সুপ্রীম কোর্টের মতামত গ্রহণ করা প্রয়োজন, তাহা হইলে তিনি প্রশ্নটি আপীল বিভাগের বিবেচনার জন্য প্রেরণ করিতে পারিবেন এবং উক্ত বিভাগ স্বীয় বিবেচনায়

উপযুক্ত শুনানীর পর প্রশ্নটি সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে স্বীয় মতামত জ্ঞাপন করিতে পারিবেন।

## সুপ্রীম কোর্টের বিধিপ্রণয়ন-ক্ষমতা

১০৭। (১) সংসদ কর্তৃক প্রণীত যে কোন আইন-সাপেক্ষে সুপ্রীম কোর্ট রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লইয়া প্রত্যেক বিভাগের এবং অধস্তন যে কোন আদালতের রীতি ও পদ্ধতি -নিয়ন্ত্রণের জন্য বিধিসমূহ প্রণয়ন করিতে পারিবেন ।

(২) সুপ্রীম কোর্ট এই অনুচ্ছেদের (১) দফা এবং এই সংবিধানের ১১৩, ১১৫ ও ১১৬ অনুচ্ছেদসমূহের অধীন দায়িত্বসমূহের ভার উক্ত আদালতের কোন একটি বিভাগকে কিংবা এক বা একাধিক বিচারককে অর্পণ করিতে পারিবেন।

(৩) এই অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত বিধিসমূহ-সাপেক্ষে কোন্ কোন্ বিচারককে লইয়া কোন্ বিভাগের কোন্ বেঞ্চ গঠিত হইবে এবং কোন্ কোন্ বিচারক কোন্ উদ্দেশ্যে আসন গ্রহণ করিবেন, তাহা প্রধান বিচারপতি নির্ধারণ করিবেন।

(৪) প্রধান বিচারপতি সুপ্রীম কোর্টের যে কোন বিভাগের কর্মে প্রবীণতম বিচারককে সেই বিভাগে এই অনুচ্ছেদের (৩) দফা কিংবা এই অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত বিধিসমূহ-দ্বারা অর্পিত যে কোন ক্ষমতাপ্রয়োগের ভার প্রদান করিতে পারিবেন ।

## "কোর্ট অব রেকর্ড"- রূপে সুপ্রীম কোর্ট

১০৮। সুপ্রীম কোর্ট একটি "কোর্ট অব্ রেকর্ড" হইবেন এবং ইহার অবমাননার জন্য তদন্তের আদেশদান বা দণ্ডাদেশদানের ক্ষমতাসহ আইন- সাপেক্ষে অনুরূপ আদালতের সকল ক্ষমতার অধিকারী থাকিবেন ।

## আদালতসমূহের উপর তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ

১০৯ । হাইকোর্ট বিভাগের অধস্তন সকল আদালত ও ট্রাইব্যুনালের উপর উক্ত বিভাগের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা থাকিবে ।

## অধস্তন আদালত হইতে হাইকোর্ট বিভাগে মামলা স্থানান্তর

১১০ । হাইকোর্ট বিভাগের নিকট যদি সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত

বিভাগের কোন অধস্তন আদালতে বিচারাধীন কোন মামলায় এই সংবিধানের ব্যাখ্যা-সংক্রান্ত আইনের এমন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বা এমন জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয় জড়িত রহিয়াছে, সংশ্লিষ্ট মামলার মীমাংসার জন্য যাহার সম্পর্কে সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রয়োজন, তাহা হইলে হাইকোর্ট বিভাগ উক্ত আদালত হইতে মামলাটি প্রত্যাহার করিয়া লইবেন এবং

(ক) স্বয়ং মামলাটির মীমাংসা করিবেন; অথবা

(খ) উক্ত আইনের প্রশ্নটির নিষ্পত্তি করিবেন এবং উক্ত প্রশ্ন সম্বন্ধে হাইকোর্ট বিভাগের রায়ের নকলসহ যে আদালত হইতে মামলাটি প্রত্যাহার করা হইয়াছিল, সেই আদালতে (বা অন্য কোন অধস্তন আদালতে) মামলাটি ফেরত পাঠাইবেন এবং তাহা প্রাপ্ত হইবার পর সেই আদালত উক্ত রায়ের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া মামলাটির মীমাংসা করিতে প্রবৃত্ত হইবেন ।

## সুপ্রীম কোর্টের রায়ের বাধ্যতামূলক কার্যকরতা

১১১ । আপীল বিভাগ কর্তৃক ঘোষিত আইন হাইকোর্ট বিভাগের জন্য এবং সুপ্রীম কোর্টের যে কোন বিভাগ কর্তৃক ঘোষিত আইন অধস্তন সকল আদালতের জন্য অবশ্যপালনীয় হইবে ।

## সুপ্রীম কোর্টের সহায়তা

১১২। প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় সীমানার অন্তর্ভুক্ত সকল নির্বাহী ও বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ সুপ্রীম কোর্টের সহায়তা করিবেন।

## সুপ্রীম কোর্টের কর্মচারিগণ

১১৩। (১) প্রধান বিচারপতি কিংবা তাঁহার নির্দেশক্রমে অন্য কোন বিচারক বা কর্মচারী সুপ্রীম কোর্টের কর্মচারীদিগকে নিযুক্ত করিবেন এবং রাষ্ট্রপতির পূর্বানুমোদনক্রমে সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক প্রণীত বিধিসমূহ-অনুযায়ী এই নিয়োগদান করা হইবে ।

(২) সংসদের যে কোন আইনের বিধানাবলী-সাপেক্ষে সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক প্রণীত বিধিসমূহে যেরূপ নির্ধারিত হইবে, সুপ্রীম কোর্টের কর্মচারীদের কর্মের শর্তাবলী সেইরূপ হইবে ।

## ২য় পরিচ্ছেদ—অধস্তন আদালত

### অধস্তন আদালতসমূহ -প্রতিষ্ঠা

১১৪ । আইনের দ্বারা যেরূপ প্রতিষ্ঠিত হইবে, সুপ্রীম কোর্ট ব্যতীত সেইরূপ অন্যান্য অধস্তন আদালত থাকিবে ।

### অধস্তন আদালতে নিয়োগ

১১৫। (১) বিচারবিভাগীয় পদে বা বিচারবিভাগীয় দায়িত্ব-পালনকারী ম্যাজিস্ট্রেট পদে

(ক) জেলা-বিচারকের ক্ষেত্রে সুপ্রীম কোর্টের সুপারিশক্রমে, এবং (খ) অন্য কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে উপযুক্ত সরকারী কর্ম কমিশন ও সুপ্রীম কোর্টের সহিত পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক উক্ত উদ্দেশ্যে প্রণীত বিধিসমূহ-অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি নিয়োগদান করিবেন ।

(২) কোন ব্যক্তি জেলা-বিচারক পদে নিয়োগলাভের যোগ্য হইবেন না, যদি তিনি

(ক) নিয়োগলাভের সময়ে প্রজাতন্ত্রের কর্মে রত থাকেন এবং উক্ত কর্মে অন্যূন সাত বৎসরকাল বিচারবিভাগীয় পদে বহাল না থাকিয়া থাকেন; অথবা

(খ) অন্যূন দশ বৎসরকাল অ্যাডভোকেট না থাকিয়া থাকেন ।

### অধস্তন আদালতসমূহের নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা

১১৬। বিচার-কর্মবিভাগে নিযুক্ত ব্যক্তিদের এবং বিচার বিভাগীয় দায়িত্বপালনে রত ম্যাজিস্ট্রেটদের নিয়ন্ত্রণ (কর্মস্থল-নির্ধারণ, পদোন্নতিদান ও ছুটি-মঞ্জুরীসহ) ও শৃঙ্খলাবিধান সুপ্রীম কোর্টের উপর ন্যস্ত থাকিবে ।

## ৩য় পরিচ্ছেদ—প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল

### প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালসমূহ

১১৭। (১) ইতঃপূর্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহ সম্পর্কে বা ক্ষেত্রসমূহ হইতে উদ্ভূত বিষয়াদির উপর এখতিয়ার প্রয়োগের জন্য সংসদ আইনের দ্বারা এক বা একাধিক প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠিত

করিতে পারিবেন :

(ক) নবম ভাগে বর্ণিত বিষয়াদি এবং অর্থদণ্ড বা অন্য দণ্ডসহ প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিদের কর্মের শর্তাবলী;

(খ) যে কোন রাষ্ট্রায়ত্ত উদ্যোগ বা সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষের চালনা ও ব্যবস্থাপনা এবং অনুরূপ উদ্যোগ বা সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষে কর্মসহ কোন আইনের দ্বারা বা অধীন সরকারের উপর ন্যস্ত বা সরকারের দ্বারা পরিচালিত কোন সম্পত্তির অর্জন, প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা ও বিলি-ব্যবস্থা; (গ) যে আইনের উপর এই সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের (৩) দফা প্রযোজ্য হয়, সেইরূপ কোন আইন ।

(২) কোন ক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদের অধীন কোন প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠিত হইলে অনুরূপ ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ারের অন্তর্গত কোন বিষয়ে অন্য কোন আদালত কোনরূপ কার্যধারা গ্রহণ করিবেন না বা কোন আদেশ প্রদান করিবেন না;

তবে শর্ত থাকে যে, সংসদ আইনের দ্বারা অনুরূপ কোন ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা বা অনুরূপ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীলের বিধান করিতে পারিবেন।

## সপ্তম ভাগ
## নির্বাচন

### নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠা

১১৮। (১) প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে লইয়া এবং রাষ্ট্রপতি সময়ে সময়ে যেরূপ নির্দেশ করিবেন, সেইরূপ সংখ্যক অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারকে লইয়া বাংলাদেশের একটি নির্বাচন কমিশন থাকিবে এবং উক্ত বিষয়ে প্রণীত কোন আইনের বিধানাবলী-সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারকে নিয়োগদান করিবেন ।

(২) একাধিক নির্বাচন কমিশনারকে লইয়া নির্বাচন কমিশন গঠিত হইলে প্রধান নির্বাচন কমিশনার তাহার সভাপতিরূপে কার্য করিবেন ।

(৩) এই সংবিধানের বিধানাবলী-সাপেক্ষে কোন নির্বাচন কমিশনারের পদের মেয়াদ তাঁহার কার্যভারগ্রহণের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসরকাল হইবে এবং

(ক) প্রধান নির্বাচন কমিশনার -পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, এমন কোন ব্যক্তি প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগলাভের যোগ্য হইবেন না; (খ) অন্য কোন নির্বাচন কমিশনার অনুরূপ পদে কর্মাবসানের পর প্রধান নির্বাচন কমিশনাররূপে নিয়োগলাভের যোগ্য হইবেন, তবে অন্য কোনভাবে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগলাভের যোগ্য হইবেন না ।

(৪) নির্বাচন কমিশন দায়িত্বপালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকিবেন এবং কেবল এই সংবিধান ও আইনের অধীন হইবেন ।

(৫) সংসদ কর্তৃক প্রণীত যে কোন আইনের বিধানাবলী-সাপেক্ষে নির্বাচন কমিশনারদের কর্মের শর্তাবলী রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা যেরূপ নির্ধারণ করিবেন, সেইরূপ হইবে;

তবে শর্ত থাকে যে, সুপ্রীম কোর্টের বিচারক যেরূপ পদ্ধতি ও কারণে অপসারিত হইতে পারেন, সেইরূপ পদ্ধতি ও কারণ ব্যতীত কোন নির্বাচন কমিশনার অপসারিত হইবেন না ।

(৬) কোন নির্বাচন কমিশনার রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ্য করিয়া স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন ।

## নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব

১১৯। (১) সংসদের সকল নির্বাচনের জন্য ভোটার-তালিকা প্রস্তুতকরণের তত্ত্বাবধান, নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ এবং সংসদের নির্বাচন ও রাষ্ট্রপতিপদের নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং নির্বাচন কমিশন এই সংবিধান ও আইনানুযায়ী

(ক) রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করিবেন;

(খ) সংসদ-সদস্যদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করিবেন; এবং

(গ) সংসদের নির্বাচনের জন্য নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ ভোটার-তালিকা প্রস্তুত করিবেন ।

(২) উপরি-উক্ত দফাসমূহে নির্ধারিত দায়িত্বসমূহের অতিরিক্ত যেরূপ দায়িত্ব এই সংবিধান বা অন্য কোন আইনের দ্বারা নির্ধারিত হইবে, নির্বাচন কমিশন সেইরূপ দায়িত্ব পালন করিবেন।

## নির্বাচন কমিশনের কর্মচারিগণ

১২০। এই ভাগের অধীন নির্বাচন কমিশনের উপর ন্যস্ত দায়িত্বপালনের জন্য যেরূপ কর্মচারীর প্রয়োজন হইবে, নির্বাচন কমিশন অনুরোধ করিলে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন কমিশনকে সেইরূপ কর্মচারী প্রদানের ব্যবস্থা করিবেন।

## প্রতি এলাকার জন্য একটিমাত্র ভোটার-তালিকা

১২১ । সংসদের নির্বাচনের জন্য প্রত্যেক আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকার একটি করিয়া ভোটার-তালিকা থাকিবে এবং ধর্ম, জাত, বর্ণ ও নারীপুরুষভেদের ভিত্তিতে ভোটারদের বিন্যস্ত করিয়া কোন বিশেষ ভোটার- তালিকা প্রণয়ন করা যাইবে না ।

## ভোটার-তালিকায় নামভুক্তির যোগ্যতা

১২২। (১) প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার-ভিত্তিতে সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

(২) কোন ব্যক্তি সংসদের নির্বাচনের জন্য নির্ধারিত কোন নির্বাচনী এলাকায় ভোটার-তালিকাভুক্ত হইবার অধিকারী হইবেন, যদি

(ক) তিনি বাংলাদেশের নাগরিক হন;

(খ) তাঁহার বয়স আঠার বৎসরের কম না হয়;

(গ) কোন যোগ্য আদালত কর্তৃক তাঁহার সম্পর্কে অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া ঘোষণা বহাল না থাকিয়া থাকে;

(ঘ) তিনি ঐ নির্বাচনী এলাকার অধিবাসী বা আইনের দ্বারা ঐ নির্বাচনী এলাকার অধিবাসী বিবেচিত হন; এবং

(ঙ) তিনি ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ যোগসাজশকারী (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশের অধীন কোন অপরাধের জন্য দণ্ডিত না হইয়া থাকেন ।

## নির্বাচন-অনুষ্ঠানের সময়

১২৩। (১) রাষ্ট্রপতি-পদের মেয়াদ অবসানের কারণে উক্ত পদ শূন্য হইলে মেয়াদ-সমাপ্তির তারিখের নব্বই দিন পূর্বে শূন্যপদ পূরণের জন্য নির্বাচন

অনুষ্ঠিত হইবে;

তবে শর্ত থাকে যে, যে সংসদের সদস্যদের দ্বারা তিনি নির্বাচিত হইয়াছেন, সেই সংসদের মেয়াদকালে রাষ্ট্রপতির কার্যকাল শেষ হইলে সংসদের পরবর্তী সাধারণ নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত অনুরূপ শূন্যপদ পূর্ণ করিবার জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে না, এবং অনুরূপ সাধারণ নির্বাচনের পর সংসদের প্রথম বৈঠকের দিন হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতির শূন্যপদ পূর্ণ করিবার জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে ।

(২) মৃত্যু, পদত্যাগ বা অপসারণের ফলে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হইলে পদটি শূন্য হইবার পর নব্বই দিনের মধ্যে তাহা পূর্ণ করিবার জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে ।

(৩) সংসদ-সদস্যদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে

(ক) মেয়াদ-অবসানের কারণে সংসদ ভাঙ্গিয়া যাইবার ক্ষেত্রে ভাঙ্গিয়া যাইবার পূর্ববর্তী নব্বই দিনের মধ্যে; এবং

(খ) মেয়াদ-অবসান ব্যতীত অন্য কোন কারণে সংসদ ভাঙ্গিয়া

যাইবার ক্ষেত্রে ভাঙ্গিয়া যাইবার পরবর্তী নব্বই দিনের মধ্যে; তবে শর্ত থাকে যে, এই দফার (ক) উপ-দফা-অনুযায়ী অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে নির্বাচিত ব্যক্তিগণ উক্ত উপ-দফায় উল্লিখিত মেয়াদ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সংসদ-সদস্যরূপে কার্যভার গ্রহণ করিবেন না ।

(৪) সংসদ ভাঙ্গিয়া যাওয়া ব্যতীত অন্য কোন কারণে সংসদের কোন সদস্যপদ শূন্য হইলে পদটি শূন্য হইবার নব্বই দিনের মধ্যে উক্ত শূন্যপদ পূর্ণ করিবার জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে ।

## নির্বাচন সম্পর্কে সংসদের বিধান-

১২৪। এই সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে সংসদ আইনের দ্বারা নির্বাচনী এলাকার সীমা নির্ধারণ, ভোটার-তালিকা প্রস্তুতকরণ, নির্বাচন□অনুষ্ঠান এবং সংসদের যথাযথ গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয়সহ সংসদের নির্বাচন-সংক্রান্ত বা নির্বাচনের সহিত সম্পর্কিত সকল বিষয়ে বিধান প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

## নির্বাচনী আইন ও নির্বাচনের বৈধতা

১২৫। এই সংবিধানে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও

(ক) এই সংবিধানের ১২৪ অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত বা প্রণীত বলিয়া বিবেচিত নির্বাচনী এলাকার সীমা নির্ধারণ, কিংবা অনুরূপ নির্বাচনী এলাকার জন্য আসন-বণ্টন সম্পর্কিত যে কোন আইনের বৈধতা সম্পর্কে কোন আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না;

(খ) সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোন আইনের দ্বারা বা অধীন বিধান -

অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের নিকট এবং অনুরূপভাবে নির্ধারিত প্রণালীতে নির্বাচনী দরখাস্ত ব্যতীত রাষ্ট্রপতি-পদে নির্বাচন বা সংসদের কোন নির্বাচন সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না ।

## নির্বাচন কমিশনকে নির্বাহী কর্তৃপক্ষের সহায়তাদান

১২৬। নির্বাচন কমিশনের দায়িত্বপালনে সহায়তা করা সকল নির্বাহী কর্তৃপক্ষের কর্তব্য হইবে।

# অষ্টম ভাগ

# মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক

## মহা হিসাব-নিরীক্ষক -পদের প্রতিষ্ঠা

১২৭। (১) বাংলাদেশের একজন মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (অতঃপর "মহা হিসাব-নিরীক্ষক" নামে অভিহিত) থাকিবেন এবং তাঁহাকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগদান করিবেন ।

(২) এই সংবিধান ও সংসদ কর্তৃক প্রণীত যে কোন আইনের বিধানাবলী-সাপেক্ষে মহা হিসাব-নিরীক্ষকের কর্মের শর্তাবলী রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা যেরূপ নির্ধারণ করিবেন, সেইরূপ হইবে ।

## মহা হিসাব- নিরীক্ষকের দায়িত্ব

১২৮। (১) মহা হিসাব-নিরীক্ষক প্রজাতন্ত্রের সরকারী হিসাব এবং সকল আদালত, সরকারী কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীর সরকারী হিসাব নিরীক্ষা করিবেন ও

অনুরূপ হিসাব সম্পর্কে রিপোর্ট দান করিবেন এবং সেই উদ্দেশ্যে তিনি কিংবা সেই প্রয়োজনে তাঁহার দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত যে কোন ব্যক্তির দখলভুক্ত সকল নথি, বহি, রসিদ, দলিল, নগদ অর্থ, স্ট্যাম্প, জামিন, ভাণ্ডার বা অন্যপ্রকার সরকারী সম্পত্তি পরীক্ষার অধিকারী হইবেন ।

(২) এই অনুচ্ছেদের (১) দফায় বর্ণিত বিধানাবলীর হানি না করিয়া বিধান করা হইতেছে যে, আইনের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে প্রতিষ্ঠিত কোন যৌথ সংস্থার ক্ষেত্রে আইনের দ্বারা যেরূপ ব্যক্তি কর্তৃক উক্ত সংস্থার হিসাব নিরীক্ষার ও অনুরূপ হিসাব সম্পর্কে রিপোর্টদানের ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে, সেইরূপ ব্যক্তি কর্তৃক অনুরূপ হিসাব নিরীক্ষা ও অনুরূপ হিসাব সম্পর্কে রিপোর্ট দান করা যাইবে ।

(৩) এই অনুচ্ছেদের (১) দফায় নির্ধারিত দায়িত্বসমূহ ব্যতীত সংসদ আইনের দ্বারা যেরূপ নির্ধারণ করিবেন, মহা হিসাব-নিরীক্ষককে সেইরূপ দায়িত্বভার অর্পণ করিতে পারিবেন এবং এই দফার অধীন বিধানাবলী প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা অনুরূপ বিধানাবলী প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

(৪) এই অনুচ্ছেদের (১) দফার অধীন দায়িত্বপালনের ক্ষেত্রে মহা হিসাব-নিরীক্ষককে অন্য কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের পরিচালনা বা নিয়ন্ত্রণের অধীন করা হইবে না ।

## মহা হিসাব-নিরীক্ষকের কর্মের মেয়াদ

১২৯। (১) এই অনুচ্ছেদ-সাপেক্ষে মহা হিসাব-নিরীক্ষক ষাট বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত তাঁহার পদে বহাল থাকিবেন ।

(২) সুপ্রীম কোর্টের কোন বিচারক যেরূপ পদ্ধতি ও কারণে অপসারিত হইতে পারেন, সেইরূপ পদ্ধতি ও কারণ ব্যতীত মহা হিসাব- নিরীক্ষক অপসারিত হইবেন না ।

(৩) মহা হিসাব-নিরীক্ষক রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ করিয়া স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন ।

(৪) কর্মাবসানের পর মহা হিসাব-নিরীক্ষক প্রজাতন্ত্রের কর্মে অন্য কোন পদে নিযুক্ত হইবার যোগ্য হইবেন না ।

## অস্থায়ী মহা হিসাব- নিরীক্ষক

১৩০ । কোন সময়ে মহা হিসাব-নিরীক্ষকের পদ শূন্য থাকিলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে তিনি কার্যভারপালনে অক্ষম বলিয়া রাষ্ট্রপতির নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইলে ক্ষেত্রমত এই সংবিধানের ১২৭ অনুচ্ছেদের অধীন কোন নিয়োগদান না করা পর্যন্ত কিংবা মহা হিসাব-নিরীক্ষক পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব গ্রহণ না করা পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি কোন ব্যক্তিকে মহা হিসাব-নিরীক্ষকরূপে কার্য করিবার জন্য এবং উক্ত পদের দায়িত্বভার পালনের জন্য নিয়োগদান করিতে পারিবেন ।

## প্রজাতন্ত্রের হিসাবরক্ষার আকার ও পদ্ধতি

১৩১ । রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে মহা হিসাব-নিরীক্ষক যেরূপ নির্ধারণ করিবেন, সেইরূপ আকার ও পদ্ধতিতে প্রজাতন্ত্রের হিসাব রক্ষিত হইবে ।

## সংসদে মহা হিসাব- নিরীক্ষকের রিপোর্ট উপস্থাপন

১৩২। প্রজাতন্ত্রের হিসাব সম্পর্কিত মহা হিসাব-নিরীক্ষকের রিপোর্টসমূহ রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হইবে এবং রাষ্ট্রপতি তাহা সংসদে পেশ করিবার ব্যবস্থা করিবেন ।

# নবম ভাগ

# বাংলাদেশের কর্মবিভাগ

## ১ম পরিচ্ছেদ—কর্মবিভাগ

## নিয়োগ ও কর্মের শর্তাবলী

১৩৩ । এই সংবিধানের বিধানাবলী-সাপেক্ষে সংসদ আইনের দ্বারা প্রজাতন্ত্রের কর্মে কর্মচারীদের নিয়োগ ও কর্মের শর্তাবলী নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবেন;

তবে শর্ত থাকে যে, এই উদ্দেশ্যে আইনের দ্বারা বা অধীন বিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত অনুরূপ কর্মচারীদের নিয়োগ ও কর্মের শর্তাবলী নিয়ন্ত্রণ করিয়া বিধিসমূহ-প্রণয়নের ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির থাকিবে এবং অনুরূপ যে কোন আইনের বিধানাবলী-সাপেক্ষে অনুরূপ বিধিসমূহ কার্যকর হইবে ।

## কর্মের মেয়াদ

১৩৪ । এই সংবিধানের দ্বারা অন্যরূপ বিধান না করা হইয়া থাকিলে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি রাষ্ট্রপতির সন্তোষানুযায়ী সময়সীমা পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন ।

## অসামরিক সরকারী কর্মচারীদের বরখাস্ত প্রভৃতি

১৩৫ । (১) প্রজাতন্ত্রের কর্মে অসামরিক পদে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি তাঁহার নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ অপেক্ষা অধস্তন কোন কর্তৃপক্ষের দ্বারা বরখাস্ত বা অপসারিত বা পদাবনমিত হইবেন না ।

(২) অনুরূপ পদে নিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে তাঁহার সম্পর্কে প্রস্তাবিত ব্যবস্থাগ্রহণের বিরুদ্ধে কারণ দর্শাইবার যুক্তিসঙ্গত সুযোগদান না করা পর্যন্ত তাঁহাকে বরখাস্ত বা অপসারিত বা পদাবনমিত করা যাইবে না;

তবে শর্ত থাকে যে, এই দফা সেই সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, যেখানে

(অ) কোন ব্যক্তি যে আচরণের ফলে ফৌজদারী অপরাধে দণ্ডিত হইয়াছেন, সেই আচরণের জন্য তাঁহাকে বরখাস্ত, অপসারিত বা পদাবনমিত করা হইয়াছে; অথবা

(আ) কোন ব্যক্তিকে বরখাস্ত, অপসারিত বা পদাবনমিত করিবার ক্ষমতাসম্পন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, কোন কারণে—যাহা উক্ত কর্তৃপক্ষ লিপিবদ্ধ করিবেন—উক্ত ব্যক্তিকে কারণ দর্শাইবার সুযোগদান করা যুক্তিসঙ্গতভাবে সম্ভব নহে; অথবা

(ই) রাষ্ট্রপতির নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, রাষ্ট্রের নিরাপত্তার স্বার্থে উক্ত ব্যক্তিকে অনুরূপ সুযোগদান সমীচীন নহে ।

(৩) অনুরূপ কোন ব্যক্তিকে এই অনুচ্ছেদের (২) দফায় বর্ণিত কারণ দর্শাইবার সুযোগ দান করা যুক্তিসঙ্গতভাবে সম্ভব কি না, এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে সেই সম্পর্কে তাঁহাকে বরখাস্ত, অপসারিত বা পদাবনমিত করিবার ক্ষমতাসম্পন্ন কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে ।

(৪) যে ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি কোন লিখিত চুক্তির অধীন প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত

হইয়াছেন এবং উক্ত চুক্তির শর্তাবলী-অনুযায়ী যথাযথ নোটিশের দ্বারা চুক্তিটির অবসান ঘটান হইয়াছে, সেই ক্ষেত্রে চুক্তিটির অনুরূপ অবসানের জন্য তিনি এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্যসাধনকল্পে পদ হইতে অপসারিত হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে না ।

### কর্মবিভাগ-পুনর্গঠন

১৩৬। আইনের দ্বারা প্রজাতন্ত্রের কর্মবিভাগসমূহের সৃষ্টি, সংযুক্তকরণ ও একীকরণসহ পুনর্গঠনের বিধান করা যাইবে এবং অনুরূপ আইন প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত কোন ব্যক্তির কর্মের শর্তাবলীর তারতম্য করিতে ও তাহা রদ করিতে পারিবে ।

## ২য় পরিচ্ছেদ—সরকারী কর্ম কমিশন

### কমিশন-প্রতিষ্ঠা

১৩৭। আইনের দ্বারা বাংলাদেশের জন্য এক বা একাধিক সরকারী কর্ম কমিশন প্রতিষ্ঠার বিধান করা যাইবে এবং একজন সভাপতিকে ও আইনের দ্বারা যেরূপ নির্ধারিত হইবে, সেইরূপ অন্যান্য সদস্যকে লইয়া প্রত্যেক কমিশন গঠিত হইবে ।

### সদস্য-নিয়োগ

১৩৮। (১) প্রত্যেক সরকারী কর্ম কমিশনের সভাপতি ও অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন;

তবে শর্ত থাকে যে, প্রত্যেক কমিশনের যতদূর সম্ভব অর্ধেক (তবে অর্ধেকের কম নহে) সংখ্যক সদস্য এমন ব্যক্তিগণ হইবেন, যাঁহারা কুড়ি বৎসর বা ততোধিককাল বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে যে কোন সময়ে কার্যরত কোন সরকারের কর্মে কোন পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

(২) সংসদ কর্তৃক প্রণীত যে কোন আইন-সাপেক্ষে কোন সরকারী কর্ম কমিশনের সভাপতি ও অন্যান্য সদস্যের কর্মের শর্তাবলী রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা যেরূপ নির্ধারণ করিবেন, সেইরূপ হইবে ।

## পদের মেয়াদ

১৩৯। (১) এই অনুচ্ছেদের বিধানাবলী-সাপেক্ষে কোন সরকারী কর্ম কমিশনের সভাপতি বা অন্য কোন সদস্য তাঁহার দায়িত্বগ্রহণের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসর বা তাঁহার বাষট্টি বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়া— ইহার মধ্যে যাহা অগ্রে ঘটে, সেই কাল পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন ।

(২) সুপ্রীম কোর্টের কোন বিচারক যেরূপ পদ্ধতি ও কারণে অপসারিত হইতে পারেন, সেইরূপ পদ্ধতি ও কারণ ব্যতীত কোন সরকারী কর্ম কমিশনের সভাপতি বা অন্য কোন সদস্য অপসারিত হইবেন না ।

(৩) কোন সরকারী কর্ম কমিশনের সভাপতি বা অন্য কোন সদস্য রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ করিয়া স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন ।

(৪) কর্মাবসানের পর কোন সরকারী কর্ম কমিশনের সদস্য প্রজাতন্ত্রের কর্মে পুনরায় নিযুক্ত হইবার যোগ্য থাকিবেন না, তবে এই অনুচ্ছেদের (১) দফা-সাপেক্ষে

(ক) কর্মাবসানের পর কোন সভাপতি এক মেয়াদের জন্য পুনর্নিয়োগলাভের যোগ্য থাকিবেন; এবং

(খ) কর্মাবসানের পর কোন সদস্য (সভাপতি ব্যতীত) এক মেয়াদের জন্য কিংবা কোন সরকারী কর্ম কমিশনের সভাপতিরূপে নিয়োগলাভের যোগ্য থাকিবেন ।

## কমিশনের দায়িত্ব

১৪০। (১) কোন সরকারী কর্ম কমিশনের দায়িত্ব হইবে

(ক) প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগদানের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিদিগকে মনোনয়নের উদ্দেশ্যে যাচাই ও পরীক্ষা-পরিচালনা;

(খ) এই অনুচ্ছেদের (২) দফা-অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক কোন বিষয় সম্পর্কে কমিশনের পরামর্শ চাওয়া হইলে কিংবা কমিশনের দায়িত্ব-সংক্রান্ত কোন বিষয় কমিশনের নিকট প্রেরণ করা হইলে সেই সম্বন্ধে রাষ্ট্রপতিকে উপদেশ দান; এবং

(গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন

(২) সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোন আইন এবং কোন কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত কোন প্রবিধানের (যাহা অনুরূপ আইনের সহিত অসমঞ্জস নহে) বিধানাবলী-সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহে কোন কমিশনের সহিত পরামর্শ করিবেন :

(ক) প্রজাতন্ত্রের কর্মের জন্য যোগ্যতা ও তাহাতে নিয়োগের পদ্ধতি সম্পর্কিত বিষয়াদি;

(খ) প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগদান, উক্ত কর্মের এক শাখা হইতে অন্য শাখায় পদোন্নতিদান ও বদলিকরণ এবং অনুরূপ নিয়োগদান, পদোন্নতিদান বা বদলিকরণের জন্য প্রার্থীর উপযোগিতা-নির্ণয় সম্পর্কে অনুসরণীয় নীতিসমূহ;

(গ) অবসর ভাতার অধিকারসহ প্রজাতন্ত্রের কর্মের শর্তাবলীকে প্রভাবিত করে, এইরূপ বিষয়াদি; এবং

(ঘ) প্রজাতন্ত্রের কর্মের শৃঙ্খলামূলক বিষয়াদি ।

## বার্ষিক রিপোর্ট

১৪১। (১) প্রত্যেক কমিশন প্রতি বৎসর মার্চ মাসের প্রথম দিবসে বা তাহার পূর্বে পূর্ববর্তী একত্রিশে ডিসেম্বরে সমাপ্ত এক বৎসরে স্বীয় কার্যাবলী সম্বন্ধে রিপোর্ট প্রস্তুত করিবেন এবং তাহা রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করিবেন ।

(২) রিপোর্টের সহিত একটি স্মারকলিপি থাকিবে, যাহাতে

(ক) কোন ক্ষেত্রে কমিশনের কোন পরামর্শ গৃহীত না হইয়া থাকিলে সেই ক্ষেত্র এবং পরামর্শ গৃহীত না হইবার কারণ, এবং

(খ) যে সকল ক্ষেত্রে কমিশনের সহিত পরামর্শ করা উচিত ছিল অথচ পরামর্শ করা হয় নাই, সেই সকল ক্ষেত্র এবং পরামর্শ না করিবার কারণ সম্বন্ধে কমিশন যতদূর অবগত, ততদূর লিপিবদ্ধ করিবেন।

(৩) যে বৎসর রিপোর্ট পেশ করা হইয়াছে, সেই বৎসর একত্রিশে মার্চের পর অনুষ্ঠিত সংসদের প্রথম বৈঠকে রাষ্ট্রপতি উক্ত রিপোর্ট ও স্মারকলিপি সংসদে উপস্থাপনের ব্যবস্থা করিবেন।

## দশম ভাগ সংবিধান-সংশোধন

### সংবিধানের বিধান সংশোধন বা রহিতকরণের ক্ষমতা

১৪২। এই সংবিধানে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও

(ক) সংসদের আইন-দ্বারা এই সংবিধানের কোন বিধান সংশোধিত□বা রহিত হইতে পারিবে;

তবে শর্ত থাকে যে,

(অ) অনুরূপ সংশোধনী বা রহিতকরণের জন্য আনীত কোন বিলের সম্পূর্ণ শিরনামায় এই সংবিধানের কোন বিধান সংশোধন বা রহিত করা হইবে বলিয়া স্পষ্টরূপে উল্লেখ না থাকিলে বিলটি বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা যাইবে না; (আ) সংসদের মোট সদস্য-সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে গৃহীত না হইলে অনুরূপ কোন বিলে সম্মতিদানের জন্য তাহা রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপিত হইবে না;

(খ) উপরি-উক্ত উপায়ে কোন বিল গৃহীত হইবার পর সম্মতির জন্য

রাষ্ট্রপতির নিকট তাহা উপস্থাপিত হইলে উপস্থাপনের সাত দিনের মধ্যে তিনি বিলটিতে সম্মতিদান করিবেন, এবং তিনি তাহা করিতে অসমর্থ হইলে উক্ত মেয়াদের অবসানে তিনি বিলটিতে সম্মতিদান করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।

## একাদশ ভাগ
## বিবিধ

### প্রজাতন্ত্রের সম্পত্তি

১৪৩। (১) আইনসঙ্গতভাবে প্রজাতন্ত্রের উপর ন্যস্ত যে কোন ভূমি বা সম্পত্তি ব্যতীত নিম্নলিখিত সম্পত্তিসমূহ প্রজাতন্ত্রের উপর ন্যস্ত হইবে ঃ

(ক) বাংলাদেশের যে কোন ভূমির অন্তঃস্থ সকল খনিজ ও অন্যান্য মূল্যসম্পন্ন সামগ্রী;

(খ) বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় জলসীমার অন্তর্বর্তী মহাসাগরের অন্তঃস্থ কিংবা বাংলাদেশের মহীসোপানের উপরিস্থ মহাসাগরের অন্তঃস্থ সকল ভূমি, খনিজ

ও অন্যান্য মূল্যসম্পন্ন সামগ্রী; এবং

(গ) বাংলাদেশে অবস্থিত প্রকৃত মালিকবিহীন যে কোন সম্পত্তি ।

(২) সংসদ সময়ে সময়ে আইনের দ্বারা বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার এবং বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় জলসীমা ও মহীসোপানের সীমা নির্ধারণের বিধান করিতে পারিবেন।

## সম্পত্তি ও কারবার

১৪৪। প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী কর্তৃত্বে সম্পত্তি গ্রহণ, বিক্রয়, হস্তান্তর, বন্ধকদান ও বিলি-ব্যবস্থা, যে কোন কারবার বা ব্যবসায়-চালনা এবং যে কোন চুক্তি প্রণয়ন করা যাইবে ।

## প্রভৃতি-প্রসঙ্গে নির্বাহী কর্তৃত্ব চুক্তি ও দলিল

১৪৫। (১) প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী কর্তৃত্বে প্রণীত সকল চুক্তি ও দলিল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত বলিয়া প্রকাশ করা হইবে এবং রাষ্ট্রপতি যেরূপ নির্দেশ বা ক্ষমতা প্রদান করিবেন, তাঁহার পক্ষে সেইরূপ ব্যক্তি কর্তৃক ও সেইরূপ প্রণালীতে তাহা সম্পাদিত হইবে।

(২) প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী কর্তৃত্বে কোন চুক্তি বা দলিল প্রণয়ন বা সম্পাদন করা হইলে উক্ত কর্তৃত্বে অনুরূপ চুক্তি বা দলিল প্রণয়ন বা সম্পাদন করিবার জন্য রাষ্ট্রপতি কিংবা অন্য কোন ব্যক্তি ব্যক্তিগতভাবে দায়ী হইবেন না, তবে এই অনুচ্ছেদ সরকারের বিরুদ্ধে যথাযথ কার্যধারা আনয়নে কোন ব্যক্তির অধিকার ক্ষুণ্ন করিবে না ।

## বাংলাদেশের নামে মামলা

১৪৬। "বাংলাদেশ"—এই নামে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বা বাংলাদেশ সরকারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যাইতে পারিবে।

## কতিপয় পদাধিকারীর পারিশ্রমিক প্রভৃতি

১৪৭। (১) এই অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য হয়, এইরূপ কোন পদে অধিষ্ঠিত বা কর্মরত ব্যক্তির পারিশ্রমিক, বিশেষ-অধিকার ও কর্মের অন্যান্য শর্ত সংসদের আইনের দ্বারা বা অধীন নির্ধারিত হইবে, তবে অনুরূপভাবে নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত

(ক) এই সংবিধান প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে ক্ষেত্রমত সংশ্লিষ্ট পদে অধিষ্ঠিত বা কর্মরত ব্যক্তির ক্ষেত্রে তাহা যেরূপ প্রযোজ্য ছিল, সেইরূপ হইবে; অথবা

(খ) অব্যবহিত পূর্ববর্তী উপ-দফা প্রযোজ্য না হইলে রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা যেরূপ নির্ণয় করিবেন, সেইরূপ হইবে ।

(২) এই অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য হয়, এইরূপ কোন পদে অধিষ্ঠিত বা কর্মরত ব্যক্তির কার্যভারকালে তাঁহার পারিশ্রমিক, বিশেষ-অধিকার ও কর্মের অন্যান্য শর্তের এমন তারতম্য করা যাইবে না, যাহা তাঁহার পক্ষে অসুবিধাজনক হইতে পারে ।

(৩) এই অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য হয়, এইরূপ কোন পদে নিযুক্ত বা কর্মরত ব্যক্তি কোন লাভজনক পদ কিংবা বেতনাদিযুক্ত পদ বা মর্যাদায় বহাল হইবেন না কিংবা মুনাফালাভের উদ্দেশ্যযুক্ত কোন কোম্পানী, সমিতি বা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় বা পরিচালনায় কোনরূপ অংশগ্রহণ করিবেন না;

তবে শর্ত থাকে যে, এই দফার উদ্দেশ্যসাধনকল্পে উপরের প্রথমোল্লিখিত পদে অধিষ্ঠিত বা কর্মরত রহিয়াছেন, কেবল এই কারণে কোন ব্যক্তি অনুরূপ লাভজনক পদ বা বেতনাদিযুক্ত পদ বা মর্যাদায় অধিষ্ঠিত বলিয়া গণ্য হইবেন না ।

(৪) এই অনুচ্ছেদ নিম্নলিখিত পদসমূহে প্রযোজ্য হইবে ঃ

(ক) রাষ্ট্রপতি,

(খ) প্রধানমন্ত্রী,

(গ) স্পীকার বা ডেপুটি স্পীকার,

(ঘ) মন্ত্রী, প্রতি-মন্ত্রী বা উপমন্ত্রী,

(ঙ) সুপ্রীম কোর্টের বিচারক,

(চ) মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, (ছ) নির্বাচন কমিশনার, সরকারী কর্ম কমিশনের সদস্য।

## পদের শপথ

১৪৮। (১) তৃতীয় তফসিলে উল্লিখিত যে কোন পদে নির্বাচিত বা নিযুক্ত ব্যক্তি কার্যভারগ্রহণের পূর্বে উক্ত তফসিল-অনুযায়ী শপথগ্রহণ বা ঘোষণা (এই অনুচ্ছেদে "শপথ" বলিয়া অভিহিত) করিবেন এবং অনুরূপ শপথপত্রে বা ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষরদান করিবেন ।

(২) এই সংবিধানের অধীন নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির নিকট শপথগ্রহণ আবশ্যক হইলে এবং কোন কারণে সেই ব্যক্তির নিকট শপথগ্রহণ সম্ভব না হইলে অনুরূপ ব্যক্তি যেরূপ ব্যক্তি ও স্থান নির্ধারণ করিবেন, সেইরূপ ব্যক্তির নিকট সেইরূপ স্থানে শপথগ্রহণ করা যাইবে ।

(৩) এই সংবিধানের অধীন যে ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির পক্ষে কার্যভার- গ্রহণের পূর্বে শপথগ্রহণ আবশ্যক, সেই ক্ষেত্রে শপথগ্রহণের অব্যবহিত পর তিনি কার্যভার গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে ।

## প্রচলিত আইনের হেফাজত

১৪৯। এই সংবিধানের বিধানাবলী-সাপেক্ষে সকল প্রচলিত আইনের কার্যকরতা অব্যাহত থাকিবে, তবে অনুরূপ আইন এই সংবিধানের অধীন প্রণীত আইনের দ্বারা সংশোধিত বা রহিত হইতে পারিবে ।

## ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলী

১৫০ । এই সংবিধানের অন্য কোন বিধান সত্ত্বেও চতুর্থ তফসিলে বর্ণিত ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলী কার্যকর হইবে।

## রহিতকরণ

১৫১। রাষ্ট্রপতির নিম্নলিখিত আদেশসমূহ এতদ্বারা রহিত করা হইল। (ক) আইনের ধারাবাহিকতা বলবকরণ আদেশ (১৯৭১ সালের

১০ই এপ্রিল তারিখে প্রণীত):

(খ) ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ অস্থায়ী সংবিধান আদেশ:

(গ) ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ হাইকোর্ট আদেশ (১৯৭২ সালের পি. ও. নং

৫);

(ঘ) ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক আদেশ (১৯৭২ সালের পি. ও. নং ১৫);

(ঙ) ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ গণপরিষদ আদেশ (১৯৭২ সালের পি. ও. নং ২২);

(ঢ) ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন আদেশ (১৯৭২ সালের পি. ও. নং ২৫);

(ছ) ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনসমূহ আদেশ (১৯৭২ সালের পি. ও. নং ৩৪);

(জ) ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ (সরকারী কর্ম সম্পাদন) আদেশ (১৯৭২ সালের পি. ও. নং ৫৮)।

ব্যাখ্যা

১৫২। (১) বিষয় বা প্রসঙ্গের প্রয়োজনে অন্যরূপ না হইলে এই সংবিধানে "অধিবেশন" (সংসদ-প্রসঙ্গে) অর্থ এই সংবিধান প্রবর্তনের পর কিংবা একবার স্থগিত হইবার বা ভাঙ্গিয়া যাইবার পর সংসদ যখন প্রথম মিলিত হয়, তখন হইতে সংসদ স্থগিত হওয়া বা ভাঙ্গিয়া যাওয়া পর্যন্ত বৈঠকসমূহ;

"অনুচ্ছেদ" অর্থ এই সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদ;

"অবসর-ভাতা" অর্থ আংশিকভাবে প্রদেয় হউক বা না হউক, যে কোন অবসর-ভাতা, যাহা কোন ব্যক্তিকে বা ব্যক্তির ক্ষেত্রে দেয়; এবং কোন ভবিষ্য-তহবিলের চাঁদা বা ইহার সহিত সংযোজিত অতিরিক্ত অর্থ প্রত্যর্পণ-ব্যপদেশে দেয় অবসরকালীন বেতন বা আনুতোষিক ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

"অর্থ-বৎসর" অর্থ জুলাই মাসের প্রথম দিবসে যে বৎসরের আরম্ভ;

"আইন" অর্থ কোন আইন, অধ্যাদেশ, আদেশ, বিধি, প্রবিধান, উপ- আইন, বিজ্ঞপ্তি ও অন্যান্য আইনগত দলিল এবং বাংলাদেশে আইনের ক্ষমতাসম্পন্ন যে কোন প্রথা বা রীতি;

"আপীল বিভাগ" অর্থ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ;

"উপ-দফা" অর্থ যে দফায় শব্দটি ব্যবহৃত, সেই দফার একটি উপ- দফা;

"ঋণগ্রহণ" বলিতে বাৎসরিক কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য অর্থসংগ্রহ অন্তর্ভুক্ত হইবে; এবং "ঋণ" বলিতে তদনুরূপ অর্থ বুঝাইবে;

"করারোপ" বলিতে সাধারণ, স্থানীয় বা বিশেষ—যে কোন কর, খাজনা, শুল্ক বা বিশেষ করের আরোপ অন্তর্ভুক্ত হইবে; এবং "কর" বলিতে তদনুরূপ অর্থ বুঝাইবে;

"গ্যারান্টি" বলিতে কোন উদ্যোগের মুনাফা নির্ধারিত পরিমাণের অপেক্ষা কম হইলে তাহার জন্য অর্থ প্রদান করিবার বাধ্যবাধকতা— যাহা এই সংবিধান প্রবর্তনের পূর্বে গৃহীত হইয়াছে— অন্তর্ভুক্ত হইবে;

"জেলা-বিচারক" বলিতে অতিরিক্ত জেলা-বিচারক অন্তর্ভুক্ত হইবেন; "তফসিল" অর্থ এই সংবধিানের কোন তফসিল;

"দফা" অর্থ যে অনুচ্ছেদে শব্দটি ব্যবহৃত, সেই অনুচ্ছেদের একটি দফা;

'দেনা" বলিতে বাৎসরিক কিস্তি হিসাবে মূলধন পরিশোধের জন্য যে কোন বাধ্যবাধকতাজনিত দায় এবং যে কোন গ্যারান্টিযুক্ত দায় অন্তর্ভুক্ত হইবে; এবং "দেনার দায়" বলিতে তদনুরূপ অর্থ বুঝাইবে;

"নাগরিক" অর্থ নাগরিকত্ব-সম্পর্কিত আইনানুযায়ী যে ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক;

"প্রচলিত আইন" অর্থ এই সংবিধান প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানায় বা উহার অংশবিশেষে আইনের ক্ষমতাসম্পন্ন কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সক্রিয় থাকুক বা না থাকুক, এমন যে কোন আইন;

"প্রজাতন্ত্র" অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ;

'প্রজাতন্ত্রের কর্ম" অর্থ অসামরিক বা সামরিক ক্ষমতায় বাংলাদেশ সরকার-সংক্রান্ত যে কোন কর্ম, চাকুরী বা পদ এবং আইনের দ্বারা প্রজাতন্ত্রের কর্ম বলিয়া ঘোষিত হইতে পারে, এইরূপ অন্য কোন কর্ম;

"প্রধান নির্বাচন কমিশনার" অর্থ এই সংবিধানের ১১৮ অনুচ্ছেদের অধীন উক্ত পদে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি;

"প্রধান বিচারপতি" অর্থ বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি;

"প্রশাসনিক এককাংশ" অর্থ জেলা কিংবা এই সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদের উদ্দেশসাধনকল্পে আইনের দ্বারা অভিহিত অন্য কোন এলাকা; "বিচারক" অর্থ সুপ্রীম কোর্টের কোন বিভাগের কোন বিচারক; "বিচার-কর্মবিভাগ" অর্থ জেলা-বিচারক - পদের অনূর্ধ্ব কোন বিচারবিভাগীয় পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের লইয়া গঠিত কর্মবিভাগ;

"বৈঠক" (সংসদ-প্রসঙ্গে) অর্থ মুলতবী না করিয়া সংসদ যতক্ষণ ধারাবাহিকভাবে বৈঠকরত থাকেন, সেইরূপ মেয়াদ

"ভাগ" অর্থ এই সংবিধানের কোন ভাগ;

"রাজধানী" অর্থ এই সংবিধানের ৫ অনুচ্ছেদে রাজধানী বলিতে যে অর্থ করা হইয়াছে;

"রাজনৈতিক দল" বলিতে এমন একটি অধিসঙ্ঘ বা ব্যক্তিসমষ্টি অন্তর্ভুক্ত, যে অধিসঙ্ঘ বা ব্যক্তিসমষ্টি সংসদের অভ্যন্তরে বা বাহিরে স্বাতন্ত্র্যসূচক কোন নামে কার্য করেন এবং কোন রাজনৈতিক মত প্রচারের বা কোন রাজনৈতিক তৎপরতা পরিচালনার উদ্দেশ্যে অন্যান্য অধিসঙ্ঘ হইতে পৃথক কোন অধিসঙ্ঘ হিসাবে নিজদিগকে প্রকাশ করেন;

"রাষ্ট্র" বলিতে সংসদ, সরকার ও সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষ অন্তর্ভুক্ত;

"রাষ্ট্রপতি" অর্থ এই সংবিধানের অধীন নির্বাচিত বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি কিংবা সাময়িকভাবে উক্ত পদে কর্মরত কোন ব্যক্তি;

"শৃঙ্খলা-বাহিনী" অর্থ

(ক) স্থল, নৌ বা বিমান-বাহিনী;

(খ) পুলিশ-বাহিনী;

(গ) আইনের দ্বারা এই সংজ্ঞার অর্থের অন্তর্গত বলিয়া ঘোষিত যে□কোন

শৃঙ্খলা-বাহিনী;

"শৃঙ্খলামূলক আইন" অর্থ শৃঙ্খলা-বাহিনীর শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণকারী কোন আইন;

"সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষ" অর্থ যে কোন কর্তৃপক্ষ, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান, যাহার কার্যাবলী বা প্রধান প্রধান কার্য কোন আইন, অধ্যাদেশ, আদেশ বা বাংলাদেশে আইনের ক্ষমতাসম্পন্ন চুক্তিপত্র-দ্বারা অর্পিত হয়;

"সংসদ" অর্থ এই সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদ-দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশের সংসদ;

"সম্পত্তি" বলিতে সকল স্থাবর ও অস্থাবর, বস্তুগত ও নির্বস্তুগত সকল প্রকার সম্পত্তি, বাণিজ্যিক ও শিল্পগত উদ্যোগ এবং অনুরূপ সম্পত্তি বা উদ্যোগের সহিত সংশ্লিষ্ট যে কোন স্বত্ব বা অংশ অন্তর্ভুক্ত হইবে;

"সরকারী কর্মচারী" অর্থ প্রজাতন্ত্রের কর্মে বেতনাদিযুক্ত পদে অধিষ্ঠিত বা কর্মরত কোন ব্যক্তি;

"সরকারী বিজ্ঞপ্তি" অর্থ বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত কোন বিজ্ঞপ্তি;

"সিকিউরিটি" বলিতে স্টক অন্তর্ভুক্ত হইবে;

"সুপ্রীম কোর্ট" অর্থ এই সংবিধানের ৯৪ অনুচ্ছেদ-দ্বারা গঠিত বাংলাদেশের সুপ্রীম কোর্ট;

"স্পীকার" অর্থ এই সংবিধানের ৭৪ অনুচ্ছেদ-অনুসারে সাময়িকভাবে স্পীকারের পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি;

"হাইকোর্ট বিভাগ" অর্থ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ ।

(২) ১৮৯৭ সালের জেনারেল ক্লজেস্ অ্যাক্ট

(ক) সংসদের কোন আইনের ক্ষেত্রে যেরূপ প্রযোজ্য, এই সংবিধানের ক্ষেত্রে সেইরূপ প্রযোজ্য হইবে;

(খ) সংসদের কোন আইনের দ্বারা রহিত কোন আইনের ক্ষেত্রে যেরূপ প্রযোজ্য, এই সংবিধানের দ্বারা রহিত কিংবা এই সংবিধানের কারণে বাতিল বা কার্যকরতালুপ্ত কোন আইনের ক্ষেত্রে সেইরূপ প্রযোজ্য হইবে ।

## প্রবর্তন, উল্লেখ ও নির্ভরযোগ্য পাঠ

১৫৩। (১) এ সংবিধানকে "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান" বলিয়া উল্লেখ করা হইবে এবং ১৯৭২ সালের ডিসেম্বর মাসের ১৬ তারিখে ইহা বলবৎ হইবে, যাহাকে এই সংবিধানে "সংবিধান প্রবর্তন" বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

(২) বাংলায় এই সংবিধানের একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ ও ইংরাজীতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য অনুমোদিত পাঠ থাকিবে এবং উভয় পাঠ নির্ভরযোগ্য বলিয়া গণপরিষদের স্পীকার সার্টিফিকেট প্রদান করিবেন।

(৩) এই অনুচ্ছেদের (২) দফা অনুযায়ী সার্টিফিকেটযুক্ত কোন পাঠ এই সংবিধানের বিধানাবলীর চূড়ান্ত প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবে;

তবে শর্ত থাকে যে, বাংলা ও ইংরাজী পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে ।

## প্রথম তফসিল

## [৪৭ অনুচ্ছেদ]

## অন্যান্য বিধান সত্ত্বেও কার্যকর আইন

১৯৫০ সালের পূর্ববঙ্গ জমিদারী দখল ও প্রজাস্বত্ব আইন (১৯৫১ সালের আইন নং ২৮)।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ (শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানসমূহের নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্বগ্রহণ) আদেশ (অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির ১৯৭২ সালের আদেশ নং ১)।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ যোগসাজশকারী (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশ (১৯৭২ সালের পি. ও. নং ৮)।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ সরকার (কর্মবিভাগসমূহ) আদেশ (১৯৭২ সালের পি. ও. নং ৯)। ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন আদেশ (১৯৭২ সালের পি. ও. নং ১০)। ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ (উদ্বাস্তু সম্পত্তি পুনরুদ্ধার) আদেশ (১৯৭২ সালের পি. ও. নং ১৩)। ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ সরকারী কর্মচারী (অবসরগ্রহণ) আদেশ (১৯৭২ সালের পি. ও. নং ১৪)। ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ পরিত্যক্ত সম্পত্তি (নিয়ন্ত্রণ, ব্যবস্থাপনা ও বিলি-ব্যবস্থা) আদেশ (১৯৭২ সালের পি. ও. নং ১৬)।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ ব্যাঙ্ক (রাষ্ট্রায়ত্তকরণ) আদেশ (১৯৭২ সালের পি. ও. নং ২৬)। ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ শিল্পোদ্যোগ (রাষ্ট্রায়ত্তকরণ) আদেশ (১৯৭২ সালের পি. ও. নং ২৭)। ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ জলযান কর্পোরেশন আদেশ (১৯৭২ সালের পি. ও. নং ২৮)।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ (সম্পত্তি ও পরিসম্পৎ ন্যস্তকরণ) আদেশ (১৯৭২ সালের পি. ও. নং ২৯)। ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ বীমা (জরুরী বিধানাবলী) আদেশ (১৯৭২ সালের পি. ও. নং ৩০)। ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ নিত্যব্যবহার্য দ্রব্য সরবরাহ আদেশ (১৯৭২ সালের পি. ও. নং ৪৭)। ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ তফসিলভুক্ত অপরাধ (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশ (১৯৭২ সালের পি. ও. নং ৫০)।

১৯৭২ সালের রাষ্ট্রায়ত্ত ও বেসরকারী সংগঠনসমূহ (কর্মচারীদের বেতন-

নিয়ন্ত্রণ) আদেশ (১৯৭২ সালের পি. ও. নং ৫৪)।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ পাট রপ্তানী সংস্থা আদেশ (১৯৭২ সালের পি. ও. নং ৫৭)।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ পানি ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন পর্ষদসমূহ আদেশ (১৯৭২ সালের পি. ও. নং ৫৯)। ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ সরকার (সার্ভিসেজ্ স্ক্রীনিং) আদেশ (১৯৭২ সালের পি. ও. নং ৬৭)। ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ সরকার হাট ও বাজার (ব্যবস্থাপনা) আদেশ (১৯৭২ সালের পি. ও নং ৭৩)।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ সরকার ও আংশিক স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহ (কর্মচারীদের বেতন-নিয়ন্ত্রণ) আদেশ (১৯৭২ সালের পি. ও. নং ৭৯)।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ বীমা (রাষ্ট্রায়ত্তকরণ) আদেশ (১৯৭২ সালের পি. ও. নং ৯৫)। ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ ভূমি জিরাত (সীমাবদ্ধকরণ) আদেশ (১৯৭২ সালের পি. ও. নং ৯৮)। ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ বিমান আদেশ (১৯৭২ সালের পি. ও. নং ১২৬)।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ ব্যাঙ্ক আদেশ (১৯৭২ সালের পি. ও. নং ১২৭ ।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা আদেশ (১৯৭২ সালের পি. ও. নং ১২৮)।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ শিল্প ব্যাঙ্ক আদেশ (১৯৭২ সালের পি. ও. নং ১২৯)।

এবং রাষ্ট্রপতির আদেশসহ প্রচলিত আইনের দ্বারা কৃত উপরি-উক্ত আইন ও আদেশসমূহের সকল সংশোধনী ।

## দ্বিতীয় তফসিল
## [৪৮ অনুচ্ছেদ]
## রাষ্ট্রপতি-নির্বাচন

১ । প্রধান নির্বাচন কমিশনার (এই তফসিলে "কমিশনার" বলিয়া অভিহিত) রাষ্ট্রপতির পদের যে কোন নির্বাচন -অনুষ্ঠান ও পরিচালনা করিবেন এবং অনুরূপ নির্বাচনে নির্বাচনী কর্তা হইবেন ।

২। এই তফসিল-অনুসারে অনুষ্ঠিত সংসদ-সদস্যদের বৈঠকে সভাপতিত্ব করিবার জন্য কমিশনার একজন ভোটকেন্দ্র-কর্তা নিযুক্ত করিবেন।

৩। কমিশনার সরকারী বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে মনোনয়নপত্র দাখিল, পরীক্ষা, প্রত্যাহার এবং (প্রয়োজন হইলে) ভোটগ্রহণের সময় ও স্থান নির্ধারণ করিবেন।

৪ । মনোনয়নপত্র দাখিলের জন্য নির্ধারিত দিনে দ্বিপ্রহরের পূর্বে যে কোন সময়ে কোন সংসদ- সদস্য রাষ্ট্রপতি-পদে নির্বাচিত হইবার যোগ্যতাসম্পন্ন কোন ব্যক্তিকে ঐ পদের জন্য মনোনীত করিয়া নির্বাচনী কর্তার নিকট একটি মনোনয়নপত্র প্রদান করিতে পারিবেন, যে মনোনয়নপত্রে প্রস্তাবক হিসাবে তাঁহার স্বাক্ষর থাকিবে এবং সমর্থক হিসাবে অন্য একজন সংসদ-সদস্যের স্বাক্ষর থাকিবে; সেই সঙ্গে যিনি রাষ্ট্রপতি-পদের জন্য মনোনীত হইতে যাইতেছেন, তাঁহারও উক্ত মনোনয়নে সম্মতিসূচক স্বাক্ষরিত বিবৃতি থাকিবে;

তবে শর্ত থাকে যে, প্রস্তাবক হিসাবে বা সমর্থক হিসাবে কোন ব্যক্তি কোন এক নির্বাচনে একটির অধিক মনোনয়নপত্র স্বাক্ষর করিবেন না ।

৫। কমিশনার তাঁহার দ্বারা নির্ধারিত সময় ও স্থানে মনোনয়নপত্র পরীক্ষা করিবেন, এবং পরীক্ষার পর মাত্র একজনের মনোনয়ন বৈধ থাকিলে উক্ত ব্যক্তিকে নির্বাচিত বলিয়া ঘোষণা করিবেন, তবে একাধিক ব্যক্তির মনোনয়ন বৈধ থাকিলে সরকারী বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বৈধভাবে মনোনীত ব্যক্তি (এই তফসিলে "প্রার্থী" নামে অভিহিত)-দের নাম ঘোষণা করিবেন ।

৬। প্রার্থিপদ প্রত্যাহারের জন্য নির্ধারিত দিনে দ্বিপ্রহরের পূর্বে যে কোন সময়ে কোন প্রার্থী ভোটকেন্দ্র-কর্তার নিকট স্বাক্ষরযুক্ত নোটিশ দাখিল করিয়া নিজের

প্রার্থিপদ প্রত্যাহার করিতে পারিবেন, এবং কোন প্রার্থী অনুরূপভাবে স্বীয় প্রার্থিপদ প্রত্যাহার করিলে তাঁহাকে ঐ নোটিশ খারিজ করিতে দেওয়া হইবে না ।

৭। যদি একজন ব্যতীত সকল প্রার্থী প্রার্থিপদ প্রত্যাহার করিয়া থাকেন, তাহা হইলে কমিশনার সেই একজনকে নির্বাচিত বলিয়া ঘোষণা করিবেন ।

৮। যদি কোন প্রার্থী প্রার্থিপদ প্রত্যাহার না করিয়া থাকেন কিংবা প্রত্যাহারের পর দুই বা ততোধিক প্রার্থী থাকিয়া যান, তাহা হইলে সরকারী বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে কমিশনার অনুরূপ প্রার্থীদের এবং তাঁহাদের প্রস্তাবক ও সমর্থকদের নাম ঘোষণা করিবেন, এবং পরবর্তী অনুচ্ছেদসমূহের বিধানাবলী- অনুযায়ী গোপন ভোটের মাধ্যমে নির্বাচন-অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিবেন।

৯। নির্বাচন-সমাপ্তির পূর্বে যদি বৈধভাবে মনোনীত কোন প্রার্থীর মৃত্যু হয় এবং ভোটকেন্দ্র-কর্তা তাঁহার মৃত্যুর রিপোর্ট প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে ভোটকেন্দ্র-কর্তা উক্ত প্রার্থীর মৃত্যু সম্বন্ধে নিশ্চিত হইবার পর ভোটগ্রহণ বাতিল করিবেন ও কমিশনারকে সে সম্বন্ধে জানাইবেন এবং উক্ত নির্বাচন সম্পর্কিত কার্যধারা নূতন করিয়া আরম্ভ হইবে ।

১০। সংসদ-সদস্যদের বৈঠকে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হইবে এবং কমিশনারের অনুমোদনক্রমে ভোটকেন্দ্র-কর্তা কর্তৃক নিযুক্ত কর্মচারীদের সহায়তায় ভোটকেন্দ্র-কর্তা ভোটগ্রহণ পরিচালনা করিবেন।

১১। সংসদের বৈঠকে ভোটদানের জন্য উপস্থিত প্রত্যেক সংসদ-সদস্য (এই তফসিলে "ভোটদাতা" নামে অভিহিত)-কে প্রার্থীদের নাম-সংবলিত একটি করিয়া ভোটপত্র প্রদান করা হইবে এবং তিনি যে প্রার্থীকে ভোটদান করিতে ইচ্ছুক, তাঁহার নামের পার্শ্বে ঢেরা-চিহ্ন দিয়া ব্যক্তিগতভাবে ভোটদান করিবেন।

১২। ভোটপত্র বাতিল হইবে, যদি

(ক) উহাতে সরকারী সংখ্যা ব্যতীত এমন কোন নাম, শব্দ বা চিহ্ন থাকে, যাহা-দ্বারা ভোটদাতাকে সনাক্ত করা যায়; অথবা

(খ) উহাতে ভোটকেন্দ্র-কর্তার নামের দস্তখত্ না থাকে; অথবা

(গ) উহাতে ঢেরা-চিহ্ন না থাকে; অথবা

(ঘ) দুই বা ততোধিক প্রার্থীর নামের পার্শ্বে ঢেরা-চিহ্ন থাকে; অথবা

(ঙ)কোন্ প্রার্থীর নামের পার্শ্বে ঢেরা-চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে, সে সম্পর্কে কোন অনিশ্চয়তা থাকে ।

১৩। ভোটগ্রহণ সমাপ্তির পর প্রত্যেক ভোটকেন্দ্র-কর্তা প্রার্থীদের বা তাঁহাদের অনুমোদিত প্রতিনিধিদের মধ্য হইতে যাঁহারা উপস্থিত থাকিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের সম্মুখে ভোটের বাক্সগুলি খুলিবেন ও খালি করিয়া ফেলিবেন, এবং এই সংবিধানের ১২৪ অনুচ্ছেদের অধীন আইনের দ্বারা নির্ধারিত প্রণালীতে বৈধ ভোটপত্রসমূহে প্রত্যেক প্রার্থীর সপক্ষে ভোটের সংখ্যা গণনা করিবেন এবং অনুরূপভাবে প্রদত্ত ভোটের সংখ্যা কমিশনারকে জ্ঞাপন করিবেন ।

১৪ । যদি মাত্র দুইজন প্রার্থী থাকেন, তাহা হইলে যে প্রার্থী অধিকসংখ্যক ভোট লাভ করিয়াছেন, তিনি নির্বাচিত হইয়াছেন বলিয়া কমিশনার ঘোষণা করিবেন।

১৫ । যদি তিন বা ততোধিক-সংখ্যক প্রার্থী থাকেন, তাহা হইলে একজন প্রার্থী অবশিষ্ট প্রার্থিগণ কর্তৃক প্রাপ্ত সর্বমোট ভোট-সংখ্যা অপেক্ষা অধিক ভোট পাইয়া থাকিলে তিনি নির্বাচিত হইয়াছেন বলিয়া কমিশনার ঘোষণা করিবেন।

১৬ । যদি তিন বা ততোধিক-সংখ্যক প্রার্থী থাকেন এবং অব্যবহিত পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদটি প্রয়োজ্য না হয়, তাহা হইলে এই তফসিলে বর্ণিত পূর্ববর্তী বিধানাবলী-অনুযায়ী পুনরায় ভোটগ্রহণ করা হইবে এবং এই ভোটগ্রহণের সময়ে পূর্ববর্তী ভোটগ্রহণের ফলে যে প্রার্থী সর্বনিম্ন সংখ্যক ভোট লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে বাদ দেওয়া হইবে।

১৭। অব্যবহিত পূর্ববর্তী তিন অনুচ্ছেদের বিধানাবলী-অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ভোটগ্রহণ এবং তৎপরবর্তী যে কোন ভোটগ্রহণের ক্ষেত্রে ঐ সকল অনুচ্ছেদের বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে ।

১৮ । যে ক্ষেত্রে কোন ভোটগ্রহণের ফলে দুই বা ততোধিক-সংখ্যক প্রার্থী সমান ভোট পাইবেন, সেইরূপ ক্ষেত্রে

(ক) যদি মাত্র দুইজন নির্বাচনপ্রার্থী থাকেন; অথবা

(খ) যদি এই তফসিলের ১৬ অনুচ্ছেদের অধীন কোন ভোটগ্রহণে সম-সংখ্যক

ভোটপ্রাপ্ত  প্রার্থীদের মধ্য হইতে একজনকে বাদ দিবার প্রয়োজন হয়,

তাহা হইলে ক্ষেত্রমত নির্বাচনের জন্য বা বাদ দিবার জন্য প্রার্থী বাছাই লটারীর দ্বারা হইবে ।

১৯। কোন ভোটগ্রহণের পর ভোটগণনা সমাপ্ত হইলে এবং ভোটগ্রহণের ফলাফল স্থিরীকৃত হইলে কমিশনার তৎক্ষণাৎ উপস্থিত ব্যক্তিদের সম্মুখে ফলাফল ঘোষণা করিবেন এবং তৎক্ষণাৎ সরকারী বিজ্ঞপ্তি-দ্বারা তাহা ঘোষণার ব্যবস্থা করিবেন ।

২০। এই তফসিলের উদ্দেশ্যসমূহকে কার্যকর করিবার জন্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে কমিশনার সরকারী বিজ্ঞপ্তি-দ্বারা বিধিসমূহ প্রণয়ন করিতে পারিবেন ।

# তৃতীয় তফসিল
## [১৪৮ অনুচ্ছেদ]
## শপথ ও ঘোষণা

১। রাষ্ট্রপতি—প্রধান বিচারপতি কর্তৃক নিম্নলিখিত ফরমে শপথ (বা ঘোষণা) পাঠ পরিচালিত হইবে :

"আমি, ..... সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ (বা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা) করিতেছি যে, আমি আইন-অনুযায়ী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি-পদের কর্তব্য বিশ্বস্ততার সহিত পালন করিব;

আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব;

আমি সংবিধানের রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তাবিধান করিব;

এবং আমি ভীতি বা অনুগ্রহ, অনুরাগ বা বিরাগের বশবর্তী না হইয়া সকলের প্রতি আইন- অনুযায়ী যথাবিহিত আচরণ করিব।"

২। প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতি-মন্ত্রী ও উপমন্ত্রী—রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিম্নলিখিত ফরমে শপথ (বা ঘোষণা) –পাঠ পরিচালিত হইবে :

(ক) পদের শপথ (বা ঘোষণা) :

"আমি, ....., সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ বা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা) করিতেছি যে, আমি আইন-অনুযায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী (কিংবা ক্ষেত্রমত মন্ত্রী, প্রতি-মন্ত্রী, বা উপমন্ত্রী) -পদের কর্তব্য বিশ্বস্ততার সহিত পালন করিব;

আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব;

আমি সংবিধানের রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তাবিধান করিব;

এবং আমি ভীতি বা অনুগ্রহ, অনুরাগ বা বিরাগের বশবর্তী না হইয়া সকলের প্রতি আইন- অনুযায়ী যথাবিহিত আচরণ করিব।"

(খ) গোপনতার শপথ (বা ঘোষণা ) :

"আমি, ..... সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ (বা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা) করিতেছি যে, সরকারের প্রধানমন্ত্রী (কিংবা ক্ষেত্রমত মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, বা উপমন্ত্রী)- রূপে যে সকল বিষয় আমার বিবেচনার জন্য আনীত হইবে বা যে সকল বিষয় আমি অবগত হইব, তাহা প্রধানমন্ত্রী (কিংবা ক্ষেত্রমত মন্ত্রী, প্রতি-মন্ত্রী বা উপমন্ত্রী) -রূপে যথাযথভাবে আমার কর্তব্য পালনের প্রয়োজন ব্যতীত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন ব্যক্তিকে জ্ঞাপন করিব না বা কোন ব্যক্তির নিকট প্রকাশ করিব না ।"

৩। স্পীকার— প্রধান বিচারপতি কর্তৃক নিম্নলিখিত ফরমে শপথ (বা ঘোষণা)-পাঠ পরিচালিত হইবে :

"আমি, সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ (বা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা) করিতেছি যে, আমি আইন-অনুযায়ী সংসদের স্পীকারের কর্তব্য (এবং কখনও আহূত হইলে রাষ্ট্রপতির কর্তব্য) বিশ্বস্ততার সহিত পালন করিব;

আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব;

আমি সংবিধানের রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তাবিধান করিব;

এবং আমি ভীতি বা অনুগ্রহ, অনুরাগ বা বিরাগের বশবর্তী না হইয়া সকলের প্রতি আইন- অনুযায়ী যথাবিহিত আচরণ করিব।"

৪। ডেপুটি স্পীকার—প্রধান বিচারপতি কর্তৃক নিম্নলিখিত ফরমে শপথ (বা ঘোষণা)-পাঠ পরিচালিত হইবে ঃ

"আমি, ..... সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ (বা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা) করিতেছি যে, আমি আইন-অনুযায়ী সংসদের ডেপুটি স্পীকারের কর্তব্য (এবং কখনও আহূত হইলে স্পীকারের কর্তব্য) বিশ্বস্ততার সহিত পালন করিব;

আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব;

আমি সংবিধানের রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তাবিধান করিব;

এবং আমি ভীতি বা অনুগ্রহ, অনুরাগ বা বিরাগের বশবর্তী না হইয়া সকলের প্রতি আইন- অনুযায়ী যথাবিহিত আচরণ করিব।"

৫। সংসদ-সদস্য—সংসদের কোন বৈঠকে স্পীকার কর্তৃক নিম্নলিখিত ফরমে

শপথ (বা ঘোষণা) -পাঠ পরিচালিত হইবে :

"আমি,..... সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ (বা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা) করিতেছি যে, সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হইয়া

আমি যে কর্তব্যভার গ্রহণ করিতে যাইতেছি, তাহা আইন-অনুযায়ী ও বিশ্বস্ততার সহিত পালন করিব;

আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব;

এবং সংসদ-সদস্যরূপে আমার কর্তব্য পালনকে ব্যক্তিগত স্বার্থের দ্বারা প্রভাবিত হইতে দিব না।"

৬। প্রধান বিচারপতি বা বিচারক—প্রধান বিচারপতির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক এবং সুপ্রীম কোর্টের কোন বিভাগের কোন বিচারকের ক্ষেত্রে প্রধান বিচারপতি কর্তৃক নিম্নলিখিত ফরমে শপথ বা ঘোষণা)-পাঠ পরিচালিত হইবে :

"আমি, ..... প্রধান বিচারপতি (বা ক্ষেত্রমত সুপ্রীম কোর্টের আপীল/ হাইকোর্ট বিভাগের বিচারক) নিযুক্ত হইয়া সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ (বা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা) করিতেছি যে, আমি আইন-অনুযায়ী ও বিশ্বস্ততার সহিত আমার পদের কর্তব্য পালন করিব;

আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব;

আমি বাংলাদেশের সংবিধান ও আইনের রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তাবিধান করিব;

এবং আমি ভীতি বা অনুগ্রহ, অনুরাগ বা বিরাগের বশবর্তী না হইয়া সকলের প্রতি আইন- অনুযায়ী যথাবিহিত আচরণ করিব।"

৭। প্রধান নির্বাচন কমিশনার বা নির্বাচন কমিশনার—প্রধান বিচারপতি কর্তৃক নিম্নলিখিত ফরমে শপথ (বা ঘোষণা)-পাঠ পরিচালিত হইবে :

"আমি, ..... প্রধান নির্বাচন কমিশনার (বা ক্ষেত্রমত নির্বাচন কমিশনার) নিযুক্ত হইয়া সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ (বা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা) করিতেছি যে, আমি আইন-অনুযায়ী ও বিশ্বস্ততার সহিত আমার পদের কর্তব্য পালন করিব;

আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব;

আমি সংবিধানের রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তাবিধান করিব;

এবং আমার সরকারী কার্য ও সরকারী সিদ্ধান্তকে ব্যক্তিগত স্বার্থের দ্বারা প্রভাবিত হইতে দিব না।"

৮। মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক—প্রধান বিচারপতি কর্তৃক নিম্নলিখিত ফরমে শপথ (বা ঘোষণা)-পাঠ পরিচালিত হইবে :

"আমি, ..... মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক নিযুক্ত হইয়া সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ (বা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা) করিতেছি যে, আমি আইন-অনুযায়ী ও বিশ্বস্ততার সহিত আমার পদের কর্তব্য পালন করিব;

আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব;

আমি সংবিধানের রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তাবিধান করিব;

এবং আমার সরকারী কার্য ও সরকারী সিদ্ধান্তকে ব্যক্তিগত স্বার্থের দ্বারা প্রভাবিত হইতে দিব না । "

৯। সরকারী কর্ম কমিশনের সদস্য—প্রধান বিচারপতি কর্তৃক নিম্নলিখিত ফরমে শপথ (বা ঘোষণা) -পাঠ পরিচালিত হইবে :

"আমি, ..... সরকারী কর্ম কমিশনের সভাপতি (বা ক্ষেত্রমত সদস্য) নিযুক্ত হইয়া সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ (বা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা) করিতেছি যে, আমি আইন-অনুযায়ী ও বিশ্বস্ততার সহিত আমার পদের কর্তব্য পালন করিব;

আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব;

আমি সংবিধানের রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তাবিধান করিব;

এবং আমার সরকারী কার্য ও সরকারী সিদ্ধান্তকে ব্যক্তিগত স্বার্থের দ্বারা প্রভাবিত হইতে দিব না ।"

## চতুর্থ তফসিল

## [১৫০ অনুচ্ছেদ]

## ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলী

### গণপরিষদ ভঙ্গকরণ

১। প্রজাতন্ত্রের জন্য সংবিধান রচনার যে দায়িত্বভার এই গণপরিষদের উপর ন্যস্ত ছিল, তাহা পালিত হওয়ায় এই সংবিধান- প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গণপরিষদ ভাঙ্গিয়া যাইবে ।

### প্রথম নির্বাচন

২। (১) এই সংবিধান প্রবর্তনের পর যথাশীঘ্র সম্ভব সংসদ-সদস্য- নির্বাচনের জন্য প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে এবং এই উদ্দেশ্যসাধনকল্পে ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ ভোটার-তালিকা আদেশ (১৯৭২ সালের পি. ও. নং ১০৪)-এর অধীন প্রস্তুত ভোটার-তালিকা এই সংবিধানের ১১৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রস্তুত ভোটার তালিকা বলিয়া গণ্য হইবে ।

(২) সংসদ-সদস্যদের প্রথম নির্বাচনের উদ্দেশ্যসাধনকল্পে ১৯৭০ সালে প্রকাশিত ও পূর্বতন প্রাদেশিক পরিষদ গঠনের উদ্দেশ্যে চিহ্নিত নির্বাচনী এলাকাসমূহের সীমানা এই সংবিধানের ১১৯ অনুচ্ছেদের অধীন চিহ্নিত সীমানা বলিয়া গণ্য হইবে এবং নির্বাচন কমিশন— প্রয়োজনবোধে যে কোন নির্বাচনী এলাকার নাম কিংবা তাহার অন্তর্ভুক্ত মহকুমা বা থানার নাম পরিবর্তন করিয়া— সরকারী বিজ্ঞপ্তি-দ্বারা অনুরূপ নির্বাচনী এলাকাসমূহের তালিকা প্রকাশ করিবেন;

তবে শর্ত থাকে যে, এই সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদের (৩) দফায় উল্লিখিত মহিলা-সদস্যদের আসন সম্পর্কিত বিধানাবলী কার্যকর করিবার জন্য আইনের দ্বারা বিধান করা যাইবে ।

### ধারাবাহিকতা-রক্ষা ও অন্তর্বর্তী ব্যবস্থাবলী

৩। (১) ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ হইতে এই সংবিধান প্রবর্তনের তারিখের মধ্যে প্রণীত বা প্রণীত বলিয়া বিবেচিত সকল আইন, স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র বা যে কোন আইন হইতে আহরিত বা আহরিত বলিয়া বিবেচিত কর্তৃত্বের

অধীন অনুরূপ মেয়াদের মধ্যে প্রযুক্ত সকল ক্ষমতা বা কৃত সকল কার্য এতদ্বারা অনুমোদিত ও সমর্থিত হইল এবং তাহা আইনানুযায়ী যথার্থভাবে প্রণীত, প্রযুক্ত ও কৃত হইয়াছে বলিয়া ঘোষিত হইল ।

(২) ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ অস্থায়ী সংবিধান আদেশ বাতিল হইয়া যাওয়া সত্ত্বেও এই সংবিধানের বিধানাবলী অনুসারে সংসদ যেদিন প্রথমবার মিলিত হইবে, সেইদিন পর্যন্ত এই সংবিধান প্রবর্তনের তারিখের অব্যবহিত পূর্বে প্রজাতন্ত্রের আইনপ্রণয়নগত ও নির্বাহী ক্ষমতা (প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক আদেশের দ্বারা আইনপ্রণয়নের ক্ষমতাসহ) যেরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা সেইরূপে প্রযুক্ত হইতে থাকিবে ।

(৩) এই সংবিধানের যে বিধান সংসদের উপর আইন-প্রণয়নের ক্ষমতা ও দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছে, উপরি-উক্ত পদ্ধতিতে সংসদ প্রথমবার মিলিত না হওয়া পর্যন্ত সেই বিধান রাষ্ট্রপতিকে আদেশের দ্বারা আইনপ্রণয়নের ক্ষমতা ও দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং এই অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত কোন আদেশ এইরূপে সক্রিয় হইবে, যেন তাহার বিধানাবলী সংসদ কর্তৃক বিধিবদ্ধ হইয়াছে।

## রাষ্ট্রপতি

৪। (১) এই সংবিধানের ৪৮ অনুচ্ছেদের অধীন রাষ্ট্রপতি-পদে নির্বাচিত কোন ব্যক্তি কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত এই সংবিধান- প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে যিনি রাষ্ট্রপতি-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তিনি উক্ত পদে বহাল থাকিবেন, যেন তিনি এই সংবিধানের অধীন রাষ্ট্রপতি-পদে নির্বাচিত হইয়াছেন;

তবে শর্ত থাকে যে, বর্তমান অনুচ্ছেদের অধীন পদাধিষ্ঠান এই সংবিধানের ৫০ অনুচ্ছেদের (২) দফার উদ্দেশ্যসাধনকল্পে গণ্য হইবে না ।

(২) এই সংবিধানের ৭৪ অনুচ্ছেদের (১) দফা-অনুযায়ী স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত এই সংবিধান প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে যাঁহারা গণপরিষদের স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার -পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, সংসদ গঠিত না হওয়া সত্ত্বেও তাঁহারা স্ব স্ব পদে বহাল রহিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে ।

## প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রী

৫। এই সংবিধানের অধীন প্রথম সাধারণ নির্বাচনের পর এই সংবিধানের ৫৬ অনুচ্ছেদের অধীন প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত এবং তিনি কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত এই সংবিধান প্রবর্তনের তারিখের অব্যবহিত পূর্বে যিনি প্রধানমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তিনি উক্ত পদে এবং উক্ত তারিখের অব্যবহিত পূর্বে যাঁহারা মন্ত্রী-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, প্রধানমন্ত্রী ভিন্নরূপ নির্দেশ না দিলে তাঁহারা সেই সকল পদে বহাল থাকিবেন, যেন এই সংবিধানের অধীন তাঁহারা স্ব-স্ব পদে নিযুক্ত হইয়াছেন; তবে এই সংবিধানের ৫৬ অনুচ্ছেদের কোন কিছুই প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে অন্যান্য মন্ত্রী-নিয়োগে নিবৃত্ত করিবে না ।

## বিচার বিভাগ

৬। (১) ১৯৭২ সালের অস্থায়ী সংবিধান আদেশের দ্বারা গঠিত হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি -পদে যিনি এবং অন্যান্য বিচারক-পদে যাঁহারা এই সংবিধান প্রবর্তনের তারিখের অব্যবহিত পূর্বে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁহারা উক্ত তারিখ হইতে স্ব স্ব পদে বহাল থাকবেন, যেন তাঁহারা এই সংবিধানের ৯৫ অনুচ্ছেদের অধীন ক্ষেত্রমত প্রধান বিচারপতি বা বিচারক পদে নিযুক্ত হইয়াছেন ।

(২) এই সংবিধান প্রবর্তনের কালে যাঁহারা এই অনুচ্ছেদের (১) উপ- অনুচ্ছেদ-অনুসারে বিচারক পদে (প্রধান বিচারপতি ব্যতীত) অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন, তাঁহারা হাইকোর্ট বিভাগে নিযুক্ত হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং এই সংবিধানের ৯৪ অনুচ্ছেদ-অনুযায়ী আপীল বিভাগে নিয়োগদান করা হইবে ।

(৩) এই অনুচ্ছেদের (৪) উপ-অনুচ্ছেদে উল্লিখিত আইনগত কার্যধারা ব্যতীত এই সংবিধান প্রবর্তনের তারিখের অব্যবহিত পূর্বে হাইকোর্টের যে সকল আইনগত কার্যধারা মীমাংসাধীন ছিল, তাহা হাইকোর্ট বিভাগে স্থানান্তরিত হইবে ও উক্ত বিভাগে মীমাংসাধীন বলিয়া গণ্য হইবে এবং এই সংবিধান-প্রবর্তনের পূর্বে প্রদত্ত হাইকোর্টের কোন রায় বা আদেশ হাইকোর্ট বিভাগের দ্বারা প্রদত্ত বা কৃত রায় বা আদেশের ক্ষমতা ও কার্যকরতা লাভ করিবে।

(৪) যে সকল আইনগত কার্যধারা এই সংবিধান প্রবর্তনের তারিখের অব্যবহিত পূর্বে হাইকোর্টের আপীল বিভাগের মীমাংসাধীন ছিল, এই সংবিধান প্রবর্তন হইতে ঐ সকল কার্যধারা নিষ্পত্তির জন্য আপীল বিভাগে স্থানান্তরিত হইবে এবং এই সংবিধান প্রবর্তনের পূর্বে হাইকোর্টের আপীল বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত

বা কৃত যে কোন রায় বা আদেশ এইরূপ ক্ষমতা ও সক্রিয়তা লাভ করিবে, যেন তাহা আপীল বিভাগের দ্বারা প্রদত্ত বা কৃত হইয়াছে ।

(৫) এই সংবিধানের বিধানাবলী এবং অন্য কোন আইন-সাপেক্ষে

(ক) যে সকল আদি, আপীল ও অন্যান্য এখতিয়ার ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ অস্থায়ী সংবিধান আদেশ -দ্বারা গঠিত হাইকোর্টের উপর ন্যস্ত ও উক্ত হাইকোর্ট কর্তৃক প্রয়োগযোগ্য করা হইয়াছিল (হাইকোর্টের আপীল বিভাগের উপর ন্যস্ত এখতিয়ার ব্যতীত), এই সংবিধান প্রবর্তন হইতে অনুরূপ এখতিয়ার হাইকোর্ট বিভাগের উপর ন্যস্ত ও উক্ত বিভাগ কর্তৃক প্রয়োগযোগ্য হইবে।

(খ) এই সংবিধান প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে এখতিয়ার ও কার্যক্ষমতা-প্রয়োগরত সকল দেওয়ানী, ফৌজদারী ও রাজস্ব আদালত ও ট্রাইব্যুনাল এই সংবিধান প্রবর্তন হইতে স্ব স্ব এখতিয়ার ও কার্যক্ষমতা প্রয়োগ করিতে থাকিবেন এবং যাঁহারা অনুরূপ আদালত ও ট্রাইব্যুনাল-সমূহের বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁহারা স্ব স্ব পদে বহাল থাকিবেন ।

(৬) অধস্তন আদালত সম্পর্কিত এই সংবিধানের ষষ্ঠ ভাগের ২য় পরিচ্ছেদের বিধানাবলী যথাশীঘ্র সম্ভব বাস্তবায়িত করা হইবে এবং তাহা বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত পরিচ্ছেদে বর্ণিত বিষয়াদি এই সংবিধান-প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে যেরূপ নিয়ন্ত্রিত হইত, আইনের দ্বারা প্রণীত যে কোন বিধান-সাপেক্ষে তাহা সেইরূপে নিয়ন্ত্রিত হইতে থাকিবে ।

(৭) এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই কার্যধারা বাতিল হওয়া সম্পর্কে কোন প্রচলিত আইনের কার্যকরতাকে প্রভাবিত করিবে না ।

## আপীলের অধিকার

৭। বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানায় কার্যরত কোন হাইকোর্ট [১৯৭২ সালের বাংলাদেশ হাইকোর্ট (সংশোধনী) আদেশের (১৯৭২ সালের পি. ও. নং ৯১) অধীন গঠিত আপীল বিভাগ ব্যতীত] কর্তৃক ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের প্রথম দিবস হইতে প্রদত্ত, কৃত বা ঘোষিত যে কোন রায়, ডিক্রী, আদেশ বা দণ্ডের বিরুদ্ধে সময়গত যে কোন বাধা সত্ত্বেও সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে আপীল করা যাইবে;

তবে শর্ত থাকে যে, এই সংবিধানের ১০৩ অনুচ্ছেদ হাইকোর্ট বিভাগ হইতে

আপীলের ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য হয়, উপরি-উক্ত যে কোন আপীলের ক্ষেত্রে তাহা সেইরূপ প্রযোজ্য হইবে;

তবে আরও শর্ত থাকে যে, এই সংবিধান প্রবর্তনের তারিখ হইতে নব্বই দিনের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে অনুরূপ কোন আপীল করা যাইবে না ।

## নির্বাচন কমিশন

৮। (১) এই সংবিধান প্রবর্তনের তারিখের অব্যবহিত পূর্বে কর্মরত নির্বাচন কমিশন উক্ত তারিখ হইতে এই সংবিধানের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নির্বাচন কমিশন বলিয়া গণ্য হইবেন ।

(২) এই সংবিধান প্রবর্তনের তারিখের অব্যবহিত পূর্বে যিনি প্রধান নির্বাচন কমিশনারের পদে এবং যাঁহারা নির্বাচন কমিশনারের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, উক্ত তারিখ হইতে তাঁহারা স্ব স্ব পদে বহাল থাকিবেন, যেন তাঁহারা এই সংবিধানের অধীন অনুরূপ পদে নিযুক্ত হইয়াছেন ।

## সরকারী কর্মকমিশন

৯। (১) এই সংবিধান প্রবর্তনের তারিখের অব্যবহিত পূর্বে কর্মরত সরকারী কর্ম কমিশনসমূহ উক্ত তারিখ হইতে এই সংবিধানের অধীন প্রতিষ্ঠিত সরকারী কর্ম কমশিন বলিয়া গণ্য হইবেন ।

(২) এই সংবিধান প্রবর্তনের তারিখের অব্যবহিত পূর্বে যিনি কোন সরকারী কর্ম কমিশনের সভাপতি বা অন্য কোন সদস্যের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, উক্ত তারিখ হইতে তিনি স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন, যেন তিনি এই সংবিধানের অধীন অনুরূপ পদে নিযুক্ত হইয়াছেন ।

## সরকারী কর্ম

১০। (১) এই সংবিধান ও যে কোন আইনের বিধান-সাপেক্ষে

(ক) এই সংবিধান প্রবর্তনের তারিখের অব্যবহিত পূর্বে প্রজাতন্ত্রের কর্মে রত যে কোন ব্যক্তি উক্ত তারিখ হইতে স্বীয় কর্মে বহাল থাকিবেন এবং এই সংবিধান প্রবর্তনের তারিখের অব্যবহিত পূর্বে তাঁহার ক্ষেত্রে কর্মের যে শর্তাবলী প্রয়োগযোগ্য ছিল, তাহা অপরিবর্তিত থাকিবে;

(খ) এই সংবিধান প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানায় দায়িত্বপালনরত সকল বিচারবিভাগীয়, নির্বাহী ও মন্ত্রণালয়ের কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারী এই সংবিধান প্রবর্তন হইতে স্ব-স্ব দায়িত্বপালন করিতে থাকিবেন ।

(২) এই অনুচ্ছেদের (১) উপ-অনুচ্ছেদের কোন কিছুই (ক) ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ সরকার (কর্মবিভাগসমূহ) আদেশের (১৯৭২ সালের পি. ও. নং ৯) কিংবা ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ সরকার (সার্ভিসেজ স্ক্রীনিং) আদেশের (১৯৭২ সালের পি. ও. নং ৬৭) অব্যাহত প্রয়োগে বাধাপ্রদান করিবে না; অথবা (খ) এই সংবিধান প্রবর্তনের পূর্বে কোন সময়ে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিদের কিংবা এই অনুচ্ছেদের বিধানাবলী-অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের কর্মে বহাল ব্যক্তিদের কর্মের শর্তাবলী (পারিশ্রমিক, ছুটি, অবসর-ভাতার অধিকার ও শৃঙ্খলামূলক বিষয়াদি সংক্রান্ত অধিকারসহ) পরিবর্তন বা বাতিল করিয়া আইন-প্রণয়ন করা হইতে বিরত করিবে না ।

## পদে বহাল থাকার জন্য শপথ

১১ । এই সংবিধানের তৃতীয় তফসিলে যে সকল পদের জন্য শপথ বা ঘোষণা-পাঠের ফরম নির্ধারিত হইয়াছে, সেই সকল পদে এই তফসিলের অধীন বহাল থাকিবেন, এমন যে কোন ব্যক্তি এই সংবিধান প্রবর্তনের পর যথাশীঘ্র সম্ভব যথাযথ ব্যক্তির সম্মুখে অনুরূপ ফরমে শপথ বা ঘোষণা পাঠ করিবেন ও শপথপত্রে বা ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষরদান করিবেন।

## স্থানীয় শাসন

১২। এই সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত স্থানীয় শাসন-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ গঠনের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত এই সংবিধান-প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে প্রজাতন্ত্রের বিভিন্ন প্রশাসনিক এককাংশে প্রচলিত প্রশাসনিক ব্যবস্থা আইনের দ্বারা প্রণীত পরিবর্তন-সাপেক্ষে অব্যাহত থাকিবে।

## করারোপ

১৩। এই সংবিধান প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে বাংলাদেশে বলবৎ যে কোন আইনের অধীন আরোপিত সকল কর ও ফি অব্যাহত থাকিবে, তবে আইনের দ্বারা তাহার তারতম্য বা তাহা রহিত করা যাইতে পারিবে।

## অন্তর্বর্তী আর্থিক ব্যবস্থাসমূহ

১৪ । সংসদ অন্যরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করা পর্যন্ত এই সংবিধান- প্রবর্তনের কালে চলিত অর্থ-বৎসরের ক্ষেত্রে এই সংবিধানের ৮৭, ৮৯, ৯০ ও ৯১ অনুচ্ছেদসমূহের বিধানাবলী কার্যকর হইবে না এবং সংযুক্ত তহবিল বা প্রজাতন্ত্রের সরকারী হিসাব হইতে যে ব্যয় করা হইয়াছে, তাহা বৈধভাবে ব্যয় করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

তবে শর্ত থাকে যে, রাষ্ট্রপতি যথাশীঘ্র সম্ভব তাঁহার স্বাক্ষর-দ্বারা প্রমাণীকৃত অনুরূপ সকল ব্যয়ের একটি বিবৃতি সংসদে উপস্থাপনের ব্যবস্থা করিবেন ।

## অতীত হিসাবের নিরীক্ষা

১৫। এই সংবিধান প্রবর্তনের কালে চলিত অর্থ-বৎসর ও তাহার পূর্ববর্তী বৎসরগুলির হিসাব সম্পর্কে এই সংবিধানের অধীন মহা হিসাব- নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের ক্ষমতাসমূহ প্রয়োগযোগ্য হইবে এবং মহা হিসাব- নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক অনুরূপ হিসাব সম্পর্কে রাষ্ট্রপতির নিকট যে রিপোর্ট পেশ করিবেন, রাষ্ট্রপতি তাহা সংসদে উপস্থাপনের ব্যবস্থা করিবেন ।

## সরকারের সম্পত্তি, পরিসম্পৎ, স্বত্ব, দায়-দায়িত্ব ও বাধ্যবাধকতা

১৬। (১) এই সংবিধান প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে যে সকল সম্পত্তি, পরিসম্পৎ বা স্বত্ব গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কিংবা উক্ত সরকারের পক্ষে কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত ছিল, তাহা প্রজাতন্ত্রের উপর ন্যস্ত হইবে।

(২) এই সংবিধান প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে প্রজাতন্ত্রের সরকারের যে সকল দায়-দায়িত্ব ও বাধ্যবাধকতা ছিল, তাহা প্রজাতন্ত্রের দায়-দায়িত্ব ও বাধ্যবাধকতারূপে অব্যাহত থাকিবে।

(৩) বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানায় কখনও কার্যরত কোন সরকারের কোন দায়-দায়িত্ব বা বাধ্যবাধকতা প্রজাতন্ত্রের সরকার স্পষ্টরূপে গ্রহণ না করিলে তাহা প্রজাতন্ত্রের দায়-দায়িত্ব বা বাধ্যবাধকতা নহে কিংবা হইবে না ।

## আইনের উপযোগীকরণ ও অসুবিধা দূরীকরণ

১৭। (১) বাংলাদেশে বলবৎ যে কোন আইনের বিধানাবলীকে এই সংবিধানের

বিধানাবলীর সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে এই সংবিধান প্রবর্তনের দুই বৎসরের মধ্যে রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা সংশোধনী বা রহিতকরণের মাধ্যমে অনুরূপ বিধানাবলীর প্রয়োগ সংশোধন বা রহিত করিতে পারিবেন এবং অনুরূপভাবে প্রণীত যে কোন আদেশ ভূতাপেক্ষ তারিখ হইতে কার্যকর হইতে পারিবে।

(২) এই সংবিধান প্রবর্তনের পূর্বে প্রচলিত অস্থায়ী সাংবিধানিক ব্যবস্থা হইতে এই সংবিধানের বিধানাবলীতে উত্তরণের জন্য উদ্ভূত যে কোন অসুবিধা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা নির্দেশ দান করিতে পারিবেন যে, অনুরূপ আদেশে নির্ধারিত মেয়াদের জন্য তাঁহার বিবেচনায় যেরূপ আবশ্যক বা সমীচীন হইবে, সেইরূপ পরিবর্তন, সংযোজন বা পরিবর্জনের মাধ্যমে গৃহীত উপযোগীকরণ-সাপেক্ষে এই সংবিধান কার্যকর হইবে;

তবে শর্ত থাকে যে, এই সংবিধানের অধীন গঠিত সংসদের প্রথম বৈঠকের পর অনুরূপ কোন আদেশ জারী করা হইবে না ।

(৩) এই সংবিধানের অন্য কোন বিধান সত্ত্বেও এই অনুচ্ছেদের অধীন প্রত্যেকটি আদেশ সংসদে উপস্থিত করা হইবে এবং সংসদের আইন-দ্বারা তাহা সংশোধিত বা রহিত হইতে পরিবে।

## এক নজরে বাংলাদেশ গণপরিষদ ও সংবিধান সংক্রান্ত তথ্যপঞ্জি

### বাংলাদেশ গণপরিষদ সংক্রান্ত :

১. ১৯৭১ খ্রীস্টাব্দের ১০ এপ্রিল, মুক্তিযুদ্ধচলাকালে ঐতিহাসিক মুজিবনগরে ১৯৭০-এ নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যদের সমন্বয়ে বাংলাদেশ গণপরিষদ গঠিত হয় ।

২. বাংলাদেশ গণপরিষদের প্রধান কাজ ছিল দু'টি :

ক. জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের সময় স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র প্রণয়ন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ গঠন ও এর ভিত্তিতে সরকার গঠন করে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করা।

খ. বিজয় অর্জিত হওয়ার পর বাংলার মানুষের রাজনৈতিক অধিকারের দলিল হিসাবে সংবিধান প্রণয়ন করা ।

৩. বাংলাদেশ গণপরিষদ আদেশ জারী হয় ২৩শে মার্চ ১৯৭২।

৪. স্বাধীন বাংলাদেশে গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭২ সনের ১০ এপ্রিল।

৫. বাংলাদেশ গণপরিষদ সদস্যগণ কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে গণপরিষদ নেতা নির্বাচিত হন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ।

৬. প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মজলুম নেতা মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ। প্রথম অধিবেশনে মোট বৈঠক হয় দু'টি, ১০ এপ্রিল এবং ১১ এপ্রিল ১৯৭২ ।

৭. বাংলাদেশ গণপরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হয় ১২ অক্টোবর ১৯৭২, বৃহস্পতিবার এবং শেষ হয় ১৫ ডিসেম্বর ১৯৭২, শুক্রবার। মোট বৈঠক হয় ১৯টি।

৮. বাংলাদেশ গণপরিষদে প্রথম স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত হন যথাক্রমে মাননীয় সদস্য জনাব শাহ্ আবদুল হামিদ এবং জনাব মুহম্মদুল্লাহ্। পরবর্তীতে ১ মে ১৯৭২-এ প্রথম স্পীকার জনাব শাহ্ আবদুল হামিদ মৃত্যুবরণ করলে একই বছরের ১২ অক্টোবর বাংলাদেশ গণপরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশনে স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার পদে নির্বাচিত হন যথাক্রমে মাননীয় সদস্য জনাব

মুহম্মদুল্লাহ্ ও জনাব মোহাম্মদ বয়তুল্লাহ্ ।

৯. ১০ এপ্রিল ১৯৭২, গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে গৃহীত শোকপ্রস্তাবের বিবরণী : 'বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে ও আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ঐতিহাসিক স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলাদেশের যে বিপ্লবী জনতা কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, যুবক, বুদ্ধিজীবী, বীরাঙ্গনা, প্রতিরক্ষা বিভাগের বাঙ্গালীরা সাবেক ইপিআর, পুলিশ, আনসার, মুজাহিদ, রাজনৈতিক নেতা, কর্মী ও বীর মুক্তিযোদ্ধারা নিজেদের রক্ত দিয়ে আমাদের স্বাধীনতা অর্জন করেছেন, আজকের দিনে বাংলাদেশের জনগণের ভোটে যথাযথভাবে নির্বাচিত বাংলাদেশ গণপরিষদ সশ্রদ্ধচিত্তে তাঁদের স্মরণ করছে ।

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার যে ঘোষণা করেছিলেন এবং যে ঘোষণা মুজিবনগর থেকে ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল স্বীকৃত ও সমর্থিত হয়েছিল এই সঙ্গে এই গণপরিষদ তাতে একাত্মতা প্রকাশ করছে।

স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে যে গণপরিষদ গঠিত হয়েছিল আজ সে ঘোষণাপত্রের সঙ্গেও এ পরিষদ একাত্মতা ঘোষণা করছে ।

এক্ষণে এই পরিষদ বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের আশা-আকাঙক্ষার সেই সব মূর্ত আদর্শ যথা—জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা যা শহীদান ও বীরদের স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ করেছিল, তার ভিত্তিতে দেশের জন্য একটি উপযুক্ত সংবিধান প্রণয়নের দায়িত্ব গ্রহণ করছে।'

১০. গণপরিষদের সর্বমোট ২১টি অধিবেশনে অনুষ্ঠিত হয় এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে একটি সংবিধান প্রদানের উদ্দেশ্যে গণপরিষদে স্থিরীকৃত আকারে সংবিধান বিলটি গৃহীত হয় ৪ নভেম্বর ১৯৭২ (সপ্তদশ বৈঠক) এবং বলবৎ হয় ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২ খ্রীস্টাব্দে ।

১১. ১৫ ডিসেম্বর, ১৯৭২ গণপরিষদ ভেঙ্গে যাওয়া উপলক্ষে গণপরিষদ নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিদায়ী ভাষণের পূর্ণ বিবরণী :

'জনাব স্পীকার সাহেব ঃ গণপরিষদ-সদস্যরা তাঁদের কর্তব্য পালন করেছেন। তাঁরা দেশবাসীকে শাসনতন্ত্র দিয়েছেন এবং নূতন ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। শাসনতন্ত্র দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের নিজেদের বিলুপ্তি ঘোষণা করেছেন ।

আমি আপনাকে অনুরোধ করবো যে, আপনি এই অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করুন। সঙ্গে সঙ্গে শাসনতন্ত্রে যে বিধান এই গণপরিষদ-সদস্যরা করেছেন—নিজেরা নিজেদের বিলুপ্তি ঘোষণা করেছেন, সেই অনুযায়ী আজ রাত বারোটার সময় এই গণপরিষদের বিলুপ্তি ঘোষণা করা হবে ।

এই সঙ্গে আমি আপনাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। গণপরিষদ-সদস্য, সরকারী কর্মচারী, গণপরিষদের কর্মচারিবৃন্দ, প্রেসের যাঁরা কাজ করেছেন, বাইরের যাঁরা ডিউটি করেছেন তাঁদের সকলকে আমি এই পরিষদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনার সহকর্মীকে।

আশা করি, বুঝতে পেরেছেন যে, আজ রাত বারোটার পর আমরা আর গণপরিষদ-সদস্য থাকব না। আগামী মার্চ মাসের নির্বাচনে যাঁরা আবার নির্বাচিত হয়ে আসবেন, তাঁরা আবার আইন সভার সদস্য হবেন।

আমি অনুরোধ করবো, আপনি গণপরিষদের সমাপ্তি ঘোষণা করুন। রাত বারোটার সময় এই গণপরিষদ ভেঙ্গে যাবে। আমরা—এই গণপরিষদের সদস্যরা সর্বসম্মতিক্রমে সেটা আমাদের শাসনতন্ত্রে মেনে নিয়েছি। সেজন্য আমরাই ঘোষণা করতে পারি যে, আমরা আমাদের নিজেদেরকে ডিজলভ্ করে দিলাম। আমরা আমাদের গণপরিষদ-সদস্যপদ বিলোপ করলাম। এটা সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করে নেওয়া হয়েছে। এইজন্য আমি গণপরিষদ-সদস্যদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই ।

আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি।

জয় বাংলা । খোদা হাফেজ!'

১২. বাংলাদেশ গণপরিষদের মাননীয় স্পীকার কর্তৃক পরিষদের বিলুপ্তি ঘোষণার পূর্ণ বিবরণী : 'মাননীয় সদস্যবৃন্দ ও পরিষদ-নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব, আজকে আমাদের আনন্দ এবং বিদায়ের দিন। আনন্দের দিন এইজন্য যে, আমরা আমাদের কর্তব্য সম্পন্ন করতে পেরেছি এবং বিদায় ও বেদনার দিন হলো এইজন্য যে, আমরা পরস্পরকে ছেড়ে যাচ্ছি। এর তিন মাস পরে যে পার্লামেন্ট হতে যাচ্ছে, তাতে আমরা কে আসবো, কে আসবো না, তার ঠিক-ঠিকানা নাই ।

এই গণপরিষদের সিদ্ধান্ত ও অভিপ্রায়-অনুযায়ী অর্থাৎ আপনাদের নিজেদের

সিদ্ধান্ত-অনুযায়ী অদ্য রাত বারোটায় এই পরিষদের বিলুপ্তি ঘটবে এবং যে শাসনতন্ত্র আপনারা দিয়েছেন, তা রাত বারোটার পর থেকে কার্যকর হবে। আপনাদের অশেষ ধন্যবাদ ।'

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান সংক্রান্ত :

১৩. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক স্বাক্ষরিত অস্থায়ী সংবিধান আদেশ জারী হয় ১১ই জানুয়ারি ১৯৭২।

১৪. ৩৪ জন গণপরিষদ সদস্য নিয়ে খসড়া সংবিধান-প্রণয়ন কমিটি গঠিত হয় ১১ এপ্রিল, ১৯৭২।

১৫. খসড়া প্রণয়ন কমিটি মোট ৭৫টি বৈঠকে মিলিত হয়ে খসড়া সংবিধান প্রণয়নে প্রায় ৩০০ ঘণ্টা সময় ব্যয় করেন। ১৯৭২ সালের ১২ই অক্টোবর অনুষ্ঠিত গণপরিষদের ২য় অধিবেশনে খসড়া সংবিধান বিল আকারে উপস্থাপিত হয়। সংবিধান বিলের ওপর সাধারণ বিতর্ক ৩০শে অক্টোবর পর্যন্ত চলে।

১৬. সংবিধানের ওপর ২য় পাঠ শুরু হয় ৩১শে অক্টোবর, ২য় পাঠের সময় গণপরিষদে মোট ১৫৬টি সংশোধনী-প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। এরমধ্যে ৮৬টি সংশোধনী-প্রস্তাব গণপরিষদ কর্তৃক গৃহীত হয়। এই ৮৬টি প্রস্তাবের মধ্যে মাত্র ১টি দিন বিরোধী দলীয় সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত। স্বাধীনতা অর্জনের মাত্র ৩২৫দিন পর বাংলাদেশ একটি পূর্ণাঙ্গ সংবিধান লাভ করে ।

১৭. বাংলাদেশ গণপরিষদের ৩৪ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হয় 'খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি । ১৮. খসড়া সংবিধান-প্রণয়ন কমিটির প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ১৭ এপ্রিল ১৯৭২।

১৯. কমিটির বৈঠকে কোরাম হবার জন্য যতজন সদস্যের উপস্থিতি দরকার হবে, তাঁদের সংখ্যা হচ্ছে ১২ জন।

২০. ১০ জুন, ১৯৭২ তারিখের মধ্যে কমিটি বিল আকারে একটি খসড়া শাসনতন্ত্রসহ তার রিপোর্ট পেশ করবেন। সভাপতি বা তাঁর অনুপস্থিতিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোন সদস্য কমিটিতে স্থিরীকৃত আকারে বিলটি উপস্থাপন করবেন। তদনুসারে উক্ত তারিখেই খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি কর্তৃক খসড়াটি অনুমোদিত হয় ।

২১. সংবিধানের ভাষাগত 'উৎকর্ষতার জন্য ভাষাতাত্ত্বিকদের সমন্বয়ে টেকনিক্যাল কমিটি গঠিত হয়েছিল; সদস্য ছিলেন যথাক্রমে সর্বজনাব-অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, অধ্যাপক মযহারুল ইসলাম এবং অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান ।

২২. এই সংবিধান রচনায় মোট সময় লেগেছিল ২০৮ দিন তথা ৬ মাস ২৮ দিন। উল্লেখ্য যে, সংবিধান প্রণেতাগণ ৭২-এর সংবিধান ৭২টি কার্যদিবস, ৭২টি সংশোধনী-প্রস্তাব ও হাতে লেখা মূল অংশ ৭২ পৃষ্ঠায় শেষ করেছিলেন।

২৩. সকল সংশোধনী ও লেখনীগত ত্রুটি শুদ্ধি অন্তর্ভুক্ত করার পর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের মূল বাংলা পাঠ এবং ইংরেজীতে অনূদিত একটি অনুমোদিত পাঠ স্পীকার (জনাব মুহম্মদুল্লাহ) কর্তৃক নির্ভরযোগ্য বলে সার্টিফিকেট প্রদান করার পর জাতীয় যাদুঘরে সংরক্ষণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

২৪. চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত সংবিধানের অঙ্গসজ্জা, লিপিলিখন, অংকন ও সামগ্রিক তত্ত্বাবধানে যুক্ত ছিলেন :

সামগ্রিক তত্ত্বাবধানে শিল্পাচার্য : জয়নুল আবেদিন

অঙ্গসজ্জা : হাশেম খান

লিপিকর : একেএম আব্দুর রউফ

অংকন : জুনাবুল ইসলাম, সমরজিৎ রায় চৌধুরী ও আবুল বারক আলভী

চামড়ার কাজ: সৈয়দ শাহ্ আবু শফি

মুদ্রণ : বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, নকশী কাঁথা

কভার মুদ্রণ : ইস্টার্ন রিগাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, ঢাকা ।

২৬. সংবিধান দুইবার স্থগিত করা হয়েছিল-খন্দকার মোশতাক আাদ, জেনারেল জিয়াউর রহমানের সময়ে এবং জেনারেল এরশাদের সময়ে।

জাতির জনকের নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর ২০শে আগস্ট ১৯৭৫ হতে ১৯৭৯ খ্রীস্টাব্দের ৯ই এপ্রিল পর্যন্ত সামরিক শাসন জারী ছিল এবং উক্ত কালে

সংবিধান স্থগিত করা হয়েছিল।

১৯৮২ খ্রীস্টাব্দের ২৪শে মার্চ হতে ১৯৮৬ খ্রীস্টাব্দের ১০ই নভেম্বর পর্যন্ত দেশে সামরিক শাসন জারী ছিল এবং উক্ত সময়কালে সংবিধান স্থগিত করা হয়েছিল ।

২৭. চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হাতে লেখা মূল সংবিধানে বাংলাদেশ গণপরিষদ সদস্যদের মোট ৩৯৯ জন স্বাক্ষর করেন ।

২৮. ১৯৭২-এর ১৬ই ডিসেম্বর সংবিধান বলবৎ হওয়ার পর থেকে এপর্যন্ত সর্বমোট ১৬টি সংশোধনী হয়েছে।

২৯. চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হাতে লেখা মূল সংবিধানে বাংলাদেশ গণপরিষদ সদস্যদের মোট ৩৯৯ জনের স্বাক্ষরযুক্ত পৃষ্ঠার ছবি :—

# হাতে লেখা মূল সংবিধানের লিপিকর একেএম আবদুর রউফের একান্ত সাক্ষাৎকার

[মহান মুক্তিযুদ্ধ আরম্ভ হলে লন্ডন প্রবাসী জনাব একেএম আবদুর রউফ সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে লন্ডনস্থ বাংলাদেশ স্টিয়ারিং কমিটি ও মিশন থেকে 'বাংলাদেশ সংবাদ পরিক্রমা' নামে অর্ধ সাপ্তাহিক পত্রিকা হাতে লিখে ও সম্পাদনা করে ৫,০০০ কপি ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যে বিতরণ করতেন। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের পরম স্নেহাস্পদ ছিলেন জনাব আবদুর রউফ। ১৯৯৯ সনের মার্চে নেওয়া তাঁর সাক্ষাৎকারটির অংশবিশেষ পত্রস্থ করা হলো। সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন আবুল খায়ের (সম্পাদক)।]

প্রশ্ন : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানটি হাতে লিখিত হবে এবং আপনাকেই এ গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সমাধা করতে হবে এটা কীভাবে অবহিত হলেন?

উত্তর : ১৯৭২ সালের অক্টোবর মাসের শেষ দিকে বঙ্গবন্ধু আমাকে ঢাকায় ডেকে পাঠান। তখন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আবদুস সামাদ আজাদ টেলিফোন করলেন লন্ডনে। হাইকমিশনার সাহেব ও ডেপুটি হাইকমিশনার ফারুক আহমেদ চৌধুরী সাহেব আমাকে আর সময় দিলেন না। পারলে আকাশে পাখীর মতো উড়িয়ে দেন। তখন বিমান সপ্তাহে একবার সার্ভিস দিতো। হাইকমিশনার সাহেব ভারতীয় দূতাবাসের রাষ্ট্রদূত শ্রী আপাপন্তকে বলে এয়ার ইন্ডিয়ায় একটা সিটের ব্যবস্থা করে আমাকে পরদিনই ঢাকায় পাঠিয়ে দিলেন। আমি কেন ঢাকায় যাচ্ছি তার কিছুই জানি না । দিল্লী হয়ে ঢাকায় পৌঁছলাম সকাল ১০টার দিকে। দেখি প্লেনের কাছে গাড়ী নিয়ে জনাব মহিউদ্দীন সাহেব (ইনি মুক্তিযুদ্ধের সময় হংকং থেকে ডিফেক্ট করেছিলেন এবং তখন তিনি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পরিচালক) উপস্থিত। তিনি আমাকে বর্তমান গণভবনের ওখানে সরকারী রেস্ট হাউসে নিয়ে এলেন। বললেন—আপনি গোসল সেরে খেয়ে নিন। আমি আসছি আপনাকে নিয়ে যাবো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আমাকে কেন ঢাকায় আনা হয়েছে এবং কতদিন থাকতে হবে? তিনি কিছুই জানেন না, বললেন। তবে এটুকু জানাতে পারলেন যে, খাওয়ার পর এসে তিনি আমাকে ডঃ কামাল হোসেন সাহেবের বাসায় নিয়ে যাবেন ।

সাড়ে তিনটার দিকে আমরা মিন্টো রোডে আইনমন্ত্রী ডঃ কামাল হোসেন সাহেবের বাসায় গেলাম। তিনিও তাড়াহুড়ো করে গণভবনে নিয়ে গেলেন। সেখানে আমার বন্ধু রফিকউল্লাহর সাথে দেখা হলো। সে বঙ্গবন্ধুর প্রাইভেট

সেক্রেটারী। বললো একটু বসতে হবে। বাইরে তখন আরো অনেক লোক। আমরা চা খেয়ে বসে কথা বলছি তার একটু পরেই বঙ্গবন্ধু এলেন। রফিকউল্লাহ আমাদের ডেকে নিলো। বঙ্গবন্ধুর নিকট যাবার সময় আমার বুক দুরু দুরু করছিলো। কিন্তু না, কিছুই না। বঙ্গবন্ধু পরমাদরে কাছে ডেকে নিয়ে বললেন- তোকে কেন আসতে বলেছি জানিস? আমি তখনও পরিষ্কারভাবে কিছুই জানতে পারিনি। শুধু মন্ত্রী সাহেব একবার একটু বলেছিলেন কিছু লেখালেখির কাজ আছে। বঙ্গবন্ধু পরিষ্কার করে বললেন—'তোকে ঢাকায় এনেছি বাংলাদেশের সংবিধান হাতে লিখে দেওয়ার জন্য । '

প্রশ্ন : সংবিধান লেখার কাজে সার্বিক সহযোগিতা নিশ্চিত হলো কীভাবে? একাজে অন্যান্য সহযোগী যাঁরা ছিলেন অর্থাৎ এটাতো একটা টিম ওয়ার্ক ছিল—সে সম্পর্কে কিছু বলবেন।

উত্তর : আমার থাকার ব্যবস্থা হয়েছিলো নাখালপাড়ার এমপি হোস্টেলে। নাশতাসহ খাওয়া- দাওয়ার সবকিছু ব্যবস্থাও সেখানে করা হয়েছে। দু'দিন পর জয়নুল আবেদিন স্যারের সঙ্গে দেখা হলো। স্যার সব বললেন। সংবিধানের মতো এতো গুরুত্বপূর্ণ দলিলটির অঙ্গসজ্জা করবেন অন্যান্য শিল্পীবৃন্দ আর সম্পূর্ণ টেক্সট হাতে লিখতে হবে আমাকে। স্যার নিজেও প্রত্যেক পরিচ্ছেদ শেষে একটা করে স্কেচ করে দেবেন। তখনকার গণপরিষদ তথা সংসদ ভবন ছিল বর্তমানে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়। সংসদ সচিবালয়ের সচিব ছিলেন জনাব রহমান, উপ-সচিব ছিলেন খন্দকার আবদুল হক, সহকারী সচিব ছিলেন কাজী শামসুজ্জামান। সংসদ ভবনের একদিকে আইনমন্ত্রী ডঃ কামাল হোসেনের রুম ছিল। তিনি সেখানে বসে দিন-রাত কাজ করতেন। কাজ হচ্ছে নতুন সংবিধানের খসড়া রচনা করা। ডঃ আনিসুজ্জামান প্রায় সর্বক্ষণ সেখানে থেকে তাঁকে সাহায্য করতেন। সুসাহিত্যিক নেয়ামাল বাসিরও প্রায় সর্বক্ষণ থাকতেন। নেয়ামাল বাসির ও ডঃ আনিসুজ্জামান যখন জগন্নাথ কলেজে দ্বিতীয় বর্ষে ছিলেন তখন আমি ছিলাম প্রথম বর্ষে। আমাদের মধ্যে আগে থেকেই ঘনিষ্ঠতা ছিল। এখানে তাদের সাথে দেখা হওয়ার পর আমি আরো উৎসাহিত হলাম। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের কয়েকটি সংবিধান সেখানে দেখলাম। বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থে এবং দেশের সকল বিধানের প্রতি দৃষ্টি রেখে খসড়া সংবিধান তৈরী শুরু হয়েছে। যুদ্ধ বিধ্বস্ত, লণ্ডভণ্ড, সমস্যায় জর্জরিত আপামর জনসাধারণকে নিয়ে সকলেই ব্যস্ত। এর মধ্যে এতো স্বল্প সময়ে দেশকে একটি অতি প্রয়োজনীয় সংবিধান উপহার দেওয়া সত্যিই

আশ্চর্যজনক দুরূহ বিষয়। দেখা হলো শিল্পী হাশেম খানের সঙ্গে। হাশেম খান আমার স্নেহাস্পদ, ছোট ভাইয়ের মতো। হাশেম খান, জুনাবুল ইসলাম, আবুল বারক আলভী আর সমরজিৎ রায় চৌধুরী একত্রে অঙ্গসজ্জার কাজ করবেন। বঙ্গবন্ধু সংসদ সচিবালয়ের সচিব রহমান সাহেবকে তাঁর রুম (এয়ারকন্ডিশন থাকায়) ছেড়ে অন্য রুমে বসার জন্য বলে দিলেন এবং আমাদের ঐ রুমে বসে কাজ শুরু করতে বললেন ।

ডঃ কামাল হোসেন সাহেব আমাকে বললেন, কাগজ, কালি বা যা যা লাগবে তার ব্যবস্থা করার জন্য সচিবালয়ের উপসচিব আবদুল হককে বলে দিয়েছেন। তিনি সংবিধান লেখার জন্য আমাকে দায়িত্ব দেওয়ার পর এক আলোচনা ও চা-চক্রের আয়োজন করলেন। সেখানে বঙ্গবন্ধু আমার কাঁধে একহাত ও অপর হাত তখনকার মহিলা এমএলএ রাফিয়া আখতার ডলির কাঁধে দিয়ে হেঁটে হেঁটে সকলের নিকট আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

প্রশ্ন : পুরো সংবিধানটি হাতে লেখার মতো একটি দুরূহ কাজ সম্পন্ন করতে কীভাবে এগুলেন অর্থাৎ আপনার পরিকল্পনা কীভাবে বাস্তবায়ন করলেন?

উত্তর : আমি লেখা কীভাবে শুরু করবো তা অনেক চিন্তা করে ভাগ করে নিলাম। প্রত্যেক পরিচ্ছেদের জন্য একরকম, প্রত্যেক ভাগের জন্য একরকম, সূচীপত্রের জন্য একরকম, নম্বরের জন্য একরকম, অনু-পংক্তির জন্য একরকম আর সমস্ত লেখার জন্য একরকম লেখা হবে। সাদা কাগজে খসড়া করলাম। নিজে প্রয়োজনমত হিসেব করে লাইন টানলাম, স্পেসের লাইন ঠিক করলাম। তিন পৃষ্ঠা লেখার পর ডঃ কামাল হোসেন, ডঃ আনিসুজ্জামান ও স্যারকে দেখালাম । সকলেই প্রশংসা করলেন। তারপর বঙ্গবন্ধু দেখলেন। বঙ্গবন্ধু বললেন, 'আমি জানতাম রউফ ভালো করবে। খুব ভালো হয়েছে।' দেখলাম, স্যার (জয়নুল আবেদিন) আমার থেকেও খুশী হয়েছেন ।

লিখতে শুরু করে যে বিপদে পড়লাম সেটা হলো— হয়তো একটা পৃষ্ঠা প্রায় শেষ অথবা মাঝামাঝি অথবা পুরোটা হয়েছে কিন্তু তখন দেখা গেল একটা বানান ভুল। সংবিধানে ভুল থাকতে পারবে না। ডঃ আনিসুজ্জামান ও নেয়ামাল বাসির খুঁজে খুঁজে ভুল বের করে আমাকে বার বার বিপদে ফেলেছেন। এমনও হয়েছে কোন কোন পৃষ্ঠা দু'বার তিনবারও লিখতে হয়েছে। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই আমার লেখার কাজ শেষ। তখন আমিও বসে গেলাম অঙ্গসজ্জার জন্য বর্ডার ডিজাইন করতে। আমি যেহেতু এখানেই

থাকি তাই সময় কাটাবার জন্য ইচ্ছা করেই সেখানে কাজে থাকতাম। অন্য শিল্পীরা তাদের স্ব-স্ব বাসায় থাকতেন ।

প্রশ্ন ঃ আমরা দেখেছি, '৭২-এর সংবিধানের মূল অংশ ৭২ পাতায় শেষ করা হয়েছে। এটি কীভাবে সম্ভব হলো?

উত্তর : দেখুন, স্বাধীন বাংলাদেশ অর্জনে আমার যারা সক্রিয়ভাবে কাজ করেছি— তাদের স্বপ্ন ছিল, আকাঙ্ক্ষা ছিল একটি অপরূপ সুন্দর দেশ গড়ে তোলার। সংবিধান হাতে লেখার দায়িত্ব পাওয়ার পরপরই মাথায় যে চিন্তাটি ঘুরপাক খেতে থাকে তা হচ্ছে, কীভাবে একাজে বৈশিষ্ট্যসূচক কিছু দিক আরোপ করা যায়। যা সংবিধানটিকে ভবিষ্যৎ বংশধরদের কাছে আরও বিস্ময়, মর্যাদাপূর্ণ দৃষ্টিনন্দন ও আকর্ষণীয় করে তুলবে। এব্যাপারে সংবিধান যেদিন গৃহীত হয়, অর্থাৎ ৪ নভেম্বর, ১৯৭২ সেদিন বঙ্গবন্ধুর ভাষণটি লক্ষ্য করবেন তিনিও বলেছেন, ভবিষ্যৎ বংশধরদের কথা। আর আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন স্যার, যাঁর কাছে আমি আমার শিল্পীসত্তা অর্জনের দীক্ষা পেয়েছিলাম — শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন, তিনি আমাকে এ-ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি উৎসাহিত করেছেন। '৭২-এর সংবিধান ৭২ পৃষ্ঠায় শেষ করতে হবে এই সিদ্ধান্ত নিয়ে আমি প্রথমেই গণনা করে ফেলি সর্বমোট কতগুলো অক্ষর রয়েছে সংবিধানে। এরপর কাগজের সাইজ ঠিক করে নেই। লেখার এরিয়া, লেখার এরিয়াকে গ্রাফ এঁকে প্রতিটি অক্ষরের একটা সাইজ হিসাব করে বের করে নেই। এরপর অক্ষরগুলোকে ঠিক করা সাইজে বণ্টিত করে করে ৭২ পৃষ্ঠার মধ্যে ১৫৩টি অনুচ্ছেদের লিপিবদ্ধ বিধানসমূহকে লিখি ।

প্রশ্ন ঃ মূল হাতে লেখা সংবিধানে ৩৯৯ জন গণপরিষদ সদস্যের স্বাক্ষর রয়েছে। স্বাক্ষর-দান অনুষ্ঠানে কী আপনি উপস্থিত ছিলেন? সেই অভিজ্ঞতার কথা বলুন।

উত্তর : তখন সংসদ অধিবেশন চলছিল। ১৩ই ডিসেম্বর সংসদস্থ বঙ্গবন্ধুর খাস কামরায় শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন ও ডঃ কামাল হোসেন সাহেব এই হাতে লেখা সংবিধানের কপিটি বঙ্গবন্ধুকে দেখালেন। আমাকে স্যার সঙ্গে নিয়ে গেলেন এবং অন্য শিল্পীদেরও সেখানে উপস্থিত থাকতে বললেন। বঙ্গবন্ধু ভালো করে প্রতিটি পাতা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে বললেন, 'সংসদে যেসব সাংবাদিক, ক্যামেরাম্যান এসেছে তাদেরকে ডাকো, এটা দেখাও, সকলেই দেখুক।' পরদিন সকালে প্রায় প্রত্যেকটি পত্রিকায় সংবিধানের কপিসহ

আমাদের গ্রুপছবি ছাপা হলো। ১৪ তারিখে বঙ্গবন্ধু আমাকে তাঁর রুমে ডেকে পাঠালেন। সেখানে তখন বহু সংসদ সদস্য উপস্থিত ছিলেন। বঙ্গবন্ধু বললেন, 'আজ ও আগামীকাল গণপরিষদে হাতে লেখা সংবিধানে পরিষদ সদস্যবৃন্দ স্বাক্ষর করবে এবং ১৬ই ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবসের দিন থেকে সংবিধান বলবৎ হবে। তুই সেখানে থাকবি। সকল সদস্যের স্বাক্ষর নিতে হবে। স্বাক্ষর হবে বাংলায়।' সংবিধানের ইংরেজী করা হয়েছে। সেটি প্রেসে ছাপা হচ্ছে। হাশেম খান ইংরেজী কপি ছাপার ব্যবস্থা করেছে। ঠিক হলো ইংরেজী কপির জন্য একই সাথে ইংরেজী স্বাক্ষর নিতে হবে ।

পরদিন সকালে গণপরিষদের অধিবেশন শুরু হয়ে গেছে। আমার পৌঁছতে একটু বিলম্ব হয়েছে। গেটের কাছে গেলে আমাকে আটকানো হলো। সদস্য ছাড়া আর কারও এই দরজা দিয়ে ঢোকার অনুমতি নেই। কিছু দূরে দাঁড়ানো এক ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি আমার কাছে এগিয়ে এসে আমার নাম ও আসার কারণ জানতে চাইলেন। আমি পরিচয় দিতেই তিনি ইশারা করলেন, দরজা খুলে দিতে। আর আমাকে একটু দাঁড়াতে বলে স্পীকার সাহেবের কাছে আমার আসার কথা বলতেই তিনি ঘোষণা করলেন, 'সংবিধানের লিপিকর জনাব আবদুর রউফ এসেছেন।' আমাদের আলোচনা ও ভোট গ্রহণের পর সদস্যগণ স্বাক্ষর-দান করবেন। আমি আপনাদের নাম ধরে ডাকবো। পরিষদের অধিবেশন পূর্ব থেকেই চলছিল । আজই শেষ দিন। তবুও আলোচনা হচ্ছে। স্পীকার সাহেব আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার সব ঠিক আছে তো? আমি মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম।

এরপর স্পীকার সাহেব এক একজন সদস্যের নাম ধরে ডাকলেন—প্রথমেই শেখ মুজিবুর রহমান, সদস্য। বঙ্গবন্ধু উঠে আমার সামনে এলেন। আমি কাগজ-কলম তাঁর হাতে দিলাম। তিনি সামনের চেয়ারে বসে স্বাক্ষর করলেন বাংলায়, শেখ মুজিবুর রহমান। এরপর জ্যেষ্ঠতানুসারে সৈয়দ নজরুল ইসলাম, সদস্য, তাজউদ্দীন আহমদ, সদস্য এইভাবে একে একে সকল সদস্য এলেন আর আমি তাঁদের স্বাক্ষর গ্রহণ করলাম। পাশাপাশি হাশেম খান ইংরেজী স্বাক্ষর গ্রহণ করলেন । গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান এইভাবে তৈরী হলো ।

প্রশ্ন ঃ যতদূর জানা যায়, মূল হাতে লেখা সংবিধানটির বেশকিছু কপি মুদ্রণ করা হয়েছিল। সদ্য স্বাধীন দেশে কীভাবে সেই প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়েছিল, সে

সম্পর্কে যদি কিছু বলেন ।

উত্তর : এরপর বঙ্গবন্ধু বললেন, 'এর কিছু কপি দরকার।' কপিতো নেই। একটাই মাত্র তৈরী হয়েছে। তবে এর থেকে অফসেট প্রিন্ট বের করা যেতে পারে। সে সময় ঢাকাতে অফসেট প্রিন্ট হতো মাত্র তিন কি চারটি প্রেসে। সাবধানতার কারণে সরকারী প্রিন্টিং প্রেসে ছাপা সম্ভব কিনা খোঁজ নিতে বললেন। তখন গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেসের ম্যানেজার ছিলেন জনাব সিদ্দিকুর রহমান। আমি তাকে আগে থেকেই চিনতাম। তিনিও 'লন্ডন কলেজ অব প্রিন্টিং থেকে প্রিন্টিং সম্পর্কে কোর্স করতে গিয়েছিলেন, সেই সূত্রে তার সাথে আমার পরিচয়। তিনি জানালেন— তাদের ওখানে একটা অফসেট মেশিন এসেছে কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের কারণে আর ব্যবহার করা হয়নি। তিনি নির্দেশ পেয়ে তার লোকজন লাগিয়ে প্রুফ তুললেন। এসময় হাশেম খান খুব পরিশ্রম করেছে। ছাপার কাজ চললো। স্যার প্রত্যহ দেখতেন কতদূর এগিয়েছে। প্রত্যেক পরিচ্ছেদ শেষে স্যারের মূল্যবান স্কেচ থাকায় সংবিধানের মর্যাদা আরও বেড়েছে। পরিচ্ছেদের শুরুতেই এক একজন শিল্পীর আঁকা বর্ডার ডিজাইন ছাপা হলো । শেষ দিকে স্যার নিজের সংগ্রহ থেকে তাঁর মায়ের ব্যবহৃত একটা নকশি কাঁথা নিয়ে এলেন। এতো সুন্দর জিনিষটির রি-প্রোডাকশন স্যারের পছন্দমত ভেতরে পুস্তানীতে দেওয়া হলো । পুস্তানীটি ছাপা হলো ইস্টার্ন রিগাল প্রেসে। সবশেষ পৃষ্ঠায় ছাপা হলো আমরা যাঁরা এই মুহতী কর্মের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলাম তাদের সকলের নাম ।

অশেষ ধন্যবাদ আপনার মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য ।

আপনাকেও ধন্যবাদ।

# পরিশিষ্ট

# পরিশিষ্ট-১

## লাহোর প্রস্তাব

[১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ লাহোরে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত মুসলীম নীগের ২৭তম বার্ষিক অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব যা পাকিস্তান প্রস্তাব নামে পরিচিত।]— সম্পাদক

১৯৪০ খ্রীস্টাব্দের ৩রা ফেব্রুয়ারি এবং ১৯৩৯ সালের ২৭শে আগস্ট ১৭ ও ১৮ই সেপ্টেম্বর এবং ২২শে অক্টোবর তারিখে সাংবিধানিক বিষয়ে গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী নিখিল ভারত মুসলিম লীগ তাদের এই অধিবেশনে দলের পূর্বোক্ত বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করে। নিখিল ভারত মুসলিম লীগের কাউন্সিল এবং ওয়ার্কিং কমিটি এই প্রস্তাব অনুমোদনকালে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ফেডারেশন সম্পর্কিত ধারার জোর বিরুদ্ধাচরণ করে। তারা এই ধারার জোর বিরোধীতা করে জানায়, এটি সম্পূর্ণ সযৌক্তিক এবং তা এদেশের অদ্ভুত ভৌগলিক অবস্থানের কারণে অকার্যকর। তারা এও জানায়, মুসলিম ভারতের কাছে এ প্রস্তাব সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য ।

এই অধিবেশন থেকে আরো জানানো হয় যে, ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দের ১৮ই অক্টোবর তারিখে ভাইসরয়ের ঘোষণা অনুযায়ী ১৯৩৯ সালের ভারত শাসন আইন ভারতের বিভিন্ন দল, গ্রুপ ও সম্প্রদায়ের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে পূনর্নির্ধারিত হবে। তারা আরো জানায় যে, গোটা সাংবিধানিক পরিকল্পনা ডি নোভো মতে পুনর্বিবেচনা না করলে মুসলিম ভারত তা গ্রহণ করবে না এবং মুসলিম ভারতের অনুমোদন চাড়া সংস্কারকৃত কোনো পরিকল্পনা তারা মেনে নেবে না ।

এতে আরো বলা হয়, নিম্নলিখিত মৌলিক কয়েকটি নীতি অনুযায়ী না হলে মুসলিম লীগ কোনো সাংবিধানিক পরিকল্পনা মেনে নেবে না। তাহলো প্রয়োজন অনুযায়ী ভারতের উত্তর পশ্চিম এবং পৃষ্ঠাঞ্চলের মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা নিয়ে নতুন অঞ্চল গঠন করতে হবে। যাতে স্বায়ত্বশাসিত এবং সার্বভৌম সাংবিধানিক ইউনিটগুলো স্বাধীন রাষ্ট্রকুঞ্জের অধীনে থাকবে ।

অধিবেশনে আরো বলা হয়, এসব সাংবিধানিক ইউনিটগুলোর সংখ্যালঘুদের সম্পূর্ণ কার্যকরী এবং অত্যাবশ্যকীয় নিরাপত্তা দেওয়া হবে। এর ফলে সংখ্যালঘুদের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও অন্যান্য

অধিকারগুলো সংরক্ষিত হবে। এবং অধিকারগুলো প্রণয়ণের ক্ষেত্রে তাদের সঙ্গে আলোচনা করেই দেওয়া হবে। ভারতীয় উপমাহদেশের অপর অংশে যেখানে মুসলিমরা সংখ্যালঘু তাদেরকেও অনুরূপ অধিকার দেওয়ার ক্ষেত্রে এধরণের আলোচনা করা হবে ।

এই অধিবেশনে দলের ওয়ার্কিংকমিটিকে একটি সাংবিধানিক কাঠামো প্রণয়নের দায়িত্বও দেওয়া হয়। যার ভেতর এই মৌল নীতিগুলোর সমন্বয়ে প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র, যোগাযোগ, শূল্ক অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোর ওপরও সুনির্দিষ্ট আলোকপাত করা হবে ।

প্রস্তাবক- মৌলভী একে ফজলুল হক, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, বাংলা

সমর্থন- চৌধুরী খালিকুজ্জামান সাহেব, এমএলএ (ইউপি)

মৌলানা জাফর আলী খান সাহেব, এমএলএ (কেন্দ্র)

সরদার আওরঙ্গজেব খান সাহেব, এমএলএ (উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ)

হাজী স্যার আবদুল্লাহ হারুন, এমএলএ (কেন্দ্র)

কেবি নওয়াব ইসমাইল খান সাহেব, এমএলসি (বিহার)

কাজী মোহাম্মদ ঈশা খান সাহেব, সভাপতি, বেলুচিস্তান প্রাদেশিক মুসলিম লীগ

আবদুল্লাহ হামিদ খান সাহেব, এমএলএ, মাদ্রাজ

আইআই চুন্দ্রীগড় সাহেব, এমএলএ (বোম্বে)

সৈয়দ আবদুর রউফ শাহ্ সাহেব, এমএলএ (পাঞ্জাব)

ডঃ মোহাম্মদ আলম, এমএলএ (পাঞ্জাব)

বেগম সাহিবা মৌলানা মোহাম্মদ আলী

মৌলানা আব্দুল হামিদ সাহেব কাদির, (ইউপি)

[অনূদিত]

# Lahore Resolution

[Adopted by the All-India Muslim League at Labore is its twenty seventh Annual Session on 23rd March 1940, commonly known as 'Pakistan Resolution'.]-Editor

While approving and endorsing the action taken by the Council and the Working Committee of the All-India Muslim League, as indicated in their resolutions, dated 27th of August, 17th and 18th of September and 22nd of October 1939, and 3rd of February 1940 on the constitutional Issue, this Session of the All-India Muslim League emphatically reiterated that the scheme of federation embodied in the Government of India Act, 1935, is totally unsuited to, and in workable in the peculiar conditions of this country and is altogether unacceptable to Muslim India.

It further records its emphatic view that while the declaration dated the 18th of October 1939 made by the Viceroy on behalf of His Majesty's Government is re-assuring in so far as it declares that the policy and plan on which the Government of India Act, 1939, is based will be reconsidered in consultation with the various parties, interests and communities in India, Muslim India will not be satisfied unless the whole constitutional plan is reconsidered de novo and that no revised plan would be acceptable to the Muslims unless it is framed with their approval and consent.

Resolved that it is the considered view of this Session of the All-India Muslim League that no constitutional plan would be workable in this country or acceptable to the Muslims unless it is designed on the following basic principles. viz. that geographically contiguous units are demarcated into

regions which should be so constituted, with such territorial re-adjustments as may be necessary, that the areas in which the Muslims are numerically in a majority as in the North-Western and Eastern zones of India should be grouped to constitute "Independent States" in which the constituent units shall be autonomous and sovereign.

That adequate, effective and mandatory safeguards should be specifically provided in the constitution for minorities in these units and in the regions for the protection of their religious, cultural, economic, political, administrative and other rights and interests in consultation with them and in other parts of India where the Musalmans are in a minority adequate, effective and mandatory safeguards shall be specifically provided in the constitution for them and other minorities for the protection of their religious, cultural, economic, political, administrative and other rights and interests in consultation with them.

This Session further authorises the Working Committee to frame a scheme of constitution in accordance with these basic principles, providing for the assumption finally by the respective regions of all powers such as defence, external affairs, conmunications, customs, and such other matters as may be necessary.

Proposed by The Hon'ble Moulvi A.K. Fazlul Huqe, Premier of Bengal.

Supported by Choudhury Khaliquzzman Sheb, M.L.A (U.P)

Supported by- Moulana Zafar Ali Khan Saheb, M.L.A. (Central).

Sardar Aurangzeb Khan Saheb, M.L.A. (N.W.F. Province).

Haji Sir Abdoola Haroon, M.L.A. (Central).

K.B. Nawab Islmail Khan Saheb, M.L.C. (Bihar).

Quzi Mohammad Isa Khan Saheb, President of Baluchistan Provincial Muslim League.

Abdul Hammed Khan Saheb, M.L.A. (Madras).

I.I. Chundrigar Saheb, M.L.A. (Bombay).

Syed Abdur Rauf Shah Saheb, M.L.A (C.P)

Dr. Mohammed Alum, M.L.A. (Punjab).

Begum Sahiba Maulana Mohammad Ali.

Maulana Abdul Hamid Saheb Qudir, (U.P.).

# পরিশিষ্ট-২

## বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে ১১ই মার্চ ধর্মঘট পালন করুন

[১৯৪৮-এর ১১ মার্চ বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার দাবীতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রামী ছাত্র সমাজ পূর্ববঙ্গে সফল ছাত্র ধর্মঘট পালন করে। উল্লেখ্য যে, '৫২-এর ২১ ফেব্রুয়ারির আগে '৪৮-এ সংঘটিত ১১ মার্চাকে 'ভাষাদিবস' হিসেবে পালিত হতো।]—সম্পাদক

তিন বৎসর পূর্বে ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ আমরা ঐতিহাসিক রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন করি। সমগ্র পাকিস্তানের শতকরা ৬২ জনের মাতৃভাষা বাংলাকে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র করে বাদ দেওয়ার চক্রান্তকে প্রদেশব্যাপী আন্দোলন করে আমরা বানচাল করে দেই ।

আমাদের আন্দোলনের চাপে পড়ে তদানীন্তন মন্ত্রীসভা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল যে, উর্দু ও সাথে বাংলাও সমগ্র পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হবে ।

কিন্তু সে অঙ্গীকার এখনও প্রতিপালিত হয় নাই; বাংলাকে এখনও অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা হয় নাই; শিক্ষার মাধ্যম করা হয় নাই। বরং ঘৃণ্য বি.পি.সি সুপারিশে ষড়যন্ত্র করে বাংলাকে সরাসরি বাদ দেওয়া হয়েছে শুধু তাই নয়, বাংলাকে সমূলে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে 'আরবী হরফে বাংলা লেখার' হীন চক্রান্ত করে লক্ষ লক্ষ টাকা অপচয় করতেও এতটুকু লজ্জাবোধ করে নাই।

বন্ধুগণ! যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা কর্তৃপক্ষের এই ফ্যাসিস্ট মনোভাবকে সমূলে বিনষ্ট করে আমাদের মাতৃভাষা বাংলার দাবী প্রতিষ্ঠিত করতে না পারি ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সংগ্রাম ক্ষান্ত হতে পারে না ।

অতএব, আসুন আমরা ১১ই মার্চে নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট ও সভা করে আমাদের ঐতিহাসিক রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকে শুরু করে পুনরায় লৌহ দৃপ্ত প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে বাংলাকে উর্দুর সাথে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষারূপে ঘোষণা করতে কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করি ।

বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা-করতেই হবে।

ছাত্র ঐক্য-জিন্দাবাদ

(বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা কক্ষ পরিষদ )

# পরিশিষ্ট-৩

## যুক্তফ্রন্টের ঐতিহাসিক একুশ দফা

[১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের মার্চের ৮ থেকে ১২ তারিখ পর্যন্ত এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। নির্বাচনে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী দল আওয়ামী মুসলিম লীগ (পরের বছর আওয়ামী লীগ) নেতৃত্বাধীন যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়েছে ২১ দফার ভিত্তিতে। এই নির্বাচন যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন হিসেবে ইতিহাসে পরিচিত। যুক্তফ্রন্টের প্রধান নেতা ছিলেন মাওলানা ভাসানী, শেরে বাংলা একে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও তরুণ নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট বিপুল ভোটে জয়লাভ করে ও মুসলিম লীগের ভরাডুবি হয়। শেরে বাংলা একে ফজলুল হক পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মনোনীত হন। কিন্তু পরবর্তীতে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার ৯২-(ক) ধারা জারী করে অন্যায়ভাবে এই প্রাদেশিক সরকারকে বিলুপ্ত ঘোষণা করে তদস্থলে গভর্নরের শাসন চালু করে।]— সম্পাদক

নীতি ঃ কোরাণ ও সুন্নার মৌলিক নীতির খেলাফ কোন আইন প্রণয়ন করা হইবে না এবং ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে নাগরিকগণের জীবন ধারণের ব্যবস্থা করা হইবে ।

১। বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা হইবে ।

২। বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী ও সমস্ত খাজনা আদায়কারী স্বত্ব উচ্ছেদ ও রহিত করিয়া ভূমিহীন কৃষকের মধ্যে উদ্বৃত্ত জমি বিতরণ করা হইবে এবং উচ্চ হারের খাজনা ন্যায়সঙ্গতভাবে হ্রাস করা হইবে এবং সার্টিফিকেটযোগে খাজনা আদায়ের প্রথা রহিত করা হইবে ।

৩। পাট ব্যবসাকে জাতীয়করণ করার উদ্দেশ্যে তাকে পূর্ববঙ্গ সরকারের প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীনে আনয়ন করিয়া পাটচাষীদের পাটের মূল্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইবে এবং লীগ মন্ত্রীসভার আমলের পাট কেলেংকারী তদন্ত করিয়া সংশ্লিষ্ট সকলের শাস্তির ব্যবস্থা ও তাহাদের অসদুপায়ে অর্জিত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইবে ।

৪। কৃষি উন্নতির জন্য সমবায় কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইবে ও সরকারী সাহায্যে সকল প্রকার কুটির ও হস্তশিল্পের উন্নতি সাধন করা হইবে ।

৫। পূর্ববঙ্গকে লবণ শিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিবার জন্য সমুদ্র উপকূলে কুটির-শিল্পের ও বৃহৎ শিল্পের লবণ তৈয়ারীর কারখানা স্থাপন করা হইবে এবং মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভার আমলের লবণের কেলেংকারী সম্পর্কে তদন্ত করিয়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হইবে ও তাহাদের অসদুপায়ে অর্জিত যাবতীয় অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হইবে ।

৬। শিল্প ও কারিগরি শ্রেণীর গরীব মোহাজেরদের কাজের আশু ব্যবস্থা করিয়া তাহাদের পুনর্বসতির ব্যবস্থা করা হইবে ।

৭। খাল খনন ও সেচের ব্যবস্থা করিয়া দেশকে বন্যা এবং দুর্ভিক্ষের কবল হইতে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করা হইবে।

৮। পূর্ববঙ্গকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে শিল্পায়িত করিয়া ও কৃষিকে আধুনিক যুগোপযোগী করিয়া শিল্প ও খাদ্যে দেশকে স্বাবলম্বী করা হইবে এবং আন্তর্জাতিক শ্রমসংঘের মূলনীতি অনুসারে শ্রমিকদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক এবং সকল প্রকার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা হইবে ।

৯। দেশের সর্বত্র একযোগে প্রাথমিক ও অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তন করা হইবে এবং শিক্ষকদের ন্যায়সংগত বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা করা হইবে ।

১০। শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করিয়া শিক্ষাকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে কার্যকরী করিয়া কেবলমাত্র মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইবে এবং সরকারী ও বেসরকারী বিদ্যালয়সমূহের বর্তমান ভেদাভেদ উঠাইয়া দিয়া একই পর্যায়ভুক্ত করিয়া সকল বিদ্যালয়সমূহকে সরকারী সাহায্যপুষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হইবে এবং শিক্ষকদের উপযুক্ত বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা করা হইবে।

১১ । ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রভৃতি প্রতিক্রিয়াশীল কানুন বাতিল ও রহিত করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিয়া উচ্চশিক্ষাকে সস্তা ও সহজলভ্য করা হইবে এবং ছাত্রাবাসের অল্প ব্যয়সাধ্য ও সুবিধাজনক বন্দোবস্ত করা হইবে ।

১২। শাসন ব্যয় সর্বাত্মকভাবে হ্রাস করা হইবে এবং তদুদ্দেশ্যে উচ্চ বেতনভোগীদের বেতন কমাইয়া ও নিম্ন বেতনভোগীদের বেতন বাড়াইয়া

তাহাদের আয়ের একটি সুসংগত সামঞ্জস্য বিধান করা হইবে। যুক্তফ্রন্টের কোন মন্ত্রী এক হাজারের বেশি বেতন গ্রহণ করিবেন না ।

১৩। দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি, ঘুষ-রিশওয়াজাত বন্ধ করার কার্যকরী ব্যবস্থা করা হইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে সমস্ত সরকারী ও বেসরকারী পদাধিকারীর ব্যবসায়ীর ১৯৪০ সাল হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত সময়ের আয় ব্যয়ের হিসাব-নিকাশ লওয়া হইবে এবং সন্তোষজনক কৈফিয়ত দিতে না পারিলে তাহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইবে ।

১৪। জন নিরাপত্তা আইন ও অর্ডিন্যান্স প্রভৃতি কালাকানুন রদ ও রহিত করতঃ বিনাবিচারে আটক বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হইবে ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের প্রকাশ্য আদালতে বিচার করা হইবে এবং সংবাদপত্র ও সভা-সমিতি করিবার অধিকার অবাধ ও নিরংকুশ করা হইবে ।

১৫ । বিচার বিভাগকে শাসন-বিভাগ হইতে পৃথক করা হইবে ।

১৬। যুক্তফ্রন্টের প্রধানমন্ত্রী বর্ধমান হাউসের পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত কম বিলাসের বাড়ীতে বাসস্থান নির্দিষ্ট করিবেন এবং বর্ধমান হাউসকে আপাততঃ ছাত্রাবাস ও পরে বাংলা ভাষার গবেষণাগারে পরিণত করা হইবে ।

১৭। বাংলা রাষ্ট্রভাষার দাবীতে যাহারা মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার গুলিতে শহীদ হইয়াছেন, তাহাদের পবিত্র স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ ঘটনাস্থলে একটি শহীদ মিনার নির্মাণ করা হইবে এবং তাহাদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে ।

১৮। ২১শে ফেব্রুয়ারিকে শহীদ দিবস ঘোষণা করিয়া উহাকে সরকারী ছুটির দিন ঘোষণা করা হইবে ।

১৯। লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ববঙ্গকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ও সার্বভৌমিক করা হইবে এবং দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও মুদ্রা ব্যতীত আর সমস্ত বিষয় (অবশিষ্টাত্মক ক্ষমতাসমূহ) পূর্ববঙ্গ সরকারের হাতে আনয়ন করা হইবে এবং দেশরক্ষা বিভাগের স্থল-বাহিনীর হেডকোয়ার্টার পশ্চিম পাকিস্তান ও নৌবাহিনীর হেড-কোয়ার্টার পূর্ব পাকিস্তানে স্থাপন করা হইবে এবং পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র নির্মাণের কারখানা নির্মাণ করতঃ পূর্ব পাকিস্তানকে আত্মরক্ষায় স্বয়ংসম্পূর্ণ করা হইবে। আনসার-বাহিনীকে সশস্ত্রবাহিনীতে পরিণত করা হইবে ।

২০। যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভা কোন অজুহাতেই আইন পরিষদের আয়ু বাড়াইবে না। আইন পরিষদের আয়ু শেষ হওয়ার ছয় মাস পূর্বেই মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিয়া নির্বাচন কমিশনের মারফত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করিবেন ।

২১। যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভার আমলে যখন যে আসন শূন্য হইবে, তিন মাসের মধ্যে তাহা পূরণের জন্য উপনির্বাচনের ব্যবস্থা করা হইবে এবং পর পর তিনটি উপনির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের মনোনীত প্রার্থী পরাজিত হইলে মন্ত্রিসভা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করিবেন ।

# পরিশিষ্ট-৪

## আমাদের বাঁচার দাবী ৬ দফা কর্মসূচী
## শেখ মুজিবুর রহমান

[১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দের ৫ ফেব্রুয়ারি লাহোরে সর্বদলীয় কনভেনশনে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ৬ দফা কর্মসূচী উত্থাপন করেন। পরে দেশে ফিরে এক সংবাদ সম্মেলনে ৬ দফা কর্মসূচী সবিস্তারে ব্যাখ্যা করেন। একই বছরের ১৮, ১৯ ও ২০ মার্চ অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে শেখ মুজিবুর রহমান স্বাক্ষরিত 'আমাদের বাঁচার দাবী ৬ দফা কর্মসূচী' শিরোনামে পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হয়।] —সম্পাদক

আমি পূর্ব পাকিস্তানবাসীর বাঁচার দাবিরূপে ৬ দফা কর্মসূচী দেশবাসী ও ক্ষমতাসীন দলের বিবেচনার জন্য পেশ করিয়াছি। শান্তভাবে উহার সামলোচনা করার পরিবর্তে কায়েমী স্বার্থবাদীদের দালালরা আমার বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা শুরু করিয়াছেন। জনগণের দুশমনদের এই চেহারা ও গালাগালির সহিত দেশবাসী সুপরিচিত। অতীতে পূর্ব পাকিস্তানবাসীর নিতান্ত সহজ ও ন্যায্য দাবী যখনই উঠিয়াছে, তখনই এই দালালরা এমনিভাবে হৈ-হৈ করিয়া উঠিয়াছে। আমাদের মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী পূর্ব-পাক জনগণের মুক্তিসনদ একুশ দফা দাবী, যুক্ত নির্বাচন প্রথার দাবী, ছাত্র তরুণদের সহজ ও স্বল্প-ব্যয়ে শিক্ষা-লাভের দাবী, বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম করার দাবী ইত্যাদি সকল প্রকার দাবির মধ্যেই এই শোষকদের দল ও তাহাদের দালালরা ইসলাম ও পাকিস্তান ধ্বংসের ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন । দাবী,

আমার প্রস্তাবিত ৬ দফা দাবিতেও এরা তেমনিভাবে পাকিস্তান দুই টুকরা করিবার দুরভিসন্ধি আরোপ করিতেছেন। আমার প্রস্তাবিত ৬ দফা দাবিতে যে পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে সাত কোটি শোষিত বঞ্চিত আদম সন্তানের অন্তরের কথাই প্রতিধ্বনিত হইয়াছে তাতে আমার কোনও সন্দেহ নাই। খবরের কাগজের লেখায়, সংবাদে ও সভাসমিতির বিবরণে, সকল শ্রেণীর সুধীজনের বিবৃতিতে আমি গোটা দেশবাসীর উৎসাহ উদ্দীপনার সাড়া দেখিতেছি। তাতে আমার প্রাণে সাহস ও বুকে বল আসিয়াছে। সর্বোপরি, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের জাতীয় প্রতিষ্ঠান আওয়ামী লীগ আমার ৬ দফা দাবী অনুমোদন

করিয়াছেন। ফলে ৬ দফা দাবী আজ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের জাতীয় দাবিতে পরিণত হইয়াছে। এ অবস্থায় কায়েমী স্বার্থ শোষকদের প্রচারণায় জনগণ বিভ্রান্ত হইবে না, সে বিশ্বাস আমার আছে।

কিন্তু এও আমি জানি, জনগণের দুশমনদের ক্ষমতা অসীম; তাঁদের বিত্ত প্রচুর, হাতিয়ার এদের অফুরন্ত, মুখ এদের দশটা, গলার সুর এদের শতাধিক। এরা বহুরূপী। ঈমান, ঐক্য ও সংহতির নামে এরা আছেন সরকারী দলে। আবার ইসলাম ও গণতন্ত্রের দোহাই দিয়া এরা আছেন অপজিশন দলে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের দুশমনির বেলায় এরা সকলে একজোট। এরা নানা ছলাকলায় জনগণকে বিভ্রান্ত করিবার চেষ্টা করিবেন; সে চেষ্টা শুরুও হইয়া গিয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানবাসীর নিষ্কাম সেবার জন্য এরা ইতিমধ্যেই বাহির হইয়া পড়িয়াছেন । এদের হাজার চেষ্টাতেও আমার অধিকার সচেতন দেশবাসী বিভ্রান্ত হইবেন না । তাহাতেও আমার কোন সন্দেহ নাই। তথাপি ৬ দফা দাবির তাৎপর্য ও উহার অপরিহার্যতা জনগণের মধ্যে প্রচার করা সমস্ত গণতন্ত্রী বিশেষত আওয়ামী লীগ কর্মীদের অবশ্য কর্তব্য। আশা করি তাহারা সকলে অবিলম্বে ৬ দফা ব্যাখ্যায় দেশময় ছড়াইয়া পড়িবেন। কর্মী ভাইদের সুবিধার জন্য ও দেশবাসী জনসাধারণের কাছে সহজবোধ্য করার উদ্দেশ্যে আমি ৬ দফার প্রতিটি দফার দফাওয়ারী সহজ সরল ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ও যুক্তিসহ এই পুস্তিকা প্রচার করিলাম । আওয়ামী লীগের তরফ হইতেও এ বিষয়ে আরও পুস্তিকা ও প্রচারপত্র প্রকাশ করা হইবে । আশা করি সাধারণভাবে সকল গণতন্ত্রী বিশেষভাবে আওয়ামী লীগের কর্মিগণ ছাড়াও শিক্ষিত পূর্ব পাকিস্তানী মাত্রেই এইসব পুস্তিকার সদ্ব্যবহার করিবেন ।

## ১নং দফা

এই দফায় বলা হইয়াছে যে, ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা করতঃ পাকিস্তানকে একটি সত্যিকার ফেডারেশনরূপে গড়িতে হইবে। তাহাতে পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সরকার থাকিবে। সকল নির্বাচন সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের সরাসরি ভোটে অনুষ্ঠিত হইবে। আইনসভাসমূহের সার্বভৌমত্ব থাকিবে ।

ইহাতে আপত্তি কি আছে? লাহোর প্রস্তাব পাকিস্তানের জনগণের নিকট কায়েদে আজমসহ সকল নেতার দেওয়া নির্বাচনী ওয়াদা। ১৯৪৬ সালের

সাধারণ নির্বাচন এই প্রস্তাবের ভিত্তিতেই হইয়াছিল। মুসলিম বাংলার জনগণ এক বাক্যে পাকিস্তানের বাক্সে ভোট দিয়াছিলেন এই প্রস্তাবের দরুনই। ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে পূর্ব বাংলার মুসলিম আসনের শতকরা সাড়ে ৯৭টি যে একুশ দফার পক্ষে আসিয়া[ছিল, লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনার দাবী ছিল তার অন্যতম প্রধান দাবী। মুসলিম লীগ তখন কেন্দ্রের ও প্রদেশের সরকারী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। সরকারী সমস্ত শক্তি ও ক্ষমতা লইয়া তাঁহারা এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধতা করিয়াছিলেন। এই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিলে ইসলাম বিপন্ন ও পাকিস্তান ধ্বংস হইবে, এসব যুক্তি তখন দেওয়া হইয়াছিল। 'তথাপি পূর্ব বাংলার ভোটাররা এই প্রস্তাবসহ একুশ দফার পক্ষে ভোট দিয়াছিল। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের পক্ষের কথা বলিতে গেলে এই প্রশ্ন চূড়ান্তভাবে গণতান্ত্রিক উপায়ে মীমাংসিত হইয়াই গিয়াছে। কাজেই আজ লাহোর প্রস্তাব ভিত্তিক শাসনতন্ত্র রচনার দাবী করিয়া আমি কোনও নতুন দাবী তুলি নাই; পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের পুরানো দাবিরই পুনরুল্লেখ করিয়াছি মাত্র। তথাপি লাহোর প্রস্তাবের নাম শুনিলেই যারা আঁৎকে ওঠেন, তারা হয় পাকিস্তান সংগ্রামে শরিক ছিলেন না, অথবা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের দাবি-দাওয়ার বিরোধিতা ও কায়েমী স্বার্থবাদীদের দালালি করিয়া পাকিস্তানের অনিষ্ট সাধন করিতে চান ।

এই দফায় পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সরকার, সার্বজনীন ভোটে সরাসরি নির্বাচন ও আইনসভার সার্বভৌমত্বের যে দাবী করা হইয়াছে তাতে আপত্তির কারণ কি? আমার প্রস্তাবই ভাল, না প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতির সরকার ও পরোক্ষ নির্বাচন এবং ক্ষমতাসীন আইনসভাই ভাল, এ বিচারের ভার জনগণের উপর ছাড়িয়া দেওয়াই কি উচিত নয়? তবে পাকিস্তানের ঐক্য-সংহতির এই তরফদারেরা এইসব প্রশ্নে রেফারেন্ডামের মাধ্যমে জনমত যাচাইয়ের প্রস্তাব না দিয়া আমার বিরুদ্ধে গাগাগালি বর্ষণ করিতেছেন কেন? তাঁহারা যদি নিজেদের মতে এতই আস্থাবান, তবে আসুন এই প্রশ্নের উপরই গণভোট হইয়া যাক ।

## ২নং দফা

এই দফায় আমি প্রস্তাব করিয়াছি যে, ফেডারেশন সরকারের এখতিয়ারে কেবল মাত্র দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্রীয় ব্যাপার এই দুইটি বিষয় থাকিবে। অবশিষ্ট সমস্ত বিষয় স্টেটসমূহের (বর্তমান ব্যবস্থায় যাকে প্রদেশ বলা হয়) হাতে থাকিবে।

এই প্রস্তাবের দরুনই কায়েমী স্বার্থের দালালরা আমার উপর সর্বাপেক্ষা বেশী চটিয়াছেন । আমি নাকি পাকিস্তানকে দুই টুকরা করতঃ ধ্বংস করিবার প্রস্তাব দিয়াছি। সঙ্কীর্ণ স্বার্থবুদ্ধি ইহাদেরকে এতই অন্ধ করিয়া ফেলিয়াছে যে, ইহারা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলি পর্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছেন। ইহারা ভুলিয়া যাইতেছেন যে, বৃটিশ সরকারের ক্যাবিনেট মিশন ১৯৪৬ সালে যে 'প্ল্যান' দিয়াছিলেন এবং যে 'প্ল্যান' কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়ই গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাতে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও যোগাযোগ ব্যবস্থা এই তিনটি মাত্র বিষয় ছিল এবং বাকী সব বিষয়ই প্রদেশের হাতে দেওয়া হইয়াছিল। ইহা হইতে ইহাই নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে যে, বৃটিশ সরকার, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ সকলের মত এই যে, এই তিনটি মাত্র বিষয় কেন্দ্রের হাতে থাকিলেই কেন্দ্রীয় সরকার চলিতে পারে। অন্য কারণে কংগ্রেস চুক্তি ভঙ্গ করায় ক্যাবিনেট প্ল্যান পরিত্যক্ত হয়। তাহা না হইলে এই তিন বিষয় লইয়াই আজও ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার চলিতে থাকিত। আমি আমার প্রস্তাবে ক্যাবিনেট প্ল্যানেরই অনুসরণ করিয়াছি। যোগাযোগ ব্যবস্থা আমি বাদ দিয়াছি সত্য কিন্তু তার যুক্তিসংগত কারণও আছে। অখণ্ড ভারতের বেলায় যোগাযোগ ব্যবস্থারও অখণ্ডতা ছিল। ফেডারেশন গঠনে রাষ্ট্র-বৈজ্ঞানিক মূলনীতি এই যে, যে যে বিষয়ে ফেডারেটিং স্টেটসমূহের স্বার্থ এক ও অবিভাজ্য, কেবল সেই সেই বিষয়ই ফেডারেশনের এখতিয়ারে দেওয়া হয়। এই মূলনীতি অনুসারে অখণ্ড ভারতে যোগাযোগ ব্যবস্থা এক ও অবিভাজ্য ছিল। পেশোয়ার হইতে চাটগাঁ পর্যন্ত একই রেল চলিতে পারিত। কিন্তু পাকিস্তানে তা নয়। দুই অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা এক ও অবিভাজ্য ত নয়ই, বরঞ্চ সম্পূর্ণ পৃথক। রেলওয়েকে প্রাদেশিক সরকারের হাতে ট্রান্সফার করিয়া বর্তমান সরকারও তাই স্বীকার করিয়াছেন। টেলিফোন টেলিগ্রাম পোস্টাপিসের ব্যাপারেও এ সত্য স্বীকার করিতেই হইবে ।

তবে বলা যাইতে পারে যে, একুশ দফায় যখন কেন্দ্রকে তিনটি বিষয় দিবার সুপারিশ ছিল, তখন আমি আমার বর্তমান প্রস্তাবে মাত্র দুইটি বিষয় দিলাম কেন? এ প্রশ্নের জবাব আমি ৩ নং দফার ব্যাখ্যায় দিয়াছি। এখানে আর পুনরুক্তি করিলাম না ।

আরেকটা ব্যাপারে ভুল ধারণা সৃষ্টি হইতে পারে। আমার প্রস্তাবে ফেডারেটিং ইউনিটকে 'প্রদেশ' না বলিয়া 'স্টেট' বলিয়াছি। ইহাতে কায়েমী স্বার্থবাদী শোষকরা জনগণকে এই বলিয়া ধোকা দিতে পারে এবং দিতেও শুরু করিয়াছে,

'স্টেট' অর্থে আমি ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টেট বা স্বাধীন রাষ্ট্র বুঝাইয়াছি। কিন্তু তা সত্য নয়। ফেডারেটিং ইউনিটকে দুনিয়ার সর্বত্র সব বড় বড় ফেডারেশনেই 'প্রদেশ' বা 'প্রভিন্স' না বলিয়া 'স্টেটস' বলা হইয়া থাকে। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকে ফেডারেশন অথবা ইউনিয়ন বলা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট ইউনিয়ন, ফেডারেল জার্মানী, এমন কি আমাদের প্রতিবেশী ভারত রাষ্ট্র সকলেই তাদের প্রদেশসমূহকে 'স্টেট' ও কেন্দ্রকে 'ইউনিয়ন' বা ফেডারেশন বলিয়া থাকে। আমাদের পার্শ্ববর্তী আসাম ও পশ্চিম বাংলা প্রদেশ নয় 'স্টেট'। এরা যদি ভারত ইউনিয়নের প্রদেশ হইয়া 'স্টেট' হওয়ার সম্মান পাইতে পারে তবে পূর্ব পাকিস্তানকে এইটুকু নামের মর্যাদা দিতেই বা কর্তারা এত এলার্জিক কেন?

## ৩নং দফা

এই দফায় আমি মুদ্রা সম্পর্কে দুইটি বিকল্প বা অল্টার্নেটিভ প্রস্তাব দিয়াছি। এই দুইটি প্রস্তাবের যেকোনও একটি গ্রহণ করিলেই চলিবে :

(ক) পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক অথচ সহজে বিনিময়যোগ্য মুদ্রার প্রচলন করিতে হইবে। এই ব্যবস্থা অনুসারে কারেন্সী কেন্দ্রের হাতে থাকিবে না, আঞ্চলিক সরকারের হাতে থাকিবে। দুই অঞ্চলের জন্য দুইটি স্বতন্ত্র স্টেট ব্যাঙ্ক থাকিবে ।

(খ) দুই অঞ্চলের জন্য একই কারেন্সী থাকিবে। এই ব্যবস্থায় মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে থাকিবে । কিন্তু এ অবস্থায় শাসনতন্ত্রে এমন সুনির্দিষ্ট বিধান থাকিতে হইবে যাতে পূর্ব পাকিস্তানের মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হইতে না পারে। এই বিধানে পাকিস্তানের একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থাকিবে; দুই অঞ্চলে দুইটি পৃথক রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থাকিবে ।

এই দুইটি বিকল্প প্রস্তাব হইতে দেখা যাইবে যে, মুদ্রাকে সরাসরি কেন্দ্রের হাত হইতে প্রদেশের হাতে আনিবার প্রস্তাব আমি করি নাই। যদি আমার দ্বিতীয় অল্টার্নেটিভ গৃহীত হয়, তবে মুদ্রা কেন্দ্রের হাতেই থাকিয়া যাইবে। ঐ অবস্থায় আমি একুশ দফা প্রস্তাবের খেলাফে কোনও সুপারিশ করিয়াছি, এ কথা বলা চলে না ।

যদি পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইরা আমার এই প্রস্তাবে রাজী না হন, তবু শুধু প্রথম বিকল্প অর্থাৎ কেন্দ্রের হাত হইতে মুদ্রাকে প্রদেশের হাতে আনিতে হইবে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আলাপ- আলাচনার মাধ্যমে ভুল বুঝাবুঝির অবসান হইলে আমাদের উভয় অঞ্চলের সুবিধার খাতিরে পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইরা এই প্রস্তাবে রাজী হইবেন। আমরা তাঁদের খাতিরে সংখ্যাগরিষ্ঠতা ত্যাগ করিয়া সংখ্যা সাম্য মানিয়া লইয়াছি, তাঁহারা কি আমাদের খাতিরে এইটুকু করিবেন না?

আর যদি অবস্থা গতিকে মুদ্রাকে প্রদেশের এলাকায় আনিতেও হয়, তবু তাতে কেন্দ্র দুর্বল হইবে না; পাকিস্তানের কোনও অনিষ্ট হইবে না। ক্যাবিনেট প্ল্যানে নিখিল ভারতীয় কেন্দ্রের যে প্রস্তাব ছিল, তাতে মুদ্রা কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল না। ঐ প্রস্তাব পেশ করিয়া ব্রিটিশ সরকার এবং ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ সকলেই স্বীকার করিয়াছেন যে, মুদ্রাকে কেন্দ্রীয় বিষয় না করিয়াও কেন্দ্র চলিতে পারে। কথাটা সত্য। রাষ্ট্রীয় অর্থ-বিজ্ঞানে এই ব্যবস্থার স্বীকৃতি আছে। কেন্দ্রের বদলে প্রদেশের হাতে অর্থনীতি রাখা এবং একই দেশে পৃথক পৃথক রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থাকার নজির দুনিয়ার বড় বড় শক্তিশালী রাষ্ট্রেও আছে। খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি চলে ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেমের মাধ্যমে পৃথক পৃথক স্টেট ব্যাঙ্কের দ্বারা। এতে যুক্তরাষ্ট ধ্বংস হয় নাই; তাদের আর্থিক বুনিয়াদও ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই। অত-যে শক্তিশালী দোর্দণ্ডপ্রতাপ সোভিয়েট ইউনিয়ন, তাদেরও কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও অর্থ মন্ত্রী বা অর্থ-দফতর নাই। শুধু প্রাদেশিক সরকারের অর্থাৎ স্টেট রিপাবলিক সমূহেরই অর্থ মন্ত্রী ও অর্থ-দফতর আছে। কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক প্রয়োজন ঐ সব প্রাদেশিক মন্ত্রী ও মন্ত্রী-দফতর দিয়াই মিটিয়া থাকে। দক্ষিণ আফ্রিকার মত দেশেও আঞ্চলিক সুবিধার খাতিরে দুইটি পৃথক ও স্বতন্ত্র রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বহুদিন আগে হইতেই চালু আছে ।

আমার প্রস্তাবের মর্ম এই যে, উপরি-উক্ত দুই বিকল্পের দ্বিতীয়টি গৃহীত হইলে মুদ্রা কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে থাকিবে। সে অবস্থায় উভয় অঞ্চলের একই নকশার মুদ্রা বর্তমানে যেমন আছে তেমনি থাকিবে। পার্থক্য শুধু এই হইবে যে, পূর্ব পাকিস্তানের প্রয়োজনীয় মুদ্রা পূর্ব পাকিস্তানের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে ইস্যু হইবে এবং তাতে পূর্ব পাকিস্তান বা সংক্ষেপে 'ঢাকা' লেখা থাকিবে । পশ্চিম পাকিস্তানের প্রয়োজনীয় মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে ইস্যু হইবে এবং তাতে পশ্চিম পাকিস্তান বা সংক্ষেপে 'লাহোর' লেখা থাকিবে। পক্ষান্তরে, আমার প্রস্তাবের দ্বিতীয় বিকল্প না হইয়া যদি প্রথম বিকল্পও গৃহীত হয়, সে অবস্থাতেও উভয় অঞ্চলের মুদ্রা সহজে বিনিময়যোগ্য থাকিবে এবং

পাকিস্তানের ঐক্যের প্রতীক ও নিদর্শন-স্বরূপ উভয় আঞ্চলিক সরকারের সহযোগিতায় একই নকশার মুদ্রা প্রচলন করা যাইবে ।

একটু তলাইয়া চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে যে, এই দুই ব্যবস্থার একটি গ্রহণ করা ছাড়া পূর্ব পাকিস্তানকে নিশ্চিত অর্থনৈতিক মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করার অন্য কোনও উপায় নাই। সারা পাকিস্তানের জন্য একই মুদ্রা হওয়ায় ও দুই অঞ্চলের মুদ্রার মধ্যে কোনও পৃথক চিহ্ন না থাকায় আঞ্চলিক কারেন্সী সার্কুলেশনে কোনও বিধি-নিষেধ ও নির্ভুল হিসাব নাই। মুদ্রা ও অর্থনীতি কেন্দ্রীয় সরকারের এখতিয়ারে থাকায় অতি সহজেই পূর্ব পাকিস্তানের আয় পশ্চিম পাকিস্তানে চলিয়া যাইতেছে। সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, শিল্প-বাণিজ্য, ব্যাঙ্কিং, ইনসিওরেন্স ও বৈদেশিক মিশনসমূহের হেড অফিস পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত থাকায় প্রতি মিনিটে এই পাচারের কাজ অবিরাম গতিতে চলিতেছে। সকলেই জানেন, সরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক ও ন্যাশনাল ব্যাঙ্কসহ সমস্ত ব্যাঙ্কের হেড অফিস পশ্চিম পাকিস্তানে। এই সেদিন মাত্র প্রতিষ্ঠিত ছোট দু-একখানি ব্যাঙ্ক ইহার সাম্প্রতিক ব্যতিক্রম মাত্র। এইসব ব্যাঙ্কের ডিপজিটের টাকা, শেয়ার মানি, সিকিউরিটি মানি, শিল্প-বাণিজ্যের আয়, মুনাফা ও শেয়ার মানি, এক কথায় পূর্ব পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত সমস্ত আর্থিক লেনদেনের টাকা বালুচরে ঢালা পানির মত একটানে তলদেশে হেড অফিসে অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানে চলিয়া যাইতেছে, পূর্ব পাকিস্তান শুকনা বালুচর হইয়া থাকিতেছে। বালুচরে পানির দরকার হইলে টিউব ওয়েল খুদিয়া তলদেশ হইতে পানি তুলিতে হয়। অবশিষ্ট পানি তলদেশে জমা থাকে। পূর্ব পাকিস্তানের প্রয়োজনীয় অর্থও তেমনি চেকের টিউবওয়েলের মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তান হইতে আনিতে হয়। উদ্বৃত্ত ও আর্থিক সেভিং তলদেশেই অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানেই জমা থাকে। এই কারণেই পূর্ব পাকিস্তানে ক্যাপিটেল ফর্মেশন হইতে পারে নাই। সব ক্যাপিটেল ফর্মেশন পশ্চিমে হইয়াছে। বর্তমান ব্যবস্থা চলিতে থাকিলে কোনও দিন পূর্ব পাকিস্তানে মূলধন গঠন হইবেও না । কারণ সেভিং মানেই ক্যাপিটাল ফর্মেশন ।

শুধু ফ্লাইট-অব-ক্যাপিটেল বা মুদ্রা পাচারই নয়, মুদ্রাস্ফীতি হেতু পূর্ব পাকিস্তানে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দুর্মূল্যতা, জনগণের বিশেষত পাটচাষীদের দুর্দশা, সমস্তের জন্য দায়ী এই মুদ্রা-ব্যবস্থা ও অর্থনীতি। আমি ৫নং দফার ব্যাখ্যায় এ ব্যাপারে আরও বিস্তারিতভাবে এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছি। এখানে শুধু এইটুকু বলিয়া রাখিতেছি যে, এই ফ্লাইট-অব- ক্যাপিটেল বন্ধ করিতে না

পারিলে পূর্ব পাকিস্তানীরা নিজেরা শিল্প-বাণিজ্যে এক পা-ও অগ্রসর হইতে পারিবে না । কারণ এই অবস্থায় মূলধন গড়িয়া উঠিতে পারে না ।

## ৪নং দফা

এই দফায় আমি প্রস্তাব করিয়াছি যে, সকলপ্রকার ট্যাক্স-খাজনা কর ধার্য ও আদায়ের ক্ষমতা থাকিবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। ফেডারেল সরকারের সে ক্ষমতা থাকিবে না। আঞ্চলিক সরকারের আদায়ী রেভিনিউ-এর নির্ধারিত অংশ আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে ফেডারেল তহবিলে অটোমেটিক্যালি জমা হইয়া যাইবে। এই মর্মে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক-সমূহের উপর বাধ্যতামূলক বিধান শাসনতন্ত্রেই থাকিবে । এইভাবে জমাকৃত টাকাই ফেডারেল সরকারের তহবিল হইবে ।

আমার এই প্রস্তাবেই কায়েমী স্বার্থের কালোবাজারী ও মুনাফাখোর শোষকরা সবচেয়ে বেশী চমকিয়া উঠিয়াছে। তাহারা বলিতেছে, ট্যাক্স ধার্যের ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের না থাকিলে সে সরকার চলিবে কিরূপে? কেন্দ্রীয় সরকার তাতে যে একেবারে খয়রাতী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে। খয়রাতের উপর নির্ভর করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার দেশরক্ষা করিবেন কেমনে? পররাষ্ট্র নীতিই বা চালাইবেন কি দিয়া? প্রয়োজনের সময় চাঁদা না দিলে কেন্দ্রীয় সরকার তো অনাহারে মারা যাইবেন। অতএব এটা নিশ্চয়ই পাকিস্তান ধ্বংসেরই ষড়যন্ত্র।

কায়েমী স্বার্থবাদীরা এই ধরনের কত কথাই না বলিতেছেন। অথচ এর একটা আশঙ্কাও সত্য নয়। সত্য যে নয় সেটা বুঝিবার মত বিদ্যা-বুদ্ধি তাহাদের নিশ্চয়ই আছে। তবু যে তাহারা এ সব কথা বলিতেছেন, তার একমাত্র কারণ তাহাদের ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত স্বার্থ। সে স্বার্থ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে অবাধে শোষণ ও লুণ্ঠন করার অধিকার। তাহারা জানেন যে, আমার এই প্রস্তাবে কেন্দ্রকে ট্যাক্স ধার্যের দায়িত্ব দেওয়া না হইলেও কেন্দ্রীয় সরকার নির্বিঘ্নে চলার মত যথেষ্ট অর্থের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সেই ব্যবস্থা নিখুত করিবার শাসনতান্ত্রিক বিধান রচনা সুপারিশ করা হইয়াছে। এইটাই সরকারী তহবিলের সবচেয়ে অমোঘ, অব্যর্থ ও সর্বাপেক্ষা নিরাপদ উপায়। তাহারা এটাও জানেন যে, কেন্দ্রকে ট্যাক্স ধার্যের ক্ষমতা না দিয়াও ফেডারেশন চলার বিধান রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্বীকৃত। তাঁহারা এই খবরও রাখেন যে, ক্যাবিনেট মিশনের যে-প্ল্যান বৃটিশ সরকার রচনা করিয়াছিলেন এবং কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়েই গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাতেও সমস্ত ট্যাক্স ধার্যের ক্ষমতা

প্রদেশের হাতে দেওয়া হইয়াছিল; কেন্দ্রকে সেই ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই। ৩নং দফার ব্যাখ্যায় আমি দেখাইয়াছি যে, অর্থমন্ত্রী ও অর্থ-দফতর ছাড়াও দুনিয়ার অনেক ফেডারেশন চলিতেছে। তার মধ্যে দুনিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী ফেডারেশন সোভিয়েট ইউনিয়নের কথাও আমি বলিয়াছি। তথায় কেন্দ্রে অর্থ মন্ত্রী বা অর্থ-দফতর বলিয়া কোন বস্তুর অস্তিত্বই নাই। তাতে কি অর্থাভাবে সোভিয়েট ইউনিয়ন ধ্বংস হইয়া গিয়াছে? তার দেশরক্ষা বাহিনী পররাষ্ট্র দফতর কি সেজন্য দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে? পড়ে নাই। আমার প্রস্তাব কার্যকর হইলেও তেমনি পাকিস্তানের দেশরক্ষা ব্যবস্থা দুর্বল হইবে না। কারণ আমার প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় তহবিলের নিরাপত্তার জন্য শাসনতান্ত্রিক বিধানের সুপারিশ করা হইয়াছে। সে অবস্থায় শাসনতন্ত্রে এমন এমন বিধান থাকিবে যে আঞ্চলিক সরকার যেখানে যখন যে-খাতেই যে-টাকা ট্যাক্স ধার্য ও আদায় করুন না কেন, শাসনতন্ত্রে নির্ধারিত সেই টাকার হারের অংশ রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় তহবিলে জমা হইয়া যাইবে। সে টাকায় আঞ্চলিক সরকারের কোনও হাত থাকিবে না । এই ব্যবস্থায় অনেক সুবিধা হইবে। প্রথমত, কেন্দ্রীয় সরকারকে ট্যাক্স আদায়ের ঝামেলা পোহাইতে হইবে না। দ্বিতীয়ত, ট্যাক্স ধার্য ও আদায়ের জন্য কোনও দফতর বা অফিসার বাহিনী রাখিতে হইবে না। তৃতীয়ত, অঞ্চলে ও কেন্দ্রের জন্য ট্যাক্স ধার্য ও আদায়ের মধ্যে ডুপ্লিকেশন হইবে না। তাতে আদায়ী খরচায় অপব্যয় ও অপচয় বন্ধ হইবে। ঐভাবে সঞ্চিত টাকার দ্বারা গঠন ও উন্নয়নমূলক অনেক কাজ করা যাইবে। অফিসার বাহিনীকেও উন্নততর সৎকাজে নিয়োজিত করা যাইবে। চতুর্থত, ট্যাক্স ধার্য ও আদায়ের একীকরণ সহজতর হইবে। সকলেই জানেন, অর্থ-বিজ্ঞানীরা এখন ক্রমেই সিঙ্গল ট্যাক্সেশনের দিকে আকৃষ্ট হইতেছেন। সিঙ্গল ট্যাক্সেশন নীতিকে সকলেই অধিকতর বৈজ্ঞানিক ও ফলপ্রসূ বলিয়া অভিহিত করিতেছেন। ট্যাক্সেশনকে ফেডারেশনের এলাকা হইতে অঞ্চলের এখতিয়ারভুক্ত করা এই সর্বোত্তম ও সর্বশেষ আর্থিক নীতি গ্রহণের প্রথম পদক্ষেপ বলা যাইতে পারে ।

## ৫নং দফা

এই দফায় আমি বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যাপারে নিম্নরূপ শাসনতান্ত্রিক বিধানের সুপারিশ করিয়াছি :

(১) দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পৃথক পৃথক হিসাব রাখিতে হইবে,

(২) পূর্ব পাকিস্তানে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পূর্ব পাকিস্তানের এখতিয়ারে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানের এখতিয়ারে থাকিবে,

(৩) ফেডারেশনের প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রা দুই অঞ্চল হইতে সমানভাবে অথবা শাসনতন্ত্রে নির্ধারিত হারাহারি মতে আদায় হইবে ।

(৪) দেশজাত দ্রব্যাদি বিনা শুল্কে উভয় অঞ্চলের মধ্যে আমদানী-রফতানী চলিবে,

(৫) ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে বিদেশের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের, বিদেশে ট্রেড মিশন স্থাপনের এবং আমদানি-রফতানি করিবার অধিকার আঞ্চলিক সরকারের হাতে ন্যস্ত করিয়া শাসনতান্ত্রিক বিধান করিতে হইবে ।

পূর্ব পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক নিশ্চিত মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার জন্য এই ব্যবস্থা ৩নং দফার মতই অত্যাবশ্যক। পাকিস্তানের আঠারো বছরের আর্থিক ইতিহাসের দিকে একটু নজর বুলালেই দেখা যাইবে যে ঃ

(ক) পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বিদেশী মুদ্রা দিয়া পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্প গড়িয়া তোলা হইয়াছে এবং হইতেছে। সেই সকল শিল্পজাত দ্রব্যের অর্জিত বিদেশী মুদ্রাকে পশ্চিম পাকিস্তানের অর্জিত বিদেশী মুদ্রা বলা হইতেছে ।

(খ) পূর্ব পাকিস্তানে মূলধন গড়িয়া না উঠায় পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বিদেশী মুদ্রা ব্যবহারের ক্ষমতা পূর্ব পাকিস্তানের নাই এই অজুহাতে পূর্ব পাকিস্তানের বিদেশী আয় পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় করা হইতেছে। এইভাবে পূর্ব পাকিস্তান শিল্পায়িত হইতে পারিতেছে না ।

(গ) পূর্ব পাকিস্তান যে-পরিমাণে আয় করে সেই পরিমাণ ব্যয় করিতে পারে না। সকলেই জানেন, পূর্ব পাকিস্তান যে-পরিমাণ রফতানি করে, আমদানি করে সাধারণত তার অর্ধেকেরও কম। ফলে অর্থনীতির অমাঘ নিয়ম অনুসারেই পূর্ব পাকিস্তানে ইনফ্লেশন বা মুদ্রাস্ফীতি ম্যালেরিয়া জ্বরের মত লাগিয়াই আছে। তার ফলে আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দাম এত বেশী। বিদেশ হইতে আমদানি করা একই জিনিসের পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে দামের তুলনা করিলেই এটা বুঝা যাইবে। বিদেশী মুদ্রা বণ্টনের দায়িত্ব এবং অর্থনৈতিক অন্যান্য সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের এখতিয়ারে থাকার ফলেই আমাদের

এই দুর্দশা ।

(ঘ) পাকিস্তানের বিদেশী মুদ্রার তিন ভাগের দুই ভাগই অর্জিত হয় পাট হইতে। অথচ পাটচাষীকে পাটের ন্যায্যমূল্য তো দূরের কথা আবাদী খরচটাও দেওয়া হয় না। ফলে পাটচাষীদের ভাগ্য আজ শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের খেলার জিনিসে পরিণত হইয়াছে। পূর্ব পাকিস্তান সরকার পাটের চাষ নিয়ন্ত্রণ করেন। কিন্তু চাষীকে পাটের ন্যায্য-দাম দিতে পারেন না। এমন অদ্ভুত অর্থনীতি দুনিয়ায় আর কোন দেশে নাই। যত দিন পাট থাকে চাষীর ঘরে, তত দিন পাটের দাম থাকে পনেরো-বিশ টাকা। ব্যবসায়ীর গুদামে চলিয়া যাওয়ার সাথে সাথে তার দাম হয় পঞ্চাশ। এ খেলা গরীব পাটচাষী চিরকাল দেখিয়া আসিতেছে। পাট ব্যবসায় জাতীয়করণ করিয়া পাট রফতানীকে সরকারী আয়ত্তে আনা ছাড়া এর কোনও প্রতিকার নাই, এ কথা আমরা বহু বার বলিয়াছি। এ উদ্দেশ্যে আমরা আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভার আমলে জুট মার্কেটিং কর্পোরেশন গঠন করিয়াছিলাম। পরে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যে পুঁজিপতিরা আমাদের সেই আরব্ধ কাজ ব্যর্থ করিয়া দিয়াছেন ।

(ঙ) পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বিদেশী মুদ্রাই-যে শুধু পশ্চিম পাকিস্তানে খরচ হইতেছে তাহা নয়, আমাদের অর্জিত বিদেশী মুদ্রার জোরে যে বিপুল পরিমাণ বিদেশী লোন ও এইড আসিতেছে, তাও পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় হইতেছে। কিন্তু সে লোনের সুদ বহন করিতে হইতেছে পূর্ব পাকিস্তানকেই। ঐ অবস্থার প্রতিকার করিয়া পাট-চাষীকে পাটের ন্যায্যমূল্য দিতে হইলে, আমদানি-রফতানি সমান করিয়া জনসাধারণকে সস্তা দামে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করিয়া তাহাদের জীবন সুখময় করিতে হইলে এবং সর্বোপরি আমাদের অর্জিত বিদেশী মুদ্রা দিয়া পূর্ব পাকিস্তানীর হাতে পূর্ব পাকিস্তানকে শিল্পায়িত করিতে হইলে আমার প্রস্তাবিত এই ব্যবস্থা ছাড়া উপায়ান্তর নাই ।

## ৬নং দফা

এই দফায় আমি পূর্ব পাকিস্তানে মিলিশিয়া প্যারামিলিটারি রক্ষীবাহিনী গঠনের সুপারিশ করিয়াছি। এই দাবী অন্যায়ও নয় নূতনও নয়। একুশ দফার দাবিতে আমরা আনসার বাহিনীকে ইউনিফর্মধারী সশস্ত্র বাহিনীতে রূপান্তরিত করার দাবী করিয়াছিলাম। তাহা তো করা হয়-ই নাই, বরঞ্চ পূর্ব পাকিস্তান সরকারের অধীনস্থ ইপিআর বাহিনীকে এখন কেন্দ্রের অধীনে নেওয়া হইয়াছে। পূর্ব

পাকিস্তানে অস্ত্র-কারখানা ও নৌবাহিনীর হেড কোয়ার্টার স্থাপন করতঃ এই অঞ্চলকে আত্মরক্ষায় আত্মনির্ভর করার দাবী একুশ দফার দাবী। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার বারো বছরেও আমাদের একটি দাবিও পূরণ করেন নাই। পূর্ব পাকিস্তান অধিকাংশ পাকিস্তানীর বাসস্থান। এটাকে রক্ষা করা কেন্দ্রীয় সরকারেরই নৈতিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব। সে দায়িত্ব পালনে আমাদের দাবী করিতে হইবে কেন? সরকার নিজে হইতে সে দায়িত্ব পালন করেন না কেন? পশ্চিম পাকিস্তান আগে বাঁচাইয়া সময় ও সুযোগ থাকিলে পরে পূর্ব পাকিস্তান বাঁচান হইবে, ইহাই কি কেন্দ্রীয় সরকারের অভিমত? পূর্ব পাকিস্তানের রক্ষা ব্যবস্থা পশ্চিম পাকিস্তানেই রহিয়াছে এমন সাংঘাতিক কথা শাসনকর্তারা বলেন কোন্ মুখে? মাত্র সতেরো দিনের পাক-ভারত যুদ্ধই কি প্রমাণ করে নাই আমরা কত নিরুপায়? শত্রুর দয়া ও মর্জির উপর তো আমরা বাঁচিয়া থাকিতে পারি না। কেন্দ্রীয় সরকারের দেশরক্ষা নীতি কার্যত আমাদের তাই করিয়া রাখিয়াছে।

তবু আমরা পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতির খাতিরে দেশরক্ষা ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে রাখিতে চাই। সঙ্গে সঙ্গে এও চাই যে, কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব পাকিস্তানকে এ ব্যাপারে আত্মনির্ভর করিবার জন্য এখানে উপযুক্ত পরিমাণ দেশরক্ষা বাহিনী গঠন করুন, অস্ত্র-কারখানা স্থাপন করুন, নৌবাহিনীর দফতর এখানে নিয়া আসুন। এসব কাজ সরকার কবে করিবেন জানি না। কিন্তু ইতিমধ্যে আমরা অল্প খরচে ছোটখাট অস্ত্র-শস্ত্র দিয়া আধাসামরিক বাহিনী গঠন করিতে পশ্চিম ভাইদের অতো আপত্তি কেন? পূর্ব পাকিস্তান রক্ষার উদ্দেশ্যে স্বতন্ত্র যুদ্ধ তহবিলে চাঁদা উঠিলে তাও কেন্দ্রীয় রক্ষা তহবিলে নিয়া যাওয়া হয় কেন? ঐসব প্রশ্নের উত্তর নাই। তবু কেন্দ্রীয় ব্যাপারে অঞ্চলের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার আমরাও চাই না। এ অবস্থায় পূর্ব পাকিস্তান যেমন

করিয়া পারে গরীবি হালেই আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিবে, এমন দাবী কি অন্যায়? এই দাবী করিলেই সেটা হইবে দেশদ্রোহিতা?

এ প্রসঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানী ভাই-বোনদের খেদমতে, আমার কয়েকটি আরজ আছে :

এক, তাঁহারা মনে করিবেন না আমি শুধু পূর্ব পাকিস্তানীদের অধিকার দাবী করিতেছি। আমার ৬ দফা কর্মসূচীতে পশ্চিম পাকিস্তানীদের দাবিও সমভাবেই রহিয়াছে। এই দাবী স্বীকৃত হইলে পশ্চিম পাকিস্তানীরাও সমভাবে উপকৃত

হইবেন ।

দুই, আমি যখন বলি, পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার ও স্তূপীকৃত হইতেছে, তখন আমি আঞ্চলিক বৈষম্যের কথাই বলি, ব্যক্তিগত বৈষম্যের কথা বলি না । আমি জানি, এই বৈষম্য সৃষ্টির জন্য পশ্চিম পাকিস্তানীরা দায়ী নয়। আমি এও জানি যে, আমাদের মত দরিদ্র পশ্চিম পাকিস্তানেও অনেক আছেন। যত দিন ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার অবসান না হইবে, তত দিন ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে এই অসাম্য দূর হইবে না। কিন্তু তার আগে আঞ্চলিক শোষণও বন্ধ করিতে হইবে। এই আঞ্চলিক শোষণের জন্য দায়ী আমাদের ভৌগোলিক অবস্থান এবং সে অবস্থানকে অগ্রাহ্য করিয়া যে অস্বাভাবিক ব্যবস্থা চালাইবার চেষ্টা চলিতেছে সেই ব্যবস্থা। ধরুন, যদি পাকিস্তানের রাজধানী পশ্চিম পাকিস্তানে না হইয়া পূর্ব পাকিস্তানে হইত, পাকিস্তানের দেশরক্ষা বাহিনীর তিনটি দফতরই যদি পূর্ব পাকিস্তানে হইত তবে কার কি অসুবিধা-সুবিধা হইত একটু বিচার করুন। পাকিস্তানের মোট রাজস্বের শতকরা ৬২ টাকা খরচ হয় দেশরক্ষা বাহিনীতে এবং শতকরা ত্রিশ টাকা খরচ হয় কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালনায় । এই একুন শতকরা চুরানব্বই টাকা পশ্চিম পাকিস্তানে না হইয়া তখন খরচ হইত পূর্ব পাকিস্তানে । আপনারা জানেন অর্থবিজ্ঞানের কথা ঃ সরকারী আয় জনগণের ব্যয় এবং সরকারী ব্যয় জনগণের আয়। এই নিয়মে বর্তমান ব্যবস্থায় সরকারের গোটা আয়ের অর্ধেক পূর্ব পাকিস্তানের ব্যয় ঠিকই, কিন্তু সরকারী ব্যয়ের সবটুকুই পশ্চিম পাকিস্তানের আয়। রাজধানী পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত থাকায় সরকারী, আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং বিদেশী মিশনসমূহ তাহাদের সমস্ত ব্যয় পশ্চিম পাকিস্তানেই করিতে বাধ্য হইতেছেন। এই ব্যয়ের সাকুল্যই পশ্চিম পাকিস্তানের আয় । ফলে প্রতি বছর পশ্চিম পাকিস্তানের আয় ঐ অনুপাতে বাড়িতেছে এবং পূর্ব পাকিস্তান তার মোকাবিলায় ঐ পরিমাণ গরীব হইতেছে। যদি পশ্চিম পাকিস্তানের বদলে পূর্ব পাকিস্তানে আমাদের রাজধানী হইত তবে এইসব খরচ পূর্ব পাকিস্তানে হইত। আমরা পূর্ব পাকিস্তানীরা এই পরিমাণে ধনী হইতাম। আপনারা পশ্চিম পাকিস্তানীরা ঐ পরিমাণে গরীব হইতেন। তখন আপনারা কি করিতেন? যে-সব দাবী করার জন্য আমাকে প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতার তমত দিতেছেন সেই সব দাবী আপনারা নিজেরাই করিতেন। আমাদের চেয়ে জোরেই করিতেন। অনেক আগেই করিতেন। আমাদের মত আঠারো বছর বসিয়া থাকিতেন না। সেটা করা আপনাদের অন্যায়ও হইত না।

তিন, আপনারা ঐ সব দাবী করিলে আমরা পূর্ব পাকিস্তানীরা কি করিতাম, জানেন? আপনাদের সব দাবী মানিয়া লইতাম । আপনাদিগকে প্রাদেশিকতাবাদী বলিয়া গাল দিতাম না । কারণ আমরা জানি এবং বিশ্বাস করি, ও সব আপনাদের হক পাওনা। নিজের হক পাওনা দাবী করা অন্যায় নয়, কর্তব্য। এ বিশ্বাস আমাদের এতই আন্তরিক যে, সে অবস্থা হইলে আপনাদের দাবী করিতে হইত না। আপনাদের দাবী করার আগেই আপনাদের হক আপনাদিগকে বুঝাইয়া দিতাম। আমরা নিজেদের হক দাবী করিতেছি বলিয়া আমাদের স্বার্থপর বলিতেছেন। কিন্তু আপনারা যে নিজেদের হকের সাথে আমাদের হকটাও খাইয়া ফেলিতেছেন, আপনাদের লোকে কি বলিবে? আমরা শুধু নিজেদের হকটাই চাই। আপনাদের হকটা আত্মসাৎ করিতে চাই না। আমাদের দিবার আওকাৎ থাকিলে বরঞ্চ পরকে কিছু দিয়াও দেই। দৃষ্টান্ত চান? শুনুন তবে ঃ

(১) প্রথম গণপরিষদে আমাদের মেম্বরসংখ্যা ছিল ৪৪; আর আপনাদের ছিল ২৮। আমরা ইচ্ছা করিলে গণতান্ত্রিক শক্তিতে ভোটের জোরে রাজধানী ও দেশরক্ষার সদর দফতর পূর্ব পাকিস্তানে আনিতে পারতাম। তা করি নাই ।

(২) পশ্চিম পাকিস্তানীদের সংখ্যাল্পতা দেখিয়া ভাই-এর দরদ লইয়া আমাদের ৪৪টা আসনের মধ্যে ৬টাতে পূর্ব পাকিস্তানীর ভোটে পশ্চিম পাকিস্তানী মেম্বর নির্বাচন করিয়াছিলাম ।

(৩) ইচ্ছা করিলে ভোটের জোরে শুধু বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করিতে পারিতাম । তা না করিয়া বাংলার সাথে উর্দুকেও রাষ্ট্রভাষার দাবী করিয়াছিলাম।

(৪) ইচ্ছা করিলে ভোটের জোরে পূর্ব পাকিস্তানের সুবিধাজনক শাসনতন্ত্র রচনা করিতে পারিতাম ।

(৫) আপনাদের মন হইতে মেজরিটি ভয় দূর করিয়া সে স্থলে ভ্রাতৃত্ব ও সমতাবোধ সৃষ্টির জন্য উভয় অঞ্চলের সকল বিষয়ে সমতাবিধানের আশ্বাসে আমরা সংখ্যাগুরুত্ব ত্যাগ করিয়া সংখ্যাসাম্য গ্রহণ করিয়াছিলাম।

চার, সুতরাং পশ্চিম পাকিস্তানী ভাই সাহেবান, আপনারা দেখিতেছেন, যেখানে যেখানে আমাদের দান করিবার আওকাৎ ছিল, আমরা দান করিয়াছি। আর কিছুই নাই দান করিবার, থাকিলে নিশ্চয় দিতাম। যদি পূর্ব পাকিস্তানে রাজধানী হইত তবে আপনাদের দাবী করিবার আগেই আমরা পশ্চিম পাকিস্তানে সত্য

সত্যই দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করিতাম । দ্বিতীয় রাজধানীর নামে ধোঁকা দিতাম না। সে অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের সকলপ্রকার ব্যয় যাতে উভয় অঞ্চলে সমান হয়, তার নিখুঁত ব্যবস্থা করিতাম। সকল ব্যাপারে পশ্চিম পাকিস্তানকে সামগ্রিকভাবে এবং প্রদেশসমূহকে পৃথকভাবে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতাম। আমরা দেখাইতাম পর্ব পাকিস্তানীরা মেজরিটি বলিয়াই পাকিস্তান শুধু পূর্ব পাকিস্তানীদের নয়, ছোট-বড় নির্বিশেষে তা সকল পাকিস্তানীর। পূর্ব পাকিস্তানে রাজধানী হইলে তার সুযোগ লইয়া আমরা পূর্ব পাকিস্তানীরা সব অধিকার ও চাকুরি গ্রাস করিতাম না। পশ্চিম পাকিস্তানের শাসনভার পশ্চিম পাকিস্তানীদের হাতেই দিতাম। আপনাদের কটন বোর্ডে আমরা চেয়ারম্যান হইতে যাইতাম না। আপনাদের প্রদেশের আমরা গভর্নর হইতেও চাহিতাম না। আপনাদের পিআইডিসি আপনাদের ওয়াপদা, আপনাদের ডিআইটি আপনাদের পোর্ট ট্রাস্ট, আপনাদের রেলওয়ে ইত্যাদির চেয়ারম্যানি আমরা দখল করিতাম না। আপনাদেরই করিতে দিতাম। সমস্ত অল্ পাকিস্তানী প্রতিষ্ঠানকে পূর্ব পাকিস্তানে কেন্দ্রীভূত করিতাম না। ফলত পূর্ব পাকিস্তানকে অর্থনীতিতে মোটা ও পশ্চিম পাকিস্তানকে সরু করিতাম না। দুই অঞ্চলের মধ্যে এই মারাত্মক ডিসপ্যারিটি সৃষ্টি হইতে দিতাম না ।

এমন উদারতা, এমন নিরপেক্ষতা, পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মধ্যে এমন ইনসাফ-বোধেই পাকিস্তানী দেশপ্রেমের বুনিয়াদ। এটা যার মধ্যে আছে কেবল তিনিই দেশপ্রেমিক। যে নেতার মধ্যে এই প্রেম আছে, কেবল তিনিই পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের উপর নেতৃত্বের যোগ্য। যে নেতা বিশ্বাস করেন, দুইটি অঞ্চল আসলে পাকিস্তান রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় দেহের দুই চোখ, দুই কান, দুই নাসিকা, দুই পাটি দাঁত, দুই হাত, দুই পা, যে নেতা বিশ্বাস করেন পাকিস্তানকে শক্তিশালী করিতে হইলে, এইসব জোড়ার দুইটিকেই সমান সুস্থ ও শক্তিশালী করিতে হইবে; যে-নেতা বিশ্বাস করেন পাকিস্তানের এক অঙ্গ দুর্বল হইলে গোটা পাকিস্তানই দুর্বল হইয়া পড়ে; যে-নেতা বিশ্বাস করেন ইচ্ছা করিয়া বা জানিয়া শুনিয়া যাহারা পাকিস্তানের এক অঙ্গকে দুর্বল করিতে চায় তারা পাকিস্তানের দুশমন; যে-নেতা দৃঢ় ও সবল হস্তে সেই দুশমনরে শায়েস্তা করিতে প্রস্তুত আছেন, কেবল তিনিই পাকিস্তানের জাতীয় নেতা হইবার অধিকারী। কেবল তাঁরই নেতৃত্বে পাকিস্তানের ঐক্য অটুট ও শক্তি অপরাজেয় হইবে। পাকিস্তানের মত বিশাল ও অসাধারণ রাষ্ট্রের নায়ক হইতে হইলে নায়কের অন্তরও হইতে হইবে বিশাল ও অসাধারণ। আশা করি আমার

পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইরা এই মাপকাঠিতে আমার ছয় দফা কর্মসুচীর বিচার করিবেন। তা যদি তাঁহারা করেন তবে দেখিতে পাইবেন, আমার এই ছয় দফা শুধু পূর্ব পাকিস্তানের বাঁচার দাবী নয়, গোটা পাকিস্তানেরই বাঁচার দাবি ।

আমার প্রিয় ভাই-বোনেরা, আপনারা দেখিতেছেন যে, আমার ৬ দফা দাবিতে একটিও অন্যায়, অসঙ্গত, পশ্চিম পাকিস্তান বিরোধী বা পাকিস্তান ধ্বংসকারী প্রস্তাব করি নাই। বরঞ্চ আমি যুক্তি-তর্ক সহকারে দেখাইলাম, আমার সুপারিশ গ্রহণ করিলে পাকিস্তান আরো অনেক বেশী শক্তিশালী হইবে। তথাপি কায়েমী স্বার্থের মুখপাত্ররা আমার বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার এলজাম লাগাইতেছেন। এটা নতুনও নয়, বিস্ময়ের কথাও নয়। পূর্ব পাকিস্তানের মজলুম জনগণের পক্ষে কথা বলিতে গিয়া আমার বাপ-দাদার মত মুরুব্বিরাই এদের কাছে গাল খাইয়াছেন, এঁদের হাতে লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছেন, আর আমি কোন্ ছার? দেশবাসীর মনে আছে, আমাদের নয়নমণি শেরে-বাংলা ফজলুল হককে এঁরা দেশদ্রোহী বলিয়াছেন। দেশবাসী এও দেখিয়াছেন যে, পাকিস্তানের অন্যতম স্রষ্টা পাকিস্তানের সর্বজনমান্য জাতীয় নেতা শহীদ সোহ্রাওয়ার্দীকেও দেশদ্রোহিতার অভিযোগে কারাবরণ করিতে হইয়াছিল এঁদেরই হাতে। অতএব দেখা গেল পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য দাবির কথা বলিতে গেলে দেশদ্রোহিতার বদনাম ও জেল-জুলুমের ঝুঁকি লইয়াই সে কাজ করিতে হইবে। অতীতে এমন অনেক জেল-জুলুম ভুগিবার তদির আমার হইয়াছে। মুরুব্বিদের দোওয়ায়, সহকর্মীদের সহৃদয়তায় এবং দেশবাসীর সমর্থনে সে-সব সহ্য করিবার মত মনের বল আল্লাহ্ আমাকে দান করিয়াছেন। সাড়ে পাঁচ কোটি পূর্ব পাকিস্তানীর ভালোবাসাকে সম্বল করিয়া আমি এই কাজে যে-কোনও ত্যাগের জন্য প্রস্তুত আছি। আমার দেশবাসীর কল্যাণের কাছে আমার মত নগণ্য ব্যক্তির জীবনের মূল্যই বা কতটুকু? মজলুম দেশবাসীর বাঁচার দাবির জন্য সংগ্রাম করার চেয়ে মহৎ কাজ আর কিছু আছে বলিয়া আমি মনে করি না। মরহুম জনাব শহীদ সোহ্রাওয়ার্দীর ন্যায় যোগ্য নেতার কাছে আমি এ জ্ঞান লাভ করিয়াছি। তাঁর পায়ের তলে বসিয়াই এতকাল দেশবাসীর খেদমত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। তিনিও আজ বাঁচিয়া নাই, আমিও আজ যৌবনের কোঠা বহু পিছনে ফেলিয়া প্রৌঢ়ত্বে পৌছিয়াছি । আমার দেশের প্রিয় ভাই-বোনেরা, আল্লাহর দরগায় শুধু এই দোওয়া করিবেন, বাকী জীবনটুকু আমি যেন তাঁদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তিসাধনায় নিয়োজিত করিতে পারি ।

৪ঠা চৈত্র, ১৩৭২ বঙ্গাব্দ

# পরিশিষ্ট-৫

## উনসত্তরের গণআন্দোলনে সর্বদলীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের ১১ দফা

[জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালীর স্বাধিকারের দাবীতে ৬ দফা দাবিতে আন্দোলন গড়ে তুললে স্বৈরশাসক আইয়ুব খান বঙ্গবন্ধুকে প্রথমে গ্রেফতার ও পরে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিব ও অন্যান্য' শিরোনামে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা চালু করে। বিচার যখন শুরু হয় তখন বাংলার জাগ্রত ছাত্রসমাজ উপলব্ধি করে যে, বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হলে চিরদিনের জন্য বাঙালির কণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে যাবে। ১৯৬৯-এর ৪ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ডাকসু' কার্যালয়ে ছাত্রদের ঐক্যবদ্ধ প্ল্যাটফর্ম 'সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গঠন এবং ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচি ১১ দফা ঘোষণা করা হয়।]—সম্পাদক

উনসত্তরের মহান গণআন্দোলনে সংগ্রামী ছাত্রদের ১১ দফা সংগ্রামী ছাত্র সমাজের ডাক—'এগারো দফার দাবীতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়িয়া তুলুন'

স্বৈরাচারী সরকারের দীর্ঘ দিনের অনুসৃত জনস্বার্থবিরোধী নীতির ফলেই ছাত্র সমাজ ও দেশবাসীর জীবনে সংকট ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। শাসনে-শোষণে অতিষ্ঠ হইয়া ছাত্র-জনতা ছাত্র- গণআন্দোলনের পথে আগাইয়া আসিয়াছেন ।

আমরা ছাত্র সমাজ ও দেশবাসীর স্বার্থে নিম্নোক্ত ১১ দফার দাবীতে ব্যাপক ছাত্র-গণআন্দোলনের আহ্বান জানাইতেছি :

১. ক) সচ্ছল কলেজসমূহকে প্রাদেশিকীকরণের নীতি পরিত্যাগ করিতে হইবে এবং জগন্নাথ কলেজসহ প্রাদেশিককীকরণকৃত কলেজসমূহকে পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া দিতে হইবে ।

খ) শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের জন্য প্রদেশের সর্বত্র বিশেষ করিয়া গ্রামাঞ্চলে স্কুল-কলেজ স্থাপন করিতে হইবে এবং বেসরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত স্কুল-কলেজসমূহকে সত্বর অনুমোদন দিতে হইবে। কারিগরী শিক্ষা প্রসারের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, পলিটেকনিক, টেকনিক্যাল ও কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউট স্থাপন করিতে হইবে।

গ) প্রদেশের কলেজসমূহে দ্বিতীয় শিফটে নৈশ আইএ; আইএসসি; আইকম ও বিএ; বিএসসি; বিকম এবং প্রতিষ্ঠিত কলেজসমূহে নৈশ এমএ ও এমকম ক্লাস চালু করিতে হইবে ।

ঘ) ছাত্র বেতন শতকরা ৫০ ভাগ হ্রাস করিতে হইবে। স্কলারশীপ ও স্টাইপেণ্ডের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং ছাত্র আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করার অপরাধে স্কলারশীপ ও স্টাইপেন্ড কাড়িয়া লওয়া চলিবে না ।

ঙ) হল, হোস্টেলের ডাইনিং হল ও কেন্টিন খরচের শতকরা ৫০ ভাগ সরকার কর্তৃক 'সাবসিডি' হিসেবে প্রদান করিতে হইবে ।

চ) হল ও হোস্টেল সমস্যার সমাধান করিতে হইবে।

ছ) মাতৃভাষার মাধ্যমে সর্বস্তরে শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। অফিস আদালতে বাংলা ভাষা চালু করিতে হইবে। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত সংখ্যক অভিজ্ঞ শিক্ষকের ব্যবস্থা করিতে হইবে। শিক্ষকের বেতন বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং স্বাধীন মতামত প্রকাশের অধিকার দিতে হইবে ।

জ) অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করিতে হইবে। নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার করিতে হইবে ।

ঝ) মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে এবং অটোমেশন প্রথা বিলোপ, নমিনেশনে ভর্তি প্রথা বন্ধ, মেডিকেল কাউন্সিল অর্ডিন্যান্স বাতিল, ডেন্টাল কলেজকে পূর্ণাঙ্গ কলেজে পরিণত করা প্রভৃতি মেডিকেল ছাত্রদের দাবী মানিয়া লইতে হইবে। নার্স াত্রীদের সকল দাবী মানিয়া লইতে হইবে।

ঞ) প্রকৌশল শিক্ষার অটোমেশন প্রথা বিলোপ, ১০% ও ৭৫% রুল বাতিল, সেন্ট্রাল লাইব্রেরীর সুব্যবস্থা, প্রকৌশল ছাত্রদের শেষবর্ষেও ক্লাস দেওয়ার ব্যবস্থাসহ সকল দাবী মানিয়া লইতে হইবে ।

ট) পলিটেকনিক ছাত্রদের 'কনডেন্স কোর্সে'র সুযোগ দিতে হইবে এবং বোর্ড ফাইনালে পরীক্ষা বাতিল করিয়া একমাত্র সেমিস্টার পরীক্ষার ভিত্তিতেই ডিপ্লোমা দিতে হইবে । ঠ) টেক্সটাইল, সিরামিক, লেদার টেকনোলজি এবং আর্ট কলেজ ছাত্রদের সকল দাবী অবিলম্বে মানিয়া লইতে হইবে। আইইআর ছাত্রদের দশ দফা, সমাজ কল্যাণ কলেজ ছাত্রদের, এমবিএ ছাত্রদের ও আইনের ছাত্রদের সমস্ত দাবী মানিয়া লইতে হইবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ

অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে বাণিজ্য বিভাগকে আলাদা 'ফ্যাকাল্টি' করিতে হইবে।

ড) কৃষি বিদ্যালয় ও কলেজ ছাত্রদের ন্যায্য দাবী মানিয়া লইতে হইবে। কৃষি ডিপ্লোমা ছাত্রদের 'কনডেন্স কোর্সে'র দাবীসহ কৃষি ছাত্রদের সকল দাবী মানিয়া লইতে হইবে । ঢ) ট্রেনে, স্টিমারে ও লঞ্চে ছাত্রদের 'আইডেন্টিটি কার্ড' দেখাইয়া শতকরা পঞ্চাশ ভাগ কন্সেসনে টিকেট দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে। মাসিক টিকেটেও এই 'কন্সেসনে' টিকেট দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে। মাসিক টিকেটেও এই 'কন্সেসন' দিতে হইবে। পশ্চিম পাকিস্তানের মতো বাসে ১০ পয়সা ভাড়ায় শহরের যে কোন স্থানে যাতায়াতের ব্যবস্থা করিতে হইবে। দূরবর্তী অঞ্চলে বাস যাতায়াতেও শতকরা ৫০ ভাগ 'কন্সেসন' দিতে হইবে। ছাত্রীদের স্কুল-কলেজে যাতায়াতের জন্য পর্যাপ্ত বাসের ব্যবস্থা করিতে হইবে। সরকারী ও আধা-সরকারী উদ্যোগে আয়োজিত খেলাধূলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ছাত্রদের শতকরা ৫০ ভাগ 'কন্সেসন' দিতে হইবে।

ণ) চাকুরীর নিশ্চয়তা বিধান করিতে হইবে।

ত) কুখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স সম্পূর্ণ বাতিল করিতে হইবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতে হইবে ।

থ) শাসকগোষ্ঠীর শিক্ষা সংকোচন নীতির প্রামাণ্য দলিল জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ও হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট সম্পূর্ণ বাতিল করিতে এবং ছাত্রসমাজ ও দেশবাসীর স্বার্থে গণমুখী ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ব্যবস্থা কায়েম করিতে হইবে।

২. প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। বাক-স্বাধীনতা, ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দিতে হইবে। দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিতে হইবে ।

৩. নিম্নলিখিত দাবীসমূহ মানিয়া লইবার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতে হইবে ।

ক) দেশের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো হইবে ফেডারেশন শাসনতান্ত্রিক রাষ্ট্রসংঘ এবং আইন পরিষদের ক্ষমতা হইবে সার্বভৌম ।

খ) ফেডারেল সরকারের ক্ষমতা দেশরক্ষা, বৈদেশিক নীতি ও মুদ্রা এই কয়টি

বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকিবে । অপরাপর সকল বিষয়ে অঙ্গ রাষ্ট্রগুলির ক্ষমতা হইবে নিরঙ্কুশ ।

গ) দুই অঞ্চলের জন্য একই মুদ্রা থাকিবে। এই ব্যবস্থায় মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে থাকিবে । কিন্তু এই অবস্থায় শাসনতন্ত্রে এমন সুনির্দিষ্ট বিধান থাকিতে হইবে যে, যাহাতে পূর্ব পাকিস্তানের মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হইতে না পারে। এই বিধানে পাকিস্তানে একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থাকিবে। দুই অঞ্চলে দুইটি পৃথক রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থাকিবে এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক অর্থনীতি প্রবর্তন করিতে হইবে ।

ঘ) সকল প্রকার ট্যাক্স, খাজনা, কর ধার্য ও আদায়ের সকল ক্ষমতা থাকিবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। ফেডারেল সরকারের কোন কর ধার্য করিবার ক্ষমতা থাকিবে না। আঞ্চলিক সরকারের আদায়ী রেভিনিউর নির্ধারিত অংশ আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে ফেডারেল তহবিলে জমা হইবে। এই মর্মে রিজার্ভ ব্যাঙ্কসমূহের উপর বাধ্যতামূলক বিধান শাসনতন্ত্রে থাকিবে ।

ফেডারেশনের প্রতিটি রাষ্ট্র বহিঃবাণিজ্যের পৃথক হিসাব রক্ষা করিবে এবং বহিঃবাণিজ্যের মাধ্যমে অর্জিত মুদ্রা অঙ্গ রাষ্ট্রগুলির এক্তিয়ারাধীন থাকিবে। ফেডারেল সরকারের প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রা অঙ্গ রাষ্ট্রগুলি সমানভাবে অথবা শাসনতন্ত্রের নির্ধারিত ধারা অনুযায়ী প্রদান করিবে। দেশজাত দ্রব্যাদি বিনা শুল্কে অঙ্গ রাষ্ট্রগুলির মধ্যে আমদানী-রপ্তানী চলিবে এবং ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে বিদেশী রাষ্ট্রগুলির সাথে চুক্তি সম্পাদনের, বিদেশে ট্রেড মিশন স্থাপনের এবং আমদানী-রপ্তানী করিবার অধিকার অঙ্গ রাষ্ট্রগুলির হাতে ন্যস্ত করিয়া শাসনতন্ত্রে বিধান করিতে হইবে।

চ) পূর্ব পাকিস্তানকে মিলিশিয়া বা প্যারা মিলিটারী রক্ষী বাহিনী গঠনের ক্ষমতা দিতে হইবে। পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র কারখানা নির্মাণ ও নৌবাহিনীর সদর দফতর হইবে। পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র কারখানা নির্মাণ ও নৌবাহিনীর সদর দফতর স্থাপন করিতে হইবে । ৪. পশ্চিম পাকিস্তানের বেলুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধুসহ সকল প্রদেশের স্বায়ত্তশাসন প্রদান করতঃ সাব-ফেডারেশন গঠন ।

৫. ব্যাঙ্ক-বীমা, পাট ব্যবসা ও বৃহৎ শিল্প জাতীয়করণ করিতে হইবে।

৬. কৃষকের উপর হইতে খাজনা ও ট্যাক্সের হার হ্রাস করিতে হইবে এবং

বকেয়া খাজনা ও ঋণ মওকুফ করিতে হইবে। সার্টিফিকেট প্রথা বাতিল ও তহশিলদারদের অত্যাচার বন্ধ করিতে হইবে। পাটের সর্বনিম্ন মূল্য মণ প্রতি ৪০ টাকা নির্ধারণ এবং আখের ন্যায্য মূল্য দিতে হইবে ।

৭. শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরী বোনাস দিতে হইবে এবং শিক্ষা, বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদির ব্যবস্থা করিতে হইবে। শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী কালাকানুন প্রত্যাহার করিতে হইবে এবং ধর্মঘটের অধিকার ও ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার প্রদান করিতে হইবে।

৮. পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও জল সম্পদের সার্বিক ব্যবহারের ব্যবস্থা করিতে হইবে । ৯. জরুরী আইন প্রত্যাহার, নিরাপত্তা আইন ও অন্যান্য নিবর্তনমূলক আইন প্রত্যাহার করিতে হইবে ।

১০. সিয়াটো, সেন্টো, পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি বাতিল করিয়া জোটবহির্ভূত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি কায়েম করিতে হইবে ।

১১. দেশের বিভিন্ন কারাগারে আটক সকল ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, রাজনৈতিক কর্মী ও নেতৃবৃন্দের অবিলম্বে মুক্তি, গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ও হুলিয়া প্রত্যাহার এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাসহ সকল রাজনৈতিক কারণে জারিকৃত মামলা প্রত্যাহার করিতে হইবে।

সংগ্রামী ছাত্র সমাজের পক্ষে :

আবদুর রউফ

সভাপতি

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগ

খালেদ মোহাম্মদ আলী

সাধারণ সম্পাদক

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগ

সাইফুদ্দিন আহমেদ মানিক

সভাপতি

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন

সামসুদ্দোহা

সাধারণ সম্পাদক

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন

মোস্তফা জামাল হায়দার

সভাপতি

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন

দীপা দত্ত (মাহবুবউল্লাহর অবর্তমানে)

সহ-সম্পাদিকা

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন

ইব্রাহিম খলিল

সভাপতি

ন্যাশনাল স্টুডেন্ট ফেডারেশন (একাংশের সভাপতি)

ফখরুল ইসলাম মুন্সী

সাধারণ সম্পাদক

ন্যাশনাল স্টুডেন্ট ফেডারেশন (একাংশের সভাপতি)

তোফায়েল আহমেদ

সহ-সভাপতি

ডাকসু

নাজিম কামরান চৌধুরী

সাধারণ সম্পাদক

ডাকসু

# পরিশিষ্ট-৫

## LEGAL FRAMEWORK ORDER, 1970

[The following is the text of the Legal Framework Order, 1970 (President's Order No. 2 of 1970) issued here by the President and Chief Martial Law Administrator of Pakistan, General A. M. Yahya Khan: RAWALPINDI, March 1970 ,30.]-Editor

WHEREAS in his first address to the nation on the 26th March, 1969, the President and Chief Martial Law Administrator pledged himself to strive to restore democratic institutions in the country;

And whereas in his address to the nation on the 28th November, 1969, he reaffirmed that pledge and announced that polling for a general election to a National Assembly of Pakistan will commence on the 5th October, 1970;

And whereas he has since decided that polling for elections to the Provincial Assemblies shall commence not latter than the 22nd October, 1970;

And whereas provision has already been made by the Electoral Rolls Order, 1969. for the preparation of electoral rolls for the purpose of election of representatives of the people on the basis of adult franchise;

And whereas it is necessary to provide for the constitution of a National Assembly of Pakistan for the purpose of making provision as to the Constitution of Pakistan in accordance with this Order and a Provincial Assembly for each Province;

Now, therefore, in pursuance of the proclamation of the 25th day of March, 1969, and in exercise of all powers enabling

him in that bebalf, the President and Chief Martial Law Administrator is pleased to make the following Order:

## Short title and commencement

1. (a) This Order may be called the Legal Framework Order, 1970.

(b) It shall come into force on such date as the President may, by, notification in the official Gazette, appoint in this behalf.

## Order to override other laws

2. This Order shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in the Provisional Constitution Order, the Constitution of 1962 of the Islamic Republic of Pakistan or any other law for the time being in force.

## Definitions

3. (a) In this Order, unless there is anything repugnant in the subject or context:

(i) Assembly" means the National Assembly of Pakistan or a Provincial Assembly for a Province provided for in this Order;

(ii) "Commission" means the Election Commission constituted under Article 8;

(iii)" Commissioner" means the Chief Election Commissioner appointed or deemed to be appointed under the Electoral Rolls Order, 1969 (P.O. No. 6 of 1969);

(iv) "Electoral roll" means the electoral roll prepared under the Electoral Rolls Order, 1969 (P.O. No. 6 of 1969);

(v) "Member" means member of an Assembly;

(vi) "Speaker" means the Speaker of the National Assembly; and

(vii) "Centrally Administered Tribal Areas" has the same meaning as in the Province of West Pakistan (Dissolution) Order, 1970.

(b) In relation to the territories included at the commencement of this Order in the Province of West Pakistan, references to a Province and a Provincial Assembly shall be construed as references respectively to a new Province provided for in the Province of West Pakistan (Dissolution) Order, 1970, and the Provincial Assembly for such Province.

## Composition of the National Assembly

4. (a) There shall be a National Assembly of Pakistan consisting of three hundred and thirteen members of whom three hundred shall be elected to fill general seats and thirteen to fill seats reserved for women.

(b) In conformity with the population figures appearing in the Census of 1961, the number of seats in the National Assembly shall be distributed amongst the Provinces and the centrally administered tribal areas, as set out in Schedule I.

(c) Clause (1) shall not be construed as preventing a woman from being elected to a general seat.

## Composition of the Provincial Assemblies

5. (a) There shall be a Provincial Assembly for each Province consisting of the number of members elected to fill general seats and to fill seats reserved for women, as set out in

Schedule II in relation to such Province.

(b) Clause (1) shall not be construed as preventing a woman from being elected to a general seat.

## Principle of election

1) .6) Except as provided in clause (2), the members shall be elected to the general seats from territorial constituencies by direct election on the basis of adult franchise in accordance with law.

(2) The President may, by regulation, make separate provision for election of members from the centrally administered tribal areas.

(3) As soon as practicable after the general election of members of the National Assembly, the members from a Province for the seats reserved for women in that Assembly shall be elected by persons elected to the general seats from that Province in accordance with law.

(4) The members for the seats reserved for women in a Provincial Assembly shall be elected by persons elected to the general seats in that Assembly in accordance with law.

## Casual vacancy

7. Where a seat in the National Assembly has become vacant, an election to fill the vacancy shall be held within three weeks from the occurrence of the vacancy.

## Election Commission for conduct of elections

8. For the purposes of election of the members of an Assembly and matters connected therewith, the President shall constitute an Election Commission consisting of the

following members, namely:

(a) the Commissioner, who shall be the Chairman of the Commission; and (b) two other members, each being a person who is permanent Judge of a High Court.

Qualifications and disqualifications for being a member

9. (a) A person shall, subject to the provisions of Clause (2), be qualified to be elected as, and to be, a member if:

(a) He is a citizen of Pakistan;

(b) He has attained the age of twenty-five years; and

(c) His name appears on the electoral roll for any constituency in the Province or centrally administered tribal areas from which he seeks election.

(b) A person shall be disqualified from being elected as, and from being, a member if:

(a) He is of unsound mind and stands so declared by a competent court; or

(b) He is an undischarged insolvent, unless a period of ten years has elapsed since his being adjudged as insolvent; or

(c) He has been, on conviction for any offence, sentenced to transportation for any term or to imprisonment for a term of not less than two years, unless a period of five years, or such less period as the President may allow in any particular case, has elapsed since his release; or

(d) He has been a member of the President's Council of Ministers at any

time following 1st August, 1969, unless a period of two years or such less period as the President may allow in any particular case, has elapsed since he ceased to be a Minister; or

(e) He holds any office in the service of Pakistan other than an office which is not a whole time office remunerated either by salary or by fee; or

(f) He has been dismissed for misconduct from the service of Pakistan unless a period of five years, or such less period as the President may allow in any particular case, has elapsed since his dismissal; or (g) Such person is the spouse of a person in the service of Pakistan; or (h) He, whether by himself or by any person or body of persons in trust for him or for his benefit or on his account or as a member of a Hindu undivided family, has any share or interest in a contract, not being a contract between a co-operative society and Government, for the supply of goods to, or for the execution of any contract or the performance of any services undertaken by, Government: Provided that the disqualification under sub-clause (h) shall not apply to a person

(i) Where the share or interest in the contract devolves on him by inheritance or succession or or succession or as a legatee, executor or administrator, until the expiration of six months after it has so devolved on him or such longer period as the President may, in any particular case, allow; or

(ii) Where the contract has been entered into by or on behalf of a public company as defined in the Companies Act, 1913 (VII of 1913), of which he is a share-holder but is neither a director holding an office of profit under the company nor a

managing agent; or

(iii) Where he is a member of a Hindu undivided family and the contract has been entered into by any other member of that family in the course of carrying on a separate business in which he has no share or interest.

(3) For the avoidance of doubt, it is hereby declared that a Judge of Supreme Court or a High Court, the Comptroller and Auditor General of Pakistan, the Attorney-General of Pakistan and an Advocate-General of a Province are persons holding offices in the Service of Pakistan.

(4) If any question arises whether a member has, after his election, become subject to any disqualification, the Commissioner shall place the question before the Election Commission and, if the opinion of the Commission be that has become so subject, his seat shall become vacant.

## Bar against Candidature

1) .10) No person shall at the same time be member of more than on Assembly or a member of the same Assembly for more than one constituency.

(2) Nothing in clause (1) shall prevent a person from being at the same time a candidate for election from two or more constituencies, but if a person has been elected as a member for two or more constituencies and does not, within fifteen days of the notification of his election by the constituency by which has been elected last, make a declaration in writing under his hand addressed to the Commissioner specifying the constituency which he wishes to represent, all his seats shall become vacant, but so long as he is a member for two or more constituencies he shall not sit or vote in an Assembly.

## Resignation, etc.

1) .11) A member may resign his seat by notice in writing under his hand addressed to the Speaker.

(2) If a member is absent from the Assembly without leave of the Speaker for fifteen consecutive sitting days, his seat shall become vacant.

(3) If a member fails to take and subscribe an oath in accordance with Article 12 within a period of seven days from the date of the first meeting of the Assembly after his election, his seat shall become vacant:

Provided that the Speaker or, if the Speaker has not been elected, the Commissioner, may, before the expiration of the said period, for good cause shown, extend the period.

## Oath of Members of Assembly

12. A person elected as a Member of an Assembly shall, before entering upon the office, take and subscribe, before a person presiding at a meeting of the Assembly, an oath or affirmation in the following form, namely:

"I ... do solemnly swear (or affirm) that I will bear true faith and allegiance to Pakistan and that I will discharge the duties upon which I am about to enter honestly, to the best of my ability, faithfully in accordance with the provisions of the Legal Framework Order, 1970, the law and rules of the Assembly set out in that Order, and always in the interest of the solidarity, integrity, wellbeing and prosperity of Pakistan."

## Date of polling

13. Polling for election to the National Assembly shall

commence on the 5th October, 1970, and polling for election to the Provincial Assemblies shall commence on a date not later than the 22nd October, 1970.

## Summoning of National Assembly, etc.

1) .14) After the close of the general election of members of the National Assembly, the President shall, for the purpose of framing a Constitution for Pakistan, summon the National Assembly to meet on such day and at such time and place as he may think fit; and the National Assembly so summoned shall stand constituted on the day of its first meeting:

Provided that nothing in this clause shall be construed as preventing the President from summoning the National Assembly on the ground that all the seats of the members have not been filled.

(2) After meeting as convened under clause (1), the National Assembly shall meet at such times and places as the Speaker may decide.

(3) The National Assembly shall, subject to reasonable adjournments, meet from day to day to transact its business.

## Right of address, etc. of President

15. The President may address the National Assembly and send a message or messages to the Assembly.

## Speaker and Deputy Speaker

1) .16) The National Assembly shall, as soon as may be, elect two of its members to be respectively the Speaker and Deputy Speaker and shall, so often as the office of Speaker or Deputy Speaker becomes vacant, elect another member to be

the Speaker, or, as the case may be, Deputy Speaker.

(2) Until the Speaker and Deputy Speaker are elected, the Commissioner shall preside at the meetings of the National Assembly and perform the functions of Speaker.

(3) Where the office of the Speaker is vacant, the Deputy Speaker, or, if the office of the Deputy Speaker is also vacant, the Commissioner, shall perform the functions of Speaker.

(4) During the absence of the Speaker from any meeting of the National Assembly, the Deputy Speaker or, if the Deputy Speaker is also absent, such member as may be determined by the rules of procedure of the Assembly, shall perform the functions of Speaker.

(5) A member holding office as Speaker or Deputy Speaker shall cease to hold that office

(a) If he ceases to be a member of the National Assembly;

(b) If he resigns his office by writing under his hand addressed to the President; or

(c) If a resolution expressing want of confidence in him is moved in the Assembly after not less than fourteen days' notice of the intention to move it and passed by the votes of not less than two-thirds of the total number of members of the National Assembly.

## Quorum and Rules of Procedure

17. (a) If, at any time during a meeting of the National Assembly, the attention of the person presiding at the meeting is drawn to the fact that the number of persons present is less than one hundred, the person pesiding shall

either suspend the meeting until the number of members present is not less than one hundred or adjourn the meeting.

(b) The procedure of the National Assembly shall be regulated by the rules of procedure set out in Schedule III; in particular the National Assembly shall decide how a decision relating to the Constitution Bill is to be taken.

(c) The National Assembly may act notwithstanding any vacancy in the seat of a member and no proceedings in the Assembly shall be invalid by reason that some members whose election is subsequently held to have been void, or who, after election, had incurred a disqualification for membership voted or otherwise took part in the proceedings.

## Privileges, etc. of the National Assembly

18. (a) The validity of any proceedings in the National Assembly shall not be called in question in any court.

(b) A member or a person entitled to speak in the National Assembly shall not be liable to any proceedings in any court in respect of anything said or any vote given by him in the Assembly or in any Committee thereof.

(c) The exercise by an officer of the National Assembly of the powers vested in him for the regulation of procedure, the conduct of business or the maintenance of order in or in relation to any proceeding in the Assembly, shall not be subject to the jurisdiction of any court. :

(d) A person shall not be liable to any proceedings in any court in respect of the publication by, or under the authority of the National Assembly of any report, paper, vote or proceedings.

(e) No process issued by a court or other authority shall, except with the leave of the Speaker, be served or executed within the precincts of the place where a meeting of the National Assembly or of any Committee thereof is being held.

## Allowances and privileges of Members

19. The Speaker, the Deputy Speaker and the other Members shall be entitled to such allowances and privileges as the President may, by order, prescribe.

## Fundamental principles of the Constitution

20. The Constitution shall be so framed as to embody the following fundamental principles:-

(a) Pakistan shall be a Federal Republic to be known as the Islamic

Republic of Pakistan in which the Provinces and other territories which are now and may hereinafter be included in Pakistan shall be so united in a Federation that the independence, the territorial integrity and the national solidarity of Pakistan are ensured and that the unit of the Federation is not in any manner impaired.

(b) (i) Islamic ideology which is the basis for the creation of Pakistan shall be preserved: and

(ii) the Head of the State shall be a Muslim.

(c) (i) Adherence to fundamental principles of democracy shall be ensured by providing direct and free periodical elections to the Federal and the Provincial Legislatures on the basis of population and adult franchise;

(ii) the fundamental rights of the citizens shall be laid down

and guaranteed;

(iii) the independence of the judiciary in the matter of dispensation of justice and enforcement of the fundamental rights shall be secured. (d) All powers including legislative, administrative and financial, shall be so distributed between the Federal Government and the Provinces that the Provinces shall have maximum autonomy, that is to say maximum legislative, administrative and financial powers, but the Federal Government shall also have adequate powers including legislative, administrative and financial powers to discharge its responsibilities in relation to external and internal affairs and to preserve the independence and territorial integrity of the Country.

(e) It shall be ensured that-

(i) The people of all areas in Pakistan shall be enabled to participate fully in all forms of national activities; and

(ii) within a specified period, economic and all other disparities between the Provinces and between different areas in a Province are removed by the adoption of statutory and other measures.

## Preamble of the Constitution

21. The Constitution shall contain, in its preamble, an affirmation that

(a) The Muslims of Pakistan shall be enabled, individually and collectively, to order their lives in accordance with the teachings of Islam as set out in the Holy Quran and Sunnah; and

(b) the minorities shall be enabled to profess and practice

their religions freely and to enjoy all rights, privileges and protection due to them as citizens of

## Directive Principles

22. The Constitution shall set out directive principles of State policy by which the State shall be guided in the matter of

(a) Promoting Islamic way of life;

(b) Observance of Islamic moral standards;

(c) Providing facilities for the teaching of Holy Quran and Islamiat to the Muslims of Pakistan; and

(d) Enjoining that no law repugnant to the teachings and requirements of Islam, as set out in the Holy Quran and Sunnah, is made.

## National and Provincial Assemblies to be the first Legislatures

23. The Constitution shall provide that-

(a) The National Assembly, constituted under this Order, shall:

(i) be the first Legislature of Federation for the full term if the Legislature of the Federation consists of one House, and

(ii) be the first Lower House of the Legislature of the Federation for the full term if the Legislature of the Federation consists of two Houses.

(b) The Provincial Assemblies elected in accordance with this Order shall be the First Legislatures of the respective Provinces for the full term.

## Time for framing the Constitution

24. The National Assembly shall frame the Constitution in the form of a Bill to e Constitution Bill within a period of one hundred and twenty days from the date of its first meeting, and on its failure to do so shall stand dissolved.

## Authentication of Constitution

25. The Constitution Bill, as passed by the National Assembly, shall be presented to the President for authentication. The National Assembly shall stand dissolved in the event that authentication is refused.

## Purpose for which Assembly may meet

26. (a) Save as provided in this Order for the purpose of framing a Constitution for Pakistan, the National Assembly shall not meet in that capacity, until the Constitution Bill passed by that Assembly and authenticated by the President, has come into force.

(b) A Provincial Assembly shall not be summoned to meet until after the Constitution Bill passed by the National Assembly has been authenticated by the President, and has come into force.

## Interpretation and Amendment of Order, etc,

27. (a) Any question or doubt as to the interpretation of any provision of this Order shall be resolved by a decision of the President, and such decision shall be final and not liable to be questioned in any Court.

(b) The President, and not the National Assembly, shall have the power to make any amendment in this Order.

## SCHEDULE I-Art. 2) 4)

## National Assembly of Pakistan

East Pakistan

The Punjab

General

Women

162

7

82

3

Sind

Baluchistan

The North-West Frontier Province

Centrally Administered Tribal Areas

27

1

4

1

18

1

7

Total 300

13

## SCHEDULE II-Art. 1) 5)

## Provincial Assembiles

East Pakistan

The Punjab

Sind

Baluchistan

The North-West Frontier Province

General

300

Women

10

180

6

60

2

20

1

40

2

## SCHEDULE III- Art. 2) 17)

## RULES OF PROCEDURE

### Short Title

1. These rules may be called the National Assembly Rules of Procedure, 1970.

### Definitions

2. In these rules unless there is anything repugnant in the subject or context, (a) "Assembly" means the National Assembly of Pakistan; (6) "Bill' means a Bill seeking to frame a Constitution for Pakistan;

(c) "Commissioner" means the Chief Election Commissioner appointed or deemed to be appointed under the Electoral Rolls Order, 1969 (P.O. No. 6 of 1969);

(d) "Committee" means a Committee, including a Select Committee, appointed by the Assembly;

(e) "Member in charge", in relation to a Bill, means the Member by whom the Bill has been introduced, and includes any other Member permitted by the Speaker to do in relation to the Bill anything which the Member in charge can do;

(f) "Secretary" means the Secretary of the Assembly; (8) "Speaker" means the Speaker of the Assembly.

### Function of the Assembly

3. (a) The function of the Assembly shall be to frame a Constitution for Pakistan.

(b) The Constitution shall be drawn up and passed by the

Assembly in the form of a Bill.

## Election of Speaker and Deputy Speaker

4. (a) At the first meeting of the Assembly, the Commissioner shall, after the Members have taken the oath, call upon the Members to elect a Speaker and a Deputy Speaker.

(b) Any Member may propose another Member with his consent for election as Speaker or as Deputy Speaker by communicating to the Secretary in writing the name of Member he proposes.

(c) No Member shall propose more than one Member for election as Speaker or as Deputy Speaker.

(d) The Secretary shall read out separately the names of the Members nominated for election as Speaker and as Deputy Speaker.

(e) Immediately after the names have been read out by the Secretary, any Member who has been nominated for election may withdraw his candidature.

(f) Where, after withdrawals, if any, only one person is left as the candidate for election as Speaker or as Deputy Speaker, the Commissioner shall declare such candidate to have been elected as Speaker or, as the case may be, Deputy Speaker.

(g) Where there are more candidates than one for election as Speaker or as Deputy Speaker, the Secretary shall read out to the Assembly the names of such candidates, and the Assembly shall then proceed to elect the Speaker and Deputy Speaker by secret ballot which shall be held in such manner as the Commissioner may direct.

(h) Where there is equality of votes between two or more candidates and the addition of one vote for one such candidate would entitle him to be declared elected, the Commissioner shall forthwith draw a lot in respect of such candidates and the candidate on whom the lot falls shall be declared to have been elected as Speaker or, as the case may be, Deputy Speaker.

## Speaker to preside over deliberations

5. (a) Deliberations of the National Assembly shall be presided over by the Speaker and, in his absence, by the Deputy Speaker and, in the absence of both the Speaker and the Deputy Speaker, by the person whose name is highest on the panel of Chairmen from amongst those present at the sitting,

(b) If at any time at a sitting of the Assembly neither the Speaker nor the Deputy Speaker nor any person on the Panel of Chairmen is present, the Secretary shall inform the Assembly of the fact and the Assembly shall, by a motion, elect one of its members present to preside.

## Powers of the Speaker

6. (a) The Speaker may, subject to the provisions of this Order, adjourn a meeting of the Assembly and call a meeting of the Assembly after adjournment.

(b) The Speaker Shall:

(i) call a meeeting of the Assembly to order,

(ii) preserve order and decorum and, in the case of disturbance or dis order in the galleries, may cause them to be cleared; and

(iii) decide all points of order,

(c) The Speaker shall have all powers necessary for the purposes of enforcing his decisions.

## Panel of Chairmen

7. The Speaker shall nominate from amongst Members of the Assembly a panel of not more than four Chairmen and arrange their names in an order of precedence.

## Power of the person presiding

8. The person presiding over a meeting of the Assembly shall have the same powers as the Speaker while presiding over such meeting; and all references in these rules to the Speaker as presiding officer shall be deemed to include a reference to such person.

## Conduct of business in the Assembly

9. The business of the Assembly shall be brought before it by means of:-

(a) A motion;

(b) Amendment to a motion or an amendment to an amendment; and

(c) Report of a Committee.

## Time for meetings

10. The meeting of the Assembly shall commence at 9 a.m. unless otherwise resolved by the Assembly or directed by the Speaker.

## Arrangement of business

11. (a) A list of business for the day shall be prepared by the Secretary and, after it has been approved by the Speaker, a copy thereof shall be supplied for the use of every Member before the commencement of the business of the day. The list thus prepared shall be called the "Orders of the Day".

(b) Save as otherwise provided in these rules, no business, not included in the Orders of the Day, shall be transacted on any day at any meeting without the leave of the Speaker.

(c) All business appointed for any day and not disposed of on that day shall stand over until the next working day, unless the Speaker otherwise directs.

## 'Notice of motion

12. (a) Unless otherwise directed by the Speaker, notice of every motion, accompanied by a copy of the motion, shall be given not later than the day preceding the day on which the motion is to be moved.

(b) Every motion required by these rules shall be in writing addressed to the Secretary and signed by the Member giving notice and shall be left at the Notice Office of the Assembly.

(c) Notice left at the Notice Office when it is closed shall be treated as given on the next open day.

(d) Where notice of a motion has been given, the Secretary shall send a copy of the motion to the Members as soon as possible after notice has been received.

(e) No notice shall be required:

(i) For a motion for adjournment of the consideration of the motion which is under discussion; or

(ii) For a motion for reference back to a Committee.

## Disallowance and withdrawals of motions

13. (a) Unless permitted by the person presiding over the meeting, no motion which is subtantially the same as a question which the Assembly has decided in the affirmative or the negative shall be made.

(b) The Speaker may disallow any motion or any part thereof on the ground that it is frivolous or dilatory or that it is an infringement of these rules.

(c) The Speaker may allow any Member to withdraw a motion standing in his name.

## Seating of Members

14. The Members shall sit in such order as the Speaker may direct.

Members to rise when speaking

15. A Member desiring to make any observation on any matter before the Assembly shall rise or, if unable to do so shall, otherwise intimate his desire to the Speaker and shall only speak when called upon to do so by the Speaker and shall address the House standing except when permitted otherwise. If, at any time, the Speaker rises, the Member shall cease speaking and take his seat.

## Time-limit for speeches

The Speaker may, if he thinks fit, prescribe a time-limit for

speeches.

## Language of the assembly

17. (a) The members shall address the Assembly in Urdu, Bengali or English, provided that the Speaker may permit any Member who cannot adequately express himself in any of these languages to address the Assembly in his mother-tongue.

(b) If a Member desires that an English translation of a summary of his speech delivered in a language other than Urdu, Bengali or English should be read to the Assembly, he shall supply a copy to the Speaker who may, in his discretion, allow it to be read to the Assembly. Such translation, if read to the Assembly, shall be included in the record of the proceedings of the Assembly.

(c) The official records of the proceedings of the Assembly shall be kept in Urdu, Bengali and English.

## Decision on matters before Assembly

18. (a) A matter requiring the decision of the Assembly shall be brought forward by means of a question put by the Speaker.

(b) The Assembly shall decide how a decision relating to the Constitution Bill is to be taken, that is, whether by simple majority or by any other special procedure.

(c) Votes may be taken by voices or division and shall be taken by division if any Member so desires.

(d) The Speaker shall determine the method of taking votes by division.

(e) The result of a division shall be announced by the Speaker and shall not be challenged.

## Amendments

19. (a) An amendment shall be relevant to the motion to which it is proposed.

(b) An amendment which has merely the effect of a negative vote on the original motion shall not be moved.

(c) Except as permitted by the Speaker

(i) Notice of any amendment to a motion shall be given not later than the day preceding the day on which the motion is to be moved; and

(ii) Notice of any amendment to an amendment shall be given before the Assembly meets for the day on which the amendment is to be moved.

(d) The Speaker may disallow any amendment which he considers to be frivolous or dilatory.

(e) The Speaker may put amendments to the vote in any order he may choose.

## Re-opening of Decisions of the Assembly

20. No matter, which has once been decided by the Assembly, shall be re- opened except with the consent of the Assembly.

## Closure

21. Any time after a motion has been made, any Member may move "that the question be now put" and, unless it appears to the Speaker that the motion is an infringement

of the right of reasonable debate, the Speaker shall put the motion "that the question be now put," and if the motion is accepted, no further discussion shall be permitted except for a reply by the Member who originally made the motion.

## Irrelevance or repetition

22. The Speaker, after having called the attention of the Assembly to the conduct of a Member who persists in irrelevance or in tedious repetition, either of his own arguments or of the arguments used by other Members in debate, may direct him to discontinue his speech, and the Member shall thereupon resume his seat.

## Limitations on Debate

23. The matter of every speech shall be strictly relevant to the matter before the Assembly. A Member while speaking shall not

(a) Speak offensive and insulting words against the character or proceedings of the Assembly;

(b) Utter treasonable or seditious words; or

(c) Use his right of speech for the purpose of wilfully and persistently obstructing the business of the Assembly.

## Members not to speak more than once

24. No Member shall speak more than once on a motion in the Assembly except in the exercise of a right of reply or except with the permission of the Speaker and that only for the purpose of making a personal explanation without introducing any new debatable matter.

## Admission to the Assembly Chambers

25. The admission of persons other than Members to the Assembly Chamber and its galleries during the sittings of the Assembly shall be regulated in accordance with the orders of the Speaker.

Reports of the Proceedings of the Assembly

26. The Secretary shall cause full reports of the proceedings of the Assembly to be printed and supplied to all Members.

## Motion for Leave to Introduce a Bill

27. (a) Any Member may move for leave to introduce a Bill after giving to the Secretary at least two clear days' notice of his intention to do so accompanied by a copy of the Bill.

(b) If a motion for leave to introduce a Bill is opposed, the Speaker, after permitting, if he thinks fit, a brief explanatory statement from the Member who moves and from the Member who opposes the motion, may without further debate put the question.

(c) If the leave to introduce the Bill is granted, the Member may introduce the Bill.

## Publication after Introduction

28. As soon as may be after it has been introduced, a Bill shall be published in the official Gazette.

Motions after Introduction

29. When a Bill is introduced or on some subsequent occasion, the Member in charge may make one of the following motions in regard to his Bill, namely:

(a) That it be taken into consideration by the Assembly either at once or at some future day to be then specified; or

(b) That it be referred to a Select Committee:

Provided that no such motion shall be made until after copies of the Bill have been made available for the use of Members, and that any member may object to any such motion being made unless copies of the Bill have been so made available for three days before the day on which the motion is made; and such objection shall prevail unless the Speaker, in the exercise of his power to suspend this rule, allows the motion to be made.

## Discussion of Principle of Bills

30. (a) On the day on which any such motion is made, or on any subsequent day to which the discussion thereof is postponed, the principle of the Bill and its general provisions may be discussed, but the details of the Bill must not be discussed further than is necessary to explain its principle.

(b) At this stage, no amendments to the Bill may be moved but if the Member in charge moves that his Bill be taken into consideration, any Member may move as an amendment that the Bill be referred to a Select Committee.

### Persons by whom Motions in respect of Bills may be made

31. Unless the Speaker permits any other Member to act as the Member in charge, no motion that a Bill be taken into consideration or be passed shall be made by any Member other than the Member in charge; and no motion that a Bill be referred to a Select Committee shall be made by any Member other than the Member in charge except by way of

amendment to a motion made by the Member in charge.

## Procedure after Presentation of Report

32. (a) After the presentation of the report of the Select Committee on a Bill, the Member in charge may move

(i) That the Bill as reported by the Select Committee be taken into con sideration:

Provided that any Member may object to its being so taken into consideration if a copy of the report has not been made available for the use of Members and such objection shall prevail unless the Speaker allows the report to be taken into consideration; or

(ii) That the Bill as reported by the Select Committee be recommitted either

(a) Without limitation; or

(b) With respect to particular clauses or amendments only; or

(c) With instructions to the Select Committee to make some parti cular or an additional provision in the Bill.

(b) If the Member in charge moves that the Bill be taken into consideration, any Member may move as an amendment that the Bill be recommitted.

## Proposal of Amendments

33. (a) When a motion that a Bill be taken into consideration has been carried any Member may propose an amendment of the Bill.

(b) A Member who intends to propose an amendment shall give notice thereof to the Secretary together with a copy of the amendment.

(c) The Secretary shall cause a copy of the amendment to be made available for the use of every Member.

## Amendments Procedure

34. Amendments shall ordinarily be considered in the order of the clauses of the Bill to which they respectively relate, and in respect of any such clause a motion shall be deemed to have been made "that his clause (or, as the case may be, that this clause, as amended) stand part of the Bill".

## Submission of Bills Clause by Clause

35. When a motion that a Bill be taken into consideration has been carried, it shall be in the discretion of the Speaker to submit the Bill or any part of the Bill to the Assembly clause by clause and when he does so, the Speaker shall call each clause separately and when the amendments relating to it have been dealt with shall put the question "That his clause (or, as the case may be, that this clause, as amended) stand part of the Bill".

## Passing of Bills

36. (a) When a motion that a Bill be taken into consideration has been carried and no amendment of the Bill is made, the Member in charge may at once move that the Bill be passed.

(b) If any amendment of the Bill is made, any Member may object to any motion being made, on the same day, that the Bill be passed, and such objection shall prevail, unless the Speaker allows the motion to be made.

(c) Where the objection prevails, a motion that the Bill be passed may be brought forward on any future day.

(d) No amendment which is neither formal nor consequential upon an amendment made after the Bill was taken into consideration shall be moved to a motion that the Bill be passed.

## Withdrawal of Bills

37. The Member in charge may at any stage move for leave to withdraw the Bill introduced by him; and, if such leave is granted, no further motion may be made with reference to the Bill.

Lapse of Bills

38. When a Bill is passed, all other Bills pending before the Assembly shall lapse.

## Authentication

39. When the Constitutional Bill is passed by the Assembly the Secretary shall submit to the President for authentication a copy thereof signed by the Speaker.

## Committees of the Assembly

40. (a) The Assembly may, besides a Select Committee constituted in relation to a Bill, appoint as many Committees and allocate to each such Committee such business as it may think fit.

(b) The members of the Committee including the Chairman shall be appointed. by the Assembly at the time it appoints the Committee.

(c) A casual vacancy in a Committee shall be filled as soon as possible after it occurs by nomination by the Speaker.

(d) If the Chairman is not present at any meeting of the Committee, the members of the Committee shall elect one of their members to be the Chairman.

(e) In the case of an equality of votes, the Chairman shall have a second or casting vote.

Power of any Committee to act notwithstanding Vacancy

41. (a) Subject to the requirement of a quorum prescribed by or under these rules a Committee appointed by the Assembly shall have power to act notwithstanding any vacancy in the membership thereof.

(b) A Committee may hear expert evidence and representatives of special interests who may desire to place their views before it.

## Quorum of the Committee

42. (a) At the time of the appointment of the Members of a Committee, the number of Members whose presence shall be necessary to constitute a quorum for a meeting of the Committee, and the time within which the Committee shall make its report, shall be fixed by the Assembly.

(b) If at the time fixed for any meeting of the Select Committee, or if at any time during any such meeting, the quorum is not present, the Chairman of the Committee shall either suspend the meeting until a quorum is present or adjourn the meeting to some future day.

(c) Where the Committee has been adjourned in pursuance

of sub-rule (6) on two successive dates fixed for its meeting, the Chairman shall report the fact to the Assembly.

## Voting in Committees

43. (a) All questions at a meeting of a Committee shall be determined by a majority of the Members present and voting.

(b) The Chairman shall not vote except in the event of equality of votes.

## Reports of the Committees

44. (a) A Committee shall make a report relating to the business allocated to it or in the case of a Select Committee on the Bill referred to it.

(6) If any Member of a Committee desires to record a minute of dissent on any point he must sign the report stating that he does so subject to his minute of dissent, and must at the same time hand in his minute.

## Presentation of Report

45. (a) The report of a Committee shall be presented to the Assembly by the Chairman.

(b) The Secretary shall cause every report of a Committee, together with the views of the minority, if any, to be printed in English and a copy thereof made available for the use of every member of the Assembly. The report, with the views of the minority, if any, shall be published in the official Gazette and in the case of the report of a Select Committee, it shall be published together with the Bill as settled in the Committee

## Agenda and Notice of the Meetings of Committees

46. (a) The time-table of business of a Committee and the agenda for each meeting of the Committee shall be determined by the Chairman of the Committee.

(b) Notice of all meetings of a Committee shall be sent to the Members of the Committee.

## Suspension of Rules

47. Whenever any inconsistency or difficulty arises in the application of these rules, any Member may, with the consent of the Speaker, move that any rule may be suspended in its application to a particular motion before the Assembly, and if the motion is carried, the rule in question shall stand suspended.

## Removal of Difficulties

48. Where in the opinion of the Speaker any difficulty is likely to arise in carrying out the provisions of these rules, or in respect of any matter for which no provision or no sufficient provision exists in these rules, the Speaker may make such rules as he thinks fit, not inconsistent with rules, for the purpose of removing the difficulty.

# পরিশিষ্ট-৬

## আমার স্বপ্নের বাংলাদেশ

## বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

[১৯৭০-এর ঐতিহাসিক নির্বাচন উপলক্ষে ২৮ অক্টোবর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতির উদ্দেশে বেতার ও টেলিভিশনে প্রদত্ত ভাষণের পূর্ণ বিবরণী। ভাষণটিতে ব্যক্ত হয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক অর্থনৈতিক কর্মসূচী এবং সাংবিধানিক রূপরেখা। উল্লেখ্য যে, বক্তৃতার কোথাও ভূখণ্ডের নাম পূর্ব পাকিস্তান উল্লেখ করা হয়নি, সর্বত্র 'বাংলাদেশ' বলা হয়েছে।] — সম্পাদক

আজ থেকে চব্বিশ বছর আগে স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াবার রঙ্গীন আশায় বুক বেঁধে এমনি করেই একদিন জনগণ ভোট দিয়েছিলেন পাকিস্তানের পক্ষে। কিন্তু দিন না যেতেই দেখেছেন, পাকিস্তানের জন্মলগ্নে জনগণের দেওয়া সুস্পষ্ট ম্যান্ডেটের প্রতি এদেশের এক শ্রেণীর নেতার বিশ্বাসঘাতকতার ফলে সব স্বপ্ন তাঁদের ভেঙ্গে খান খান হয়ে গিয়েছে। কেবল বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষই নয়, সারা দেশের বারো কোটি মানুষই আজ ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে নিজ দেশে পরবাসী। পরাধীন আমলেও এ চেহারা এদেশের মানুষের ছিল কি না জনগণই তার বিচার করবেন। স্বাধীনতা-উত্তর জীবনে বিগত তেইশটি বছর ধরে সীমাহীন অত্যাচার-নির্যাতন, লাঞ্ছনা- গঞ্জনা, শোষণ ও বঞ্চনা এদেশের মানুষকে পোহাতে হয়েছে, তার সাক্ষ্য কেবল আমি বা আমার দলই নয়, সাক্ষী প্রত্যেকটি সাধারণ মানুষ। তাঁদের সন্তান সালাম-বরকত বুকের রক্ত ঢেলে রাজপথে যে সংগ্রামী চেতনায় আমাদের উদ্বুদ্ধ করে গিয়েছিল, তারি সূত্র ধরে এদেশের আরও শত শত সোনার সন্তানের আত্মদানের পরে হাজার হাজার ছাত্র-শ্রমিক-রাজনৈতিক কর্মীর অপরিসীম নির্যাতন ভোগের ফলশ্রুতিতে এদেশের মানুষ আজ তাদের অধিকার ফিরে পেতে চলেছে। জনগণের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের সৃষ্ট ফসল হিসেবে এইবারই সর্বপ্রথম দেশের আপামর মানুষের মতামত নিয়ে তাদেরই নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা দেশের ভাবী শাসনতন্ত্র রচনার দায়িত্ব সমাধার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে । বিগত দুই যুগের তিক্ত অভিজ্ঞতার পর নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণেরই মতামত নিয়ে পাকিস্তানের বুকে শোষণহীন, ইনসাফের সমাজ প্রতিষ্ঠার উপযোগী একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়নের যে সুযোগ আজ

এসেছে, তার যথাযথ সদ্ব্যবহার ও নির্ভুল প্রয়োগের উপরই এদেশের আপামর জনসাধারণের ভবিষ্যৎ নির্ভরশীল।

## ষড়যন্ত্রের রাজনীতি

পাকিস্তানের বিগত তেইশ বছরের ষড়যন্ত্রের রাজনীতির ধারাক্রমে জাতি আজ এক চরম সঙ্কট- সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে। এই সঙ্কট থেকে জাতিকে মুক্ত করার জন্য দেশব্যাপী যে নির্বাচনের প্রস্তুতি চলছে তাকে উপলক্ষ্য করে প্রতিপক্ষীয় রাজনীতিকরা সেই পুরাতন প্রতিক্রিয়াশীল শোষক সম্প্রদায়ের প্রতিভূদেরকেই আবার ক্ষমতার আসনে বসাবার জন্য উন্মত্ত হয়ে উঠেছেন। একটু তলিয়ে দেখলেই তাদের এ কারসাজি বুঝা কঠিন কিছু নয়। গণবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল শোষণ চক্রের এই বাঙ্গালী দালালরা পাকিস্তানের জন্মাবধি নির্বাচন এড়িয়ে জনগণ থেকে নিজেদেরকে সযত্নে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে রেখে, কখনও পশ্চাদ্বার দিয়ে, কখনও বা লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে সরাসরি গিয়ে কুচক্রী ও কায়েমী স্বার্থের সঙ্গে হাত মিলিয়ে গণস্বার্থের সমাধির উপর নিজেদের ভাগ্যের ইমারত গড়েছেন, আবার আন্দোলন দেখলেই পিঠটান দিয়ে আরাম কেদারায় শুয়ে নূতন কোন সুযোগের প্রতীক্ষায় দিন গুজরান করেছেন। আমাদের বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষের অপপ্রচারের উদ্দেশ্য আর কিছুই নয় । জনগণকে বিভ্রান্ত করে নিজেদের মুরুব্বীদের হয়ে গোপন অভিসন্ধি চরিতার্থ করা। কে না জানে যে, এবারকার নির্বাচনের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। নির্বাচিত হওয়ার সাথে সাথে জাতীয় পরিষদের সদস্যরা কিংবা কোন রাজনৈতিক দল ক্ষমতার মসনদে গিয়ে বসে পড়বেন, সে সুযোগ সেখানে নেই । ১২০ দিনের মধ্যে শাসনতন্ত্র প্রণয়নই হবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাজ। শাসনতন্ত্র প্রণয়ন সমাপ্ত করার পরই কেবল উঠতে পারে মসনদে বসার প্রশ্ন, তার আগে কখনই নয় । নির্ধারিত মেয়াদের আগে শাসনতন্ত্র তৈরীর কাজ সমাধা করতে না পারলে দেশ বিপর্যয়ের কোন্ অতল গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হবে তা ভাবতেও দেশপ্রেমিক মাত্রেরই গা শিউরে উঠার কথা। এতে বিচলিত বোধ করবেন না কেবল তাঁরাই-যাঁরা ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে জনগণকে দূরে সরিয়ে রেখে অনিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ক্ষমতায় বহাল হওয়ার খোয়াব দেখেন অথবা সে কাজে সিদ্ধহস্ত ।

## জনগণের ইচ্ছাই শেষকথা

আওয়ামী লীগ জনগণের ইচ্ছা-অনিচ্ছায় বিশ্বাসী, আর বিশ্বাসী বলেই তাঁদের

হয়ে জন্মাবধি তারা সংগ্রাম করে এসেছে। জনগণের অভিরুচি অনুযায়ী দেশ শাসিত হোক, এই কামনাই তাদের সংগ্রামী চেতনার মূল উৎস। তাই পাকিস্তানের জন্মলগ্নেই জনগণের সুস্পষ্ট ম্যান্ডেটের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে দেশকে যখন বিপথে পরিচালিত করার ষড়যন্ত্র হয়, তখন তা নস্যাৎ করার জন্য তারা দেশব্যাপী জাতীয় ভিত্তিক সাধারণ নির্বাচন চেয়েছে। আর জনগণের প্রতি আস্থাহীন, দেশ ও দেশের সম্পদ লুঠ করে ভাগ্য গড়ার নীতিতে বিশ্বাসী আমাদের প্রতিপক্ষীয় এক শ্রেণীর রাজনীতিকরা কায়েমী স্বার্থ, আমলাতন্ত্র ও পশ্চিমাঞ্চলের সামন্ত নেতৃত্বে, জোতদার-জায়গীরদারদের সাথে হাত মিলিয়ে দেশব্যাপী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সব প্রচেষ্টাই এযাবৎ নস্যাৎ করে এসেছেন। আজও সে চেষ্টার বিরাম নেই ।

সুজলা-সুফলা-শস্যশ্যামলা এই সোনার বাংলাকে শোষণের চারণ ক্ষেত্রে পরিণত করার দুরভিসন্ধিতে মেতে নেপথ্যের এক শ্রেণীর কুচক্রীরা যে মতলব এঁটেছিল, এই বাংলার 'মীর জাফররাই' বার বার সে মতলবের বাস্তবায়নে প্রধান হাতিয়ার হয়ে কাজ করে এসেছে, আর তাই এদেশের তেরো কোটি মানুষের আজ এ দুরবস্থা। ১৯৫৪ সালের ঐতিহাসিক নির্বাচনে কায়েমী স্বার্থ, আমলাতন্ত্র ও পশ্চিমাঞ্চলের সামন্তবাদী নেতৃত্বের চক্র ও চক্রান্তের প্রতিভূ, স্থানীয় যে মুসলিম লীগকে বাংলার বুক থেকে সমূলে উচ্ছেদ করা হয়েছিল, কয়েকটি মাস না যেতেই বাংলার কোন্ সে ছদ্মবেশী 'সু-সন্তানরা' সেই মুসলিম লীগ চক্রের সাথেই রাতারাতি হাত মিলিয়ে বাংলার সাত কোটি মানুষের স্বার্থবিরোধী শাসনতন্ত্র রচনায় মত্ত হয়েছিলেন, তাও কারও অজানা নয়। পরবর্তী কালে দেশে জাতীয় ভিত্তিতে সাধারণ নির্বাচনের প্রস্তুতিপর্বে রাতের অন্ধকারে ক্ষমতা দখল করে ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান যখন এদেশের বারো কোটি মানুষের শত অধিকার ছিনিয়ে নিয়ে দেশব্যাপী 'কবরের শান্তি' প্রতিষ্ঠায় যত্নবান হয়েছিলেন, মোনেম খাঁ জাতীয় বাংলার কোন্ সে মীরজাফর সেই স্বৈরাচারী শাসকের গললগ্ন হয়ে সোনার বাংলাকে অপর অঞ্চলের উপনিবেশ তথা শ্মশানে পরিণত করার চক্রান্ত বাস্তবায়নের 'পবিত্র দায়িত্ব' পালনে সদা সচেষ্ট ছিলেন, সে কাহিনীরও পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন করে না ।

## বাংলার করুণ ইতিহাস

তাই বলি, বাংলা আর বাঙ্গালীর ইতিহাস-সিরাজদ্দৌলা বনাম মীরজাফরের ইতিহাস, বাংলার ইতিহাস- বাংলার আপামর মানুষ বনাম জনাব মোনেম

খাঁদেরই ইতিহাস। এ ইতিহাস বড় করুণ, বড় মর্মন্তুদ । এ ইতিহাস আবার গৌরবদীপ্তও বটে। বাংলার কচি প্রাণ সালাম, বরকতের তপ্ত তাজা রক্তের পিচ্ছিল পথে নুরুল আমীনের, আর সার্জেন্ট জহুর-মনুমিয়া-আসাদ-শম্ভু-আলাউদ্দিন আর আনোয়ারাদের শোক সন্তপ্ত মাতা-পিতা-ভ্রাতা-ভগিনীর তপ্ত অশ্রুর রোষানলে মোনেম খাঁদের ক্ষমতার আসনচ্যুতিও এদেশের ইতিহাসেরই এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। তবু শিক্ষা তাদের হয়নি। হয়তোবা অতীতে যারা ইসলামের দোহাই দিয়ে এ দেশকে কায়েমী স্বার্থের অবাধ শোষণক্ষেত্রে পরিণত করে রেখেছিলেন আপনি আমিও সে ইতিহাস থেকে কোন শিক্ষা নিতে পারিনি। সে শিক্ষা যদি তাদের হোতো অথবা দেশবাসী যদি তা থেকে কোন শিক্ষা গ্রহণে সক্ষম হতেন, তাহলে ১৯৬৯-এর প্রচণ্ড গণঅভ্যুত্থানের মুখে সেদিন যাঁরা নিজ নাম ঠিকানা গোপন করে পালিয়ে বেড়াতে বাধ্য হয়েছিলেন, তারা আজ আবার তাদেরই কথিত এদেশের 'গরু ছাগলের' দরবারে ভোট প্রার্থী হন বা হতে পারেন কোন্ দুঃসাহসে!

আমার বিচারে বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের বিচার বুদ্ধির প্রতি এ এক বিরাট চ্যালেঞ্জ, এক মহা অগ্নিপরীক্ষা। এ চ্যালেঞ্জের জবাব জনসাধারণ কীভাবে দিবেন, এ অগ্নিপরীক্ষায় কিভাবেই বা তাঁরা উত্তীর্ণ হতে চান, তা তাঁদেরই বিবেচ্য।

তবে, আমি যা বুঝি, আমার দলীয় সহকর্মীরা যা বুঝেন অথবা এদেশের সংগ্রামী ছাত্র, কৃষক ও শ্রমিক সমাজ যা বুঝেন, এক কথায় তা হোলো এই যে, এবারকার সাধারণ নির্বাচনই বাংলার সাড়ে সাত কোটি তথা সারা দেশের তেরো কোটি মানুষের ভাগ্য নির্ধারণের প্রথম ও শেষ সুযোগ গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিয়ে কেউ যদি ভেবে থাকেন ভবিষ্যত বংশধরদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধানে তিনি সক্ষম হবেন, তবে ভুল করবেন নিঃসন্দেহে। আর সে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত হয়তোবা কোনদিনই আর সম্ভব হয়ে উঠবে না। জনগণের এতদিনের সংগ্রাম, সাধনা, ত্যাগ ও তিতিক্ষার পর দেশের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের দায়িত্ব ও সুযোগ আবারও যদি সাধারণ মানুষের স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক অধিকার এবং গণতান্ত্রিক নীতি বিরোধী সেই একই পুঁজিবাদী, ধনকুবের, দুর্নীতিপরায়ণ, স্বার্থশিকারী, আমলাতন্ত্র বা একনায়কত্ববাদের হাতে চলে যায় তাহলে দেশ ও দশের সর্বনাশ অবধারিত। আর বয়স্ক ভোটাধিকার ভিত্তিক আসন্ন জাতীয় নির্বাচন কালে জনগণ ভোটাধিকারটুকুর যথাযথ সদ্ব্যবহার ও নির্ভুল প্রয়োগের মাধ্যমে কুচক্রীদের হাত থেকে সে দায়িত্ব ও সুযোগ যদি

ছিনিয়ে আনতে পারেন তবেই দেশ ও দশের কল্যাণ। এই কারণেই আওয়ামী লীগ আসন্ন নির্বাচনে অংশ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং জাতীয় পরিষদে বাংলাদেশের প্রতিটি আসনে প্রার্থী দাঁড় করিয়েছে ।

## মুক্তকণ্ঠের আওয়াজ চাই

ভুললে চলবে না যে, পাকিস্তানে এবারই সর্বপ্রথম জনগণের সত্যিকার প্রতিনিধিদের দ্বারা এ দেশের মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের মূল সম্পদ শাসনতন্ত্র রচিত হতে চলেছে। বাংলাকে শোষণের হাত থেকে বাঁচাতে হলে, এ দেশের বারো কোটি মানুষকে সত্যিকার মুক্তির সন্ধান দিতে হলে চাই মুক্ত কণ্ঠের আওয়াজ-সে আওয়াজ তুলতে হবে বাংলারই জনপ্রতিনিধিদের। পশ্চিম পাকিস্তানের অসহায় মানুষের ভোটে যারা নির্বাচিত হয়ে আসবেন তাদের অধিকাংশই জীবনে সামন্ত স্বার্থেরই প্রতিভূ। তাদের কণ্ঠে কখনও দেশের কৃষক শ্রমিক তথা সর্বহারা মানুষের স্বার্থের কথা ধ্বনিত হতে পারে না। বরং নিজেদের স্বার্থেই তারা চাইবেন গণস্বার্থকে দাবিয়ে রাখতে। জাতীয় পরিষদে তাদেরকে মোকাবিলা করে এদেশের আপামর মানুষের স্বার্থ ও অধিকার ছিনিয়ে এনে পাকাপাকিভাবে শাসনতন্ত্রে স্থান দেওয়ার নিশ্চয়তা দিতে পারে কেবল বাংলার মানুষের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ঐক্য। ভিন্ন ভিন্ন দলের পৃথক চিন্তাধারার প্রতিনিধিদের কণ্ঠে বেসুরো আওয়াজ উঠতে বাধ্য। তার উপর রয়েছে বাংলার মীরজাফরদের ভূমিকা । ইতিমধ্যেই অন্যান্য রাজনৈতিক দল কেউ একশত কেউ বা ৩০/৪০টি আসনে দলীয় প্রার্থী দাঁড় করিয়েছেন। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে এসব দলের সব কয়টিরই শিকড় পশ্চিম পাকিস্তানে। বাংলাদেশের জন্য তাদের এমনই দরদ যে পশ্চিম পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের জন্য আপ্রাণ প্রয়াস পেলেও, বাংলাদেশের বেলায় 'যে কয়টি আসন পাওয়া যায় ভালো' এই নিয়মেই তাঁরা নির্বাচনে নামছেন। তাঁরা যে বাংলার তথা আপামর জনসাধারণের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব গ্রহণে ইচ্ছুক নয়, তার সবচাইতে বড় প্রমাণ তাঁরা নির্বাচনে বাংলাদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের কোন চেষ্টাই করতে চান না। তারা জানেন, যেনতেনো প্রকারে গুটিকয়েক আসন যদি তারা এখান থেকে পার করিয়ে নিতে পারেন তাহলে তাদেরকে বগল দাবা করে যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে বাংলাকে সংখ্যালঘু করে নিজেদের স্বার্থ আদায়ের পথ ঠিকই করে নিতে পারবেন। এ দুরভিসন্ধি সম্পর্কে তাই বাংলার মানুষকে সজাগ থাকতে হবে ।

## সত্যের ভিত্তিতে ছয় দফা

আরেকটি প্রশ্ন হোলো, নির্বাচনকে সামনে রেখে আজ অনেক দলই বাংলার জন্য কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ করে চলেছেন। কিন্তু কিভাবে দেশের দু'অঞ্চলের মধ্যকার অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর হবে, কি করে পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষুদ্রতর প্রদেশগুলির মানুষের স্বার্থ সংরক্ষিত হবে, তার কোন কর্মসূচীই জনসাধারণের সামনে তাঁরা ঘোষণা করেননি। ব্যক্তিগত স্বার্থের রাজনীতি আওয়ামী লীগ করে না। রাজনীতির অঙ্গনে 'ঢাক ঢাক গুড় গুড়' নীতিতেও আমরা বিশ্বাসী নই। তাই, জনগণের জন্য আমরা যা চাই তা সুস্পষ্ট ভাষায়, সরাসরি ঘোষণা করি। একারণে, আমাদের বহু নির্যাতনও পোহাতে হয়, কখনও 'রাষ্ট্রদ্রোহী', কখনও 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' আবার কখনও 'বিদেশী চরে'র আখ্যাও আমাদের পেতে হয়েছে। তবু জনগণের জন্য যা সত্য ও সুন্দর বলে জেনেছি তা থেকে আমরা কখনও বিচ্যুত হইনি। রক্তচক্ষুর সামনে সত্যকে বর্জন করিনি- রক্তচক্ষু দিয়েই তার জবাব দিয়েছি। দীর্ঘ তেইশ বৎসর অত্যাচার, নির্যাতন, শাসন, শোষণ আর বঞ্চনার তিক্ত অভিজ্ঞতার আলোকে বিচার করে সর্বশেষ কর্মসূচী হিসাবে আমার দল ৬ দফাকে জাতির সামনে পেশ করেছে। এদেশের সংগ্রামী ছাত্র সমাজও ৬ দফার সারবত্তা অনুধাবন করে তাদের ১১ দফা কর্মসূচীতে ৬ দফাকে স্থান দিয়ে সংগ্রাম করে চলেছে। পাকিস্তানের বারো কোটি মানুষের সত্যিকার মুক্তিচিন্তার স্বর্ণফসল হিসেবে কাউন্সিল অধিবেশনে ও কর্মী সমাজে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত ৬ দফা। এই কর্মসূচীকে আওয়ামী লীগ কারও উপর জোর করে চাপিয়ে দিতে চায়নি। ৬ দফার গুণাগুণ বিচারের ভার আমরা জনগণের উপরই ছেড়ে দিয়েছি। ৬ দফা বাংলার শ্রমিক-কৃষক-মজুর-মধ্যবিত্ত তথা আপামর মানুষের মুক্তির সনদ, ৬ দফা শোষকের হাত হতে শোষিতের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার ছিনিয়ে আনার হাতিয়ার, ৬ দফা মুসলিম- হিন্দু-খৃস্টান-বৌদ্ধদের নিয়ে গঠিত বাঙ্গালী জাতির স্বকীয় মহিমায় আত্মপ্রকাশ আর আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের চাবিকাঠি, ৬ দফা বাঙ্গালীর আত্মমর্যাদায় সম্মানজনক আত্মপ্রতিষ্ঠার দাবী, ৬ দফার সংগ্রাম আমাদের জীবন মরণের সংগ্রাম । তাই এবারকার নির্বাচনে আমার দলের জয়ের অর্থ ৬ দফারই জয় আর ৬ দফার জয়ের অর্থ এদেশের লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত সাধারণ মানুষের মুক্তি সংগ্রামের জয় ।

## লেবেল সর্বস্ব ইসলাম নয়

আমাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করা হচ্ছে আমরা ইসলামে বিশ্বাসী নই। এ কথার জবাবে আমাদের সুস্পষ্ট বক্তব্য-লেবেল সর্বস্ব ইসলামে আমরা বিশ্বাসী নই। আমরা বিশ্বাসী ইনসাফের ইসলামে। আমাদের ইসলাম হযরত রসুলে করীম (দঃ)-এর ইসলাম, যে ইসলাম জগতবাসীকে শিক্ষা দিয়েছে ন্যায় ও সুবিচারের অমোঘ মন্ত্র। ইসলামের প্রবক্তা সেজে পাকিস্তানের মাটিতে বরাবর যারা অন্যায়, অত্যাচার, শোষণ, বঞ্চনার পৃষ্ঠপোষকতা করে এসেছেন, আমাদের সংগ্রাম সেই মোনাফেকদেরই বিরুদ্ধে। যে দেশের শতকরা ৯৫ জনই মুসলমান সে দেশে ইসলাম বিরোধী আইন পাশের সম্ভাবনার কথা ভাবতে পারেন কেবল তাঁরাই ইসলামকে যারা ব্যবহার করেন দুনিয়াটা ফায়স্থা করে তোলার কাজে ।

কথা তোলা হয়েছে যে, নির্বাচনী ঐক্যজোটে সম্মত না হয়ে আমরা বাংলার স্বার্থেরই ক্ষতি করছি। এর উত্তর হোলো : বাংলার স্বার্থের নিশ্চয়তা বিধানের জন্যই আমরা নির্বাচনী ঐক্যজোটে আর বিশ্বাসী নই। অতীতে বহুবার, এমনকি ১৯৫৪ সালে ঐক্যজোট গঠনের তিক্ত অভিজ্ঞতা আমাদের রয়েছে। বাংলার মানুষ গভীর আশায় বুক বেঁধে যুক্তফ্রন্টকে জয়যুক্ত করেছিল, কিন্তু আমরা দেখেছি যুক্তফ্রন্টের নাম নিয়েই আওয়ামী লীগ সদস্যরা ছাড়া আর সব অঙ্গ দলের সদস্যরাই কেন্দ্রের সেই ধিকৃত দলটিতেই ভিড়ে গিয়েছেন, যে দলকে দু'দিন আগে বাংলার আপামর মানুষ বাংলার মাটি থেকে সমূলে উৎখাত করেছে। ফলতঃ সর্বনাশ হয়েছে বাংলার আর বাঙ্গালীর, সর্বনাশ হয়েছে এদেশের কোটি মানুষের। তাই, এবার আর আমরা ভিন্ন চিন্তাদর্শের মানুষের সাথে ঐক্যজোট গঠন করে সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি করতে চাই না। এবার আমাদের কথা হোলো কর্মসূচী বলতে কিছু থেকে থাকলে তার ভিত্তিতে জনগণের দরবারে যান, জনগণ আপনাকে গ্রহণ করলে জাতীয় পরিষদে গিয়ে প্রয়োজন হলে আপনার সাথে ঐক্য জোট গঠন করবো, এখন নয় ।

## আমার জীবনের স্বপ্ন

জাতির এ মহা সন্ধিক্ষণে বাংলার জননায়ক শেরে বাংলা পরলোকে, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীও আজ আমাদের মাঝে নেই। মানিক ভাইয়ের ক্ষুরধার লেখনীও আজ চিরতরে স্তব্ধ । প্রাচীন নেতাদের মধ্যে যাঁরা বেঁচে আছেন, তাঁরা অতীতের নিয়মে এখনও পশ্চিমাঞ্চলের সেই কায়েমী স্বার্থের কাছে

নিজেদের বিকিয়ে রেখেছেন, নয়তো নির্জীব নিষ্কর্মা হয়ে বসে পড়েছেন, অন্যের শলা-পরামর্শে বশীভূত হয়ে কথায় ও কাজে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন। শত প্রতিকূলতার মুখে গর্দান খাড়া রেখে কথা বলার মতো নেতৃত্বের আজ বড় অভাব। নিজের সীমাবদ্ধ সামর্থ্যে দেশবাসীর খেদমত করতে গিয়ে অতীতে বহু পরীক্ষার আমাকে সম্মুখীন হতে হয়েছে। আমার সংগ্রামী জীবনের স্বপ্ন ও সাধনার আলোকে বিচার করে নিশ্চিতই আজ আমি বুঝতে পারছি ভাগ্যহত বাংলার-এদেশের আপামর তথা সাধারণ মানুষের চাওয়া ও পাওয়ার বাসনাকে সার্থক রূপ দেওয়ার যে বিরাট গুরু দায়িত্ব আজ আমাদের সামনে, সে দায়িত্ব আজ আমাকেই স্কন্ধে তুলে নিতে হচ্ছে। এদেশের ভাগ্যহত মানুষের ভাগ্য প্রণয়নের দায়িত্ব বাংলার মাটি হতে অঙ্কুরিত আওয়ামী লীগকেই গ্রহণ করতে হবে। আমি ও আমার দল সে দায়িত্ব গ্রহণে সম্পূর্ণ প্রস্তুত। কেবল প্রয়োজন জনগণের দোয়া আর শুভেচ্ছা যা কিনা আমাদের এবারের চলার পথে একমাত্র পাথেয়।

ব্যক্তিগত কৈফিয়ত হিসেবে জনগণের খেদমতে একটিই মাত্র আমার বক্তব্য : নিজের জীবনের বিনিময়ে যদি এদেশের ভাবী নাগরিকদের জীবনকে কণ্টকমুক্ত করে যেতে পারি, আজাদী আন্দোলনের সূচনাতে এদেশের মানুষ মনের পটে যে সুখী সুন্দর জীবনের ছক এঁকেছিল, সে স্বপ্নের বাস্তব রূপায়ণের পথ কিছুটাও যদি প্রশস্ত করে যেতে পারি তা হলেই আমার সংগ্রাম সার্থক মনে করবো।

আমি ক্ষমতার প্রত্যাশী নই । তবু আমার প্রতিপক্ষেরা আমাকে এ অপবাদ দিয়ে চলেছেন। বিগত ২৩ বৎসর ধরে ক্ষমতার আসন আমি কবে কখন আঁকড়ে ধরেছি তার বিবরণ তারা দেন না । বিগত গোল টেবিল বৈঠকের সময় আমাকে প্রধানমন্ত্রীত্বের পদ গ্রহণের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। আমি তা দু'পায়ে ঠেলে দিয়েছি। এতে আমার প্রতিপক্ষের বন্ধুদের অনেকে রুষ্টও হয়েছেন। কিন্তু ব্যক্তিগত লাভালাভ বা স্বার্থের বখরায় শরীক হয়ে দেশবাসীর স্বার্থ জলাঞ্জলি দেওয়া আমার রাজনীতির লক্ষ্য কোনদিন ছিল না, আজও নাই। তাই রুষ্ট হলেও প্রধানমন্ত্রীত্বের প্রলোভনের মুখে বাংলা ও বাঙ্গালীর স্বার্থের প্রশ্নে নিজ বিবেককে আমি বিকিয়ে দিতে চাইনি। তাঁদের দৃষ্টিতে এ আমার অপরাধ হতে পারে কিন্তু আমার মনে হয় দেশবাসীর দৃষ্টিতে নয় ।

## লোকশক্তির প্রত্যাশী

ক্ষমতার প্রত্যাশী আমি নই, তবে শক্তির প্রত্যাশী আমি বটে-কায়েমী স্বার্থ সম্পন্ন অনিচ্ছুক মহলের হাত থেকে দেশবাসীর স্বার্থ ছিনিয়ে আনতে শক্তি আমরা চাই-ই চাই। সে শক্তি জোগাতে পারেন কেবল জনগণই। একারণে জনগণের খেদমতে একটিই মাত্র আমার প্রার্থনা : জাতীয় পরিষদে দাঁড়িয়ে বাংলার মানুষের হয়ে এক কণ্ঠে আওয়াজ তুলে বাংলা ও বাঙ্গালীর স্বার্থ ও অধিকার যাতে আমরা আদায় করে আনতে পারি, তার জন্য জাতীয় পরিষদে বাংলাদেশের ১৬২টি আসনের প্রত্যেকটি আসনে জনগণ আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীকেই ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করুন। কারণ জনগণের শাসনতন্ত্র চাহিদামত পাশ করিয়ে আনতে হলে অনিচ্ছুক প্রতিপক্ষের মোকাবিলায় আমার চাই নির্ভেজাল সংখ্যাগরিষ্ঠতা। এই সংখ্যাগরিষ্ঠতাই হচ্ছে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বিজয়ের চাবিকাঠি । এই সংখ্যাগরিষ্ঠতা যদি তাঁরা আমাকে জাতি, ধর্ম ও দলমত নির্বিশেষে দেন, তাহলে আমি ওয়াদা দিচ্ছি, তাঁদের স্বার্থ ও অধিকার আমি আদায় করে আনবোই। আর যদি আপনাদের বিচারে ভুল হয়, আবার যদি পার্লামেন্টে গিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মতাদর্শের দরুন বাংলার প্রতিনিধিরা দলে দলে ভাগ হয়ে বসে বেসুরো আওয়াজ তোলেন, তাহলে হাতে পেলেও সবই আমাদের নাগালের বাইরে চলে যাবে, আর তার অর্থ হবে এদেশের বারো কোটি মানুষ ও তাদের ভবিষ্যত বংশধরদের সর্বনাশ। এ সর্বনাশে আপনি আমি জ্ঞানতঃ শরীক হতে পারি কিনা, তা বিচারের ভার আপনাদের উপরই আমি ছেড়ে দিচ্ছি।

বাংলার মীরজাফরদের সম্পর্কে আমি আপনাদের সজাগ করে দিয়ে এই কথাই বলতে চাই যে, তেইশটি বছরের অত্যাচার অবিচারে, শোষণ ও শাসনে বাংলার মানুষ আজ নিঃস্ব, সর্বহারা। ক্ষুধায় তাদের অন্ন নেই, পরনে নেই বস্ত্র, সংস্থান নেই বাসস্থানের। বাংলার অতীত আজ লুপ্ত, বর্তমান অনিশ্চিত, ভবিষ্যত অন্ধকার। জাতির এহেন দুর্দিনে বাংলার ভবিষ্যত সন্তানদের বাঁচাবার দায়িত্ব আপনার। জাতীয় জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে এ দায়িত্ব পালনের সুযোগ যদি আপনারা আমাকে ও আওয়ামী লীগকে দেন তাহলে এদেশের কৃষক-শ্রমিক-ছাত্র, মধ্যবিত্ত, যারা আজ সর্বস্ব হারিয়ে রিক্ত ও শূন্য হস্ত, তাদের মুখে ইনশাল্লাহ্ আমরা হাসি ফুটাতে পারবো এ বিশ্বাস আমাদের আছে। বাংলার সকল অধিবাসী-সে সংখ্যাগুরুই হোক বা সংখ্যালঘুই হোক সকলকেই আজ দেশাত্মবোধ নিয়ে জেগে উঠতে হবে,-মরণপণ করে বাংলার মান ইজ্জত

রক্ষার জন্যে এগিয়ে আসতে হবে। গড্ডালিকা প্রবাহে গা ঢেলে দিয়ে আজও যারা ঘুমিয়ে আছেন, তাদেরকে এবার ডাক দিয়ে কেবল বলে যেতে চাই : জাগো, বাঙ্গালী জাগো। তোমাদের জাগরণেই এদেশের বারো কোটি মানুষের মুক্তি ।

সামন্ত নেতৃত্ব-লাঞ্ছিত পশ্চিম পাকিস্তানের আপামর মানুষও আজ তোমাদের দিকেই তাকিয়ে আছে। তোমরা তাদের নিরাশ করো না ।

জয় জনগণের জয় !

জয় বাংলার জয় !!

## সকলের সমান অধিকার, সকলের প্রতি বন্ধুত্ব

যে সঙ্কট আজ জাতিকে গ্রাস করতে চলেছে তার প্রথম কারণ, দেশবাসী রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। দ্বিতীয়, জনগণের এক বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ অর্থনৈতিক বৈষম্যের কবলে পতিত। তৃতীয়, অঞ্চলে অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক বৈষম্যের জন্যে সীমাহীন অবিচারের উপলব্ধি জন্মেছে। প্রধানত, এগুলোই বাঙ্গালীদের ক্ষোভ ও অসন্তোষের কারণ। পশ্চিম পাকিস্তানের অবহেলিত মানুষেরও আজ একই উপলব্ধি ।

আওয়ামী লীগের মেনিফেস্টোতে এসব মৌলিক সমস্যা সমাধানের একটা সুস্পষ্ট পথনির্দেশ করা হয়েছে। দেশে প্রকৃত প্রাণবন্ত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতেই হবে। সেই গণতন্ত্রে মানুষের সকল মৌলিক স্বাধীনতা শাসনতান্ত্রিকভাবে নিশ্চিত করা হবে। আমাদের মেনিফেস্টোতে রাজনৈতিক দল, শ্রমিক সংস্থা, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু বিকাশের রূপরেখা নির্দেশ করা হয়েছে। সংবাদপত্র ও শিক্ষার পূর্ণ স্বাধীনতায় আমরা বিশ্বাসী। সমাজে ক্যান্সারের মতো যে দুর্নীতি বিদ্যমান তাকে নির্মূল করতে আমরা দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধ ।

## অসহনীয় অবিচার

বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় শোষণ ও অবিচারের যে অসহনীয় কাঠামো সৃষ্টি করা হয়েছে, অবশ্যই তার আমূল পরিবর্তন সাধন করতে হবে। জাতীয় শিল্প সম্পদের শতকরা ৬০ ভাগের অধিক আজ দু'ডজন পরিবার করায়ত্ব করেছে। ব্যাংকিং সম্পদের শতকরা ৮০ ভাগ এবং বীমা সম্পদের শতকরা ৭৫ ভাগ এ দুই ডজন পরিবারের কুক্ষিগত। ব্যাঙ্কের লগ্নীকৃত অর্থের শতকরা ৮২ ভাগ

আজ মোট জমাকারীদের মাত্র শতকরা ৩ জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। দেশে যে কর প্রথা কায়েম রয়েছে, তা বিশ্বের সবচাইতে পশ্চাৎমুখী ব্যবস্থা। বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলিতে যখন প্রত্যক্ষ করের মাধ্যমে মোট জাতীয় উৎপাদনের শতকরা ৬ ভাগ আদায় করা হয় সেক্ষেত্রে আমাদের দেশের প্রত্যক্ষ করের মাধ্যমে মোট জাতীয় উৎপাদনের শতকরা ২ ভাগ অর্থ আদায় হয়। অপর পক্ষে, লবণের মতো অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদির উপরেও নিপীড়নমূলক পরোক্ষ কর বসানো হয়েছে। সংরক্ষিত বাজার, ট্যাক্স হলিডে, বোনাস ভাউচারের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণে সাবসিডি প্রদান এবং কৃত্রিমভাবে নিম্নহারে বিদেশী মুদ্রার ঋণ, অর্থ বরাদ্দ প্রভৃতি ব্যবস্থা একচেটিয়াবাদ ও কার্টেল প্রথার সুযোগ করে দিয়েছে ।

ছিটেফোঁটা ভূমি সংস্কার সত্ত্বেও সামন্ত প্রভুরা রাজকীয় ঐশ্বর্যের অধিকারী রয়েছেন। তাঁরা সীমাহীন সুযোগ সুবিধা ভোগ করছেন। তাঁদের সমৃদ্ধি ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। কিন্তু তারই পাশাপাশি অসহায় দরিদ্র কৃষকের অবস্থার দিন দিন অবনতি ঘটেছে। কেবলমাত্র বেঁচে থাকার তাগিদে জনসাধারণ দিনের পর দিন গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসছে। সরকারী পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেশের মোট শ্রমশক্তির এক-পঞ্চমাংশ অর্থাৎ প্রায় ৯০ লক্ষ শ্রমজীবী মানুষ আজ বেকার। জীবন-যাত্রার দ্রুত ব্যয়বৃদ্ধির সম্পূর্ণ চাপ এসে পড়েছে শিল্প-শ্রমিক ও মেহনতী সম্প্রদায়ের উপর। মুদ্রা, মজুরী যা বাড়ছে-তার তুলনায় জীবনযাত্রার ব্যয় দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে। জীবনযাত্রার সীমাহীন ব্যয়বৃদ্ধির চাপ স্কুল কলেজের শিক্ষক, স্বল্প বেতনভুক কর্মচারী বিশেষ করে চতুর্থ শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীরা আজ হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করছেন।

## ভয়াবহ বৈষম্য

অর্থনৈতিক বৈষম্যের ভয়াবহ চিত্রের দিকে তাকালে দেখা যাবে-গত বাইশ বছরে সরকারী রাজস্ব খাতের মোট ব্যয়ের মাত্র পনেরো শত কোটি টাকার মতো (মোট ব্যয়ের এক-পঞ্চমাংশ) বাংলাদেশে খরচ করা হয়েছে। অথচ এর পাশাপাশি পশ্চিম পাকিস্তানে খরচ করা হয়েছে পাঁচ হাজার কোটি টাকারও বেশি। দেশের সর্বমোট উন্নয়ন ব্যয় খাতে বাংলাদেশে মোট ব্যয়ের এক-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ মাত্র তিন হাজার কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। বিশ বছরে পশ্চিম পাকিস্তান মাত্র তেরো শত কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা আমদানী করেছে। বাংলাদেশের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানে তিনগুণ বেশি বিদেশী দ্রব্য

আমদানী করা হয়েছে। নিজস্ব বিদেশী মুদ্রা আয়ের চাইতেও পশ্চিম পাকিস্তান বাড়তি দু'হাজার কোটি টাকা মূল্যের বিদেশী দ্রব্য আমদানী করতে পেরেছে তার কারণ বাংলাদেশের অর্জিত পাঁচ শ' কোটি টাকার বিদেশী মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তান কুক্ষিগত করেছে। তার উপরেও সর্বপ্রকার বিদেশী সাহায্যের শতকরা ৮০ ভাগ পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যবহৃত হয়েছে।

## চাকুরীতে বাঙ্গালীর বঞ্চনা

সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রের পরিসংখ্যানও ঠিক একই রকমের মর্মান্তিক। স্বাধীনতার তেইশ বছর গত হয়েছে কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরীতে বাঙ্গালীর সংখ্যা আজও মাত্র শতকরা ১৫ ভাগ । দেশরক্ষা সার্ভিসে বাঙ্গালীর সংখ্যা মাত্র ১০ ভাগেরও কম। সার্বিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এ প্রকট বৈষম্যের ফলে বাংলার অর্থনীতি আজ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসের মুখে। বাংলার বেশিরভাগ গ্রামাঞ্চলে দুর্ভিক্ষজনিত অবস্থা বিরাজ করছে। জনগণকে শুধুমাত্র অনাহারের কবল থেকে রক্ষা করার জন্যে ১৭ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানী করতে হচ্ছে। দেশে যে মুদ্রাস্ফীতি প্রকট থেকে প্রকটতর হচ্ছে, তার শিকারে পরিণত হয়ে চলেছে বাংলার অসহায় মানুষ। পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় বাংলাদেশে অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের মূল্য শতকরা ৫৭ থেকে ১০০ ভাগ বেশি। পশ্চিম পাকিস্তানে যেক্ষেত্রে মোটা চাউলের দাম ২০ থেকে ২৫ টাকা সেক্ষেত্রে বাংলাদেশে ঐ একই চাউলের দাম গড়ে ৪৫ থেকে ৫০ টাকা। বাংলায় যে আটার দাম প্রতি মন ৩০ থেকে ৩৫ টাকা, পশ্চিম পাকিস্তানে তা ১৫ থেকে ২০ টাকা। পশ্চিম পাকিস্তানে প্রতি সের সরিষার তেলের দাম মাত্র আড়াই টাকা, কিন্তু বাংলাদেশে প্রতি সের তেলের দাম পাঁচ টাকা। করাচীতে যে সোনার দাম প্রতি ভরি ১৩৫ থেকে ১৪০ টাকা, ঢাকায় সে সোনার মূল্য প্রতি ভরি ১৬০ থেকে ১৭০ টাকা। তারপরেও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বাংলায় সোনা আনার ব্যাপারে কাস্টমস্-এর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে।

গত বাইশ বছরে কেন্দ্রীয় সরকার দেশের অর্থনীতির যে কাঠামো গড়ে তুলেছেন-এসব অবিচার তারই পুঞ্জীভূত ফলশ্রুতি। এ অবিচার দূর করার সাধ্য কেন্দ্রীয় সরকারের নেই। এই সত্যটি প্রমাণিত হয়েছে চতুর্থ পাঁচশালা পরিকল্পনায়। কেন্দ্রীয় সরকার যতো বড় শক্তিশালীই হোক না কেন, অতীতের অন্যায়, অবিচার দূরীকরণে সে যে সম্পূর্ণ ব্যর্থ-চতুর্থ পরিকল্পনার ব্যয় বরাদ্দে সে ব্যর্থতার স্বীকৃতি লিপিবদ্ধ রয়েছে।

আওয়ামী লীগের ৬ দফা কর্মসূচী, যে কর্মসূচী ছাত্র সমাজের ১১ দফা কর্মসূচীতে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে, সে কর্মসূচী আঞ্চলিক অন্যায় অবিচারের বাস্তব সমাধানের পথনির্দেশ করেছে। কেন্দ্রীয় আমলাতন্ত্রে যেখানে বাংলার প্রতিনিধিত্ব মাত্র শতকরা ১৫ ভাগ এবং দেশে যে ধরনের শাসন ব্যবস্থা কায়েম রয়েছে তাতে কেন্দ্রীভূত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার কাছ থেকে সুবিচার আশা করা যায় না। বাংলাদেশ ও অন্যান্য অঞ্চলের রাজনৈতিক প্রতিনিধিরা বৃহত্তর ব্যয় বরাদ্দ আদায়ের চেষ্টা করলে আঞ্চলিক উত্তেজনাই বৃদ্ধি পাবে এবং তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসেবে ফেডারেল সরকারের অস্তিত্বই বিপন্ন হবে। এ অবস্থায় সমস্যা সমূহের একমাত্র সমাধান হতে পারে শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর পুনর্বিন্যাস করে এবং ফেডারেশনের ইউনিটগুলিকে আওয়ামী লীগের ৬ দফার ভিত্তিতে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান করে। প্রস্তাবিত এ স্বায়ত্তশাসনকে পুরোপুরি কার্যকরী করার জন্যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ক্ষমতাও অবশ্যই দিতে হবে। এ জন্যেই মুদ্রা ব্যবস্থা ও অর্থনীতি এবং বিদেশী মুদ্রা অর্জনের উপর ফেডারেশনের ইউনিটগুলির নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা দানের ব্যাপারে আমরা সব সময়ই গুরুত্ব দিচ্ছি। এ কারণে আমরা মনে করি যে, বৈদেশিক বাণিজ্য ও ঋণ সমূহের ব্যাপারে আলাপ আলোচনার ক্ষমতাও ফেডারেশনের ইউনিট সরকারগুলোর হাতে অর্পণ করা উচিত। এভাবে আমরা কেন্দ্রকে সন্দেহ, সংশয় ও বিভেদ সৃষ্টির অভিযোগের আওতার ঊর্ধ্বে রাখতে চাই। ফেডারেশনের ইউনিটগুলিকে অর্থনৈতিক ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান, ফেডারেশন সরকারকে পররাষ্ট্র বিষয়, দেশরক্ষা বিষয় ও নিরাপত্তামূলক শর্তসাপেক্ষে মুদ্রা ব্যবস্থার দায়িত্ব দিয়ে একটা ন্যায়সঙ্গত ভারসাম্যমূলক ফেডারেল রাষ্ট্র কায়েম হতে পারে বলে আমরা বিশ্বাস করি। আমাদের ফেডারেল সরকার পরিকল্পনায় নিখিল পাকিস্তান সার্ভিস ব্যবস্থার বিলোপ সাধন করা হবে এবং ফেডারেল সার্ভিস ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে; জনসংখ্যার ভিত্তিতে সকল অঞ্চল থেকে ফেডারেল চাকুরীতে লোক নিয়োগ করা হবে । আমরা আরো বিশ্বাস করি যে, ফেডারেশনের ইউনিটগুলি যদি মিলিশিয়া অথবা প্যারা-মিলিটারী বাহিনী গঠন করে, তবে তারা কার্যকরীভাবে জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষায় সাহায্য করতে সক্ষম হবে। আমাদের প্রস্তাবিত ফেডারেল পরিকল্পনা সংশয় ও বিরোধের অবসান ঘটিয়ে শক্তিশালী পাকিস্তানের নিশ্চয়তা বিধান করবে। যে অঞ্চলের মানুষ অপর অঞ্চলকে উপনিবেশ বা বাজার হিসেবে ব্যবহার করতে চান-বোধগম্য কারণেই তারা আমাদের এ প্রস্তাবিত পরিকল্পনার বিরোধিতা করবেন। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের পরিকল্পনা পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের পূর্ণ

সমর্থন পাবে ।

আমাদের বিশ্বাস শাসনতান্ত্রিক এ কাঠামোর মাধ্যমেই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দেশে একটা সামাজিক বিপ্লব ঘটানো সম্ভব এবং অন্যায়, অবিচার ও শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার প্রয়োজন মেটানোর জন্যে-দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে দেশবাসীর কঠোর পরিশ্রম ও বিপুল ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজন। আমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে দেশবাসী তখনই সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করবেন যখন ত্যাগ স্বীকারের সাথে সাথে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সকল শ্রেণী ও সকল অঞ্চলের মানুষের মধ্যে সমানভাবে বণ্টন করার আশ্বাস আমরা দিতে পারবো। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির অংশ নিশ্চিত করার জন্যে অর্থনেতিক কাঠামোতে অবশ্যই আমূল পরিবর্তন আনতে হবে। জাতীয়করণের মাধ্যমে ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানীগুলোসহ অর্থনীতির মূল চাবিকাঠিগুলোকে জনগণের মালিকানায় আনা অত্যাবশ্যক বলে আমরা বিশ্বাস করি। অর্থনীতির সব ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ উন্নয়ন সাধিত হবে জনগণের মালিকানায়। নূতন ব্যবস্থায় শ্রমিকগণ শিল্প ব্যবস্থাপনায় ও মূলধন পর্যায়ে অংশীদার হবেন। বেসরকারী পর্যায়ে এর নিজস্ব ভূমিকা পালন করার সুযোগ রয়েছে। একচেটিয়াবাদ ও কার্টেল প্রথার সম্পূর্ণভাবে বিলোপ সাধন করতে হবে। কর ব্যবস্থাকে সত্যিকারের গণমুখী করতে হবে। সৌখিন দ্রব্যাদির ব্যাপারে কড়া বিধিনিষেধ আরোপ করতে হবে। ক্ষুদ্রায়তন ও কুটিরশিল্পকে ব্যাপকভাবে উৎসাহ দিতে হবে। কুটিরশিল্পের ক্ষেত্রে কাঁচামাল সরবরাহের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। তাঁতীদের ন্যায্যমূল্যে সূতা ও রং সরবরাহ করতে হবে। তাদের জন্যে অবশ্যই বাজারীকরণ ও ঋণ দানের সুবিধা করে দিতে হবে। সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্রাকৃতির শিল্প গড়ে তুলতে হবে। গ্রামে গ্রামে এসব শিল্পকে এমনভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে যার ফলে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে বিভিন্ন প্রকার শিল্পসুযোগ পৌঁছায় এবং গ্রামীণ মানুষের জন্যে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। এযাবৎ বাংলার আঁশ পাটের প্রতি ক্ষমাহীন অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হয়েছে। বৈষম্যমূলক বিনিয়োগ হার এবং পরগাছা ফড়িয়া বেপারীরা পাটচাষীদের ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত করছে। পাটের মান, উৎপাদনের হার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধির বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। পাট ব্যবসা জাতীয়করণ, পাটের গবেষণার উপরে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ এবং পাট উৎপাদনের হার বৃদ্ধি করা হলে জাতীয় অর্থনীতিতে পাট

সম্পদ সঠিক ভূমিকা পালন করতে পারে। তুলার প্রতিও একই ধরনের গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। সেজন্যে আমরা মনে করি, তুলা ব্যবসাও জাতীয়করণ করা অত্যাবশ্যক। তুলার মান ও উৎপাদনের হার বৃদ্ধি করার প্রয়োজন রয়েছে। বিগত সরকারগুলো আমাদের অন্যতম অর্থকরী ফসল চা, ইক্ষু ও তামাকের উৎপাদনের ব্যাপারেও যথেষ্ট অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছেন। এর ফলে এসব অর্থকরী ফসলের উৎপাদন আশঙ্কাজনকভাবে হ্রাস পেয়েছে ।

একটা স্বল্পসম্পদের দেশে কৃষি পর্যায়ে অনবরত উৎপাদন হ্রাসের পরিস্থিতি অব্যাহত রাখা যেতে পারে না। দ্রুত উৎপাদন বৃদ্ধির সকল প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। চাষীদের ন্যায্য ও স্থিতিশীল মূল্যের নিশ্চয়তা দিতে হবে ।

## কৃষি বিপ্লব অত্যাবশ্যক

প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের গোটা কৃষি ব্যবস্থাতে বিপ্লবের সূচনা অত্যাবশ্যক। পশ্চিম পাকিস্তানে জায়গীরদারী, জমিদারী, সরদারী প্রথার অবশ্যই বিলুপ্তি সাধন করতে হবে। প্রকৃত কৃষকের স্বার্থে গোটা ভূমি ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। ভূমি দখলের সর্বোচ্চ সীমা অবশ্যই নির্ধারিত সীমার বাইরের জমি এবং সরকারী খাস ভূমিহীন কৃষকের মধ্যে বণ্টন করতে হবে। কৃষি ব্যবস্থাকে অবশ্যই আধুনিকীকরণ করতে হবে। অবিলম্বে চাষীদের বহুমুখী সমবায়ের মাধ্যমে ভূমি সংহতি সাধনে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। সরকার এজন্যে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।

ভূমি রাজস্বের চাপে নিষ্পিষ্ট কৃষককুলের ঋণভার লাঘবের জন্যে অবিলম্বে আমরা ২৫ বিঘা জমি পর্যন্ত জমির খাজনা বিলোপ এবং বকেয়া খাজনা মওকুফ করার প্রস্তাব করেছি। আমরা বর্তমান ভূমি রাজস্ব প্রথাও তুলে দেবার কথা ভাবছি ।

প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বাধিক উন্নয়নের জন্যে বৈজ্ঞানিক তৎপরতা চালাতে হবে। অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে আমাদের বন-সম্পদ, ফলের চাষ, গো-সম্পদ, হাঁস-মুরগীর চাষ, দুগ্ধ খামার সর্বোপরি মৎস্য চাষের ব্যবস্থা করতে হবে। পানি সম্পদ সম্পর্কে গবেষণা এবং নৌ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার জন্যে অবিলম্বে একটি নৌ গবেষণা ইন্সটিটিউট স্থাপন করা প্রয়োজন। অর্থনৈতিক মৌলভিত্তির যে প্রথম তিনটি স্তর সেগুলোকে অবশ্যই অগ্রাধিকার দিতে হবে। বন্যা নিয়ন্ত্রণকে অবশ্যই প্রথম কর্তব্য হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। জরুরী অবস্থার ভিত্তিতে

একটা সুসংহত ও সুষ্ঠু বন্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা আশু প্রয়োজন। পশ্চিম পাকিস্তানে জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ততা দ্রুতগতিতে দূরীভূত করতে হবে। পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে বিজলী সরবরাহ করতে না পারলে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সাধিত হতে পারে না। একটি সম্প্রসারিত কর্মসূচী বাস্তবায়িত করে গ্রামে গ্রামে বিজলী সরবরাহ করতে হবে। এর দ্বারা পল্লী অঞ্চলে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে পারে। পাঁচ বছরে আমরা বাংলাদেশের পঁচিশ শ' কিলোওয়াটস বিজলী উৎপাদন করতে চাই। রূপপুর আণবিক শক্তি এবং জামালগঞ্জের কয়লা প্রকল্প অবিলম্বে বাস্তবায়িত করতে হবে। প্রাকৃতিক গ্যাস অবিলম্বে পুরোপুরিভাবে কাজে লাগাতে হবে। তৃতীয় অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা। যমুনা নদীর উপর সেতু নির্মাণ করে উত্তরবঙ্গের সাথে সরাসরি যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপনের বিষয়টিকে আমরা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিই। সিন্ধু ও পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থানে সিন্ধু নদের উপর এবং বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষা ও কর্ণফুলীর উপরেও সেতু নির্মাণ করতে হবে। আভ্যন্তরীণ নৌ ও সামুদ্রিক বন্দরের উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। সড়ক ও রেল ব্যবস্থার উপরও আমরা যথাযথ গুরুত্ব দিয়েছি।

## শিক্ষাই শ্রেষ্ঠ বিনিয়োগ

সুষ্ঠু সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্যে শিক্ষাখাতে পুঁজি বিনিয়োগের চাইতে উৎকৃষ্ট বিনিয়োগ আর কিছু হতে পারে না। ১৯৪৭ সালের পর বাংলাদেশে প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার পরিসংখ্যান একটা ভয়াবহ সত্য। আমাদের জনসংখ্যার শতকরা ৮০ জন অক্ষরজ্ঞানহীন। প্রতি বছর ১০ লক্ষেরও অধিক নিরক্ষর লোক বাড়ছে। জাতির অর্ধেকেরও বেশি শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। শতকরা মাত্র ১৮ জন বালক ও ৬ জন বালিকা প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করছে। জাতীয় উৎপাদনের শতকরা কমপক্ষে ৪ ভাগ সম্পদ শিক্ষা খাতে ব্যয় হওয়া প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি। কলেজ ও স্কুল শিক্ষকদের বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করতে হবে। নিরক্ষরতা অবশ্যই দূর করতে হবে । ৫ বছর বয়স্ক শিশুদের বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষাদানের জন্যে একটা 'ক্র্যাস প্রোগ্রাম' চালু করতে হবে। মাধ্যমিক শিক্ষার দ্বার সকল শ্রেণীর জন্যে খোলা রাখতে হবে। দ্রুত মেডিকেল ও কারিগরী বিশ্ববিদ্যালয়সহ নয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। দারিদ্র্য যাতে উচ্চ শিক্ষার জন্যে মেধাবী ছাত্রদের অভিশাপ হয়ে না দাঁড়ায় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।

## আঞ্চলিক ভাষার বিকাশ

জীবনের সর্বক্ষেত্রে বাংলা ও উর্দু যাতে ইংরেজীর স্থান দখল করতে পারে-সে ব্যাপারে অবিলম্বে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আঞ্চলিক ভাষার বিকাশ ও উন্নয়নের ব্যাপারে উৎসাহ সৃষ্টি করতে হবে।

নাগরিক জীবনের সমস্যাবলীর দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাবো-নিম্ন আয়ের লোকজন অমানুষিক পরিবেশের মধ্যে বসবাস করছেন। তথাকথিত ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্টগুলি বিত্তবানদের জন্যে বিলাসবহুল আবাসিক এলাকা নির্মাণে ব্যস্ত। আর এদিকে বাস্তহারা ও বিত্তহীনের দল এতটুকু আশ্রয়ের সন্ধানে মাথা কুটে ফিরছে। ভবিষ্যত নগর উন্নয়ন পরিকল্পনায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র নগরবাসীর সুযোগ সুবিধার নিশ্চয়তা থাকতে হবে। অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে অল্প খরচে শহরে বাসগৃহ নির্মাণের ব্যবস্থার প্রয়োজন।

চিকিৎসা ক্ষেত্রেও এক করুণ পরিবেশ বিদ্যমান। আমাদের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৯০ ভাগ মানুষ সামান্যতম চিকিৎসার সুযোগ থেকেও বঞ্চিত। প্রতি ইউনিয়নে একটি করে পল্লী চিকিৎসা কেন্দ্র এবং প্রতি থানা সদরে একটি করে হাসপাতাল অবিলম্বে স্থাপন করা প্রয়োজন । চিকিৎসা গ্র্যাজুয়েটদের জন্যে ন্যাশনাল সার্ভিস প্রবর্তন প্রয়োজন। পল্লী এলাকার জন্যে ন্যাশনাল সার্ভিস প্রবর্তনের প্রয়োজন। পল্লী এলাকার জন্যে বিপুল সংখ্যক প্যারা মেডিকেল পার্সোনেলদের ট্রেনিং দেওয়া দরকার ।

## শ্রমিকের ন্যায্য হিস্যা

গণআন্দোলনের মতই শিল্প শ্রমিকরা অর্থনীতি ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকেন। ট্রেড ইউনিয়ন গঠন, যৌথ দর কষাকষি এবং ধর্মঘটের ব্যাপারে তাদের মৌলিক স্বীকৃতি দিতে হবে। তাদের নিজেদের এবং সন্তানদের বেঁচে থাকার মতো মজুরী, বাসগৃহ, শিক্ষা ও চিকিৎসার সুযোগের ব্যবস্থা করতে হবে। শ্রমিকদের মৌলিক অধিকার খর্বকারী সকল শ্রম আইন বাতিল করতে হবে। শিল্পকারখানায় শ্রমিকদের ন্যায্য হিস্যা দানের মাধ্যমেই তাদের কাছ থেকে শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি আশা করা যায়। সমাজের চাহিদা মেটাতে হলে অর্থনীতির সকল খাতে সর্বোচ্চ পরিমাণ উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে।

অর্থনীতির সর্বত্র মজুরীর কাঠামো ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে পুনর্বিন্যাস করতে

হবে। ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতির গ্রাস থেকে নিম্ন বেতনভুক কর্মচারী ও অল্প উপার্জনশীল ব্যক্তিদের বাঁচাবার জন্যে দ্রব্যমূল্যে স্থিতিশীলতা আনতে হবে ।

সকল নাগরিকের সমান অধিকারে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যদের নিশ্চয় জানা আছে যে, আমরা সব সময়ই সাম্প্রদায়িকতার বিরোধিতা করে আসছি । সংখ্যালঘুরাও অন্যান্য নাগরিকদের মতই সমান অধিকার ভোগ করবে। আইনের সমান রক্ষাকবচ সর্বক্ষেত্রেই পাবে। উপজাতীয় এলাকা যাতে অন্যান্য এলাকার সাথে পুরোপুরি সংযোজিত হতে পারে, তারা যাতে জীবনের সর্বক্ষেত্রে অপর নাগরিকদের মতই সুযোগ সুবিধা ভোগ করে, এজন্যে উপজাতীয় এলাকা উন্নয়নের ব্যাপারে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে ।

পার্বত্য চট্টগ্রাম, উপকূলীয় দ্বীপসমূহ এবং উপকূলবর্তী এলাকায় বসবাসকারীরা যাতে জাতীয় জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে সেজন্যে তাদের সম্পদের সদ্ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন ।

জাতীয় জীবনের সাথে মোহাজেরদের একাত্ম হয়ে যাওয়া উচিত। এর ফলে স্থানীয় জনগণের সাথে মিলেমিশে সর্বক্ষেত্রে তারা স্থানীয় জনগণের মতই সমান সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পারবেন ।

## সুবিচারের নিশ্চয়তা প্রয়োজন

৬ দফা বা আমাদের অর্থনৈতিক কর্মসূচী ইসলামকে বিপন্ন করে তুলেছে বলে যে মিথ্যা প্রচার চালানো হচ্ছে-সে মিথ্যা প্রচারণা থেকে বিরত থাকার জন্যে আমি শেষবারের মতো আহ্বান জানাচ্ছি। অঞ্চলে অঞ্চলে এবং মানুষে-মানুষে সুবিচারের নিশ্চয়তা প্রত্যাশী কোনকিছুই ইসলামের পরিপন্থী হতে পারে না।

পররাষ্ট্র নীতির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে-আজ বিশ্ব জুড়ে যে ক্ষমতার লড়াই চলছে সে ক্ষমতার লড়াইয়ে আমরা কোনমতেই জড়িয়ে পড়তে পারি না। এজন্যে আমাদের অবশ্যই সত্যিকারের স্বাধীন এবং জোট নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করতে হবে।

আমরা ইতিমধ্যেই সিয়াটো, সেন্টো ও অন্যান্য সামরিক জোট থেকে সরে আসার দাবী জানিয়ে এসেছি। ভবিষ্যতেও এ ধরনের কোনও জোটে জড়িয়ে না পড়ার ব্যাপারে আমাদের বিঘোষিত সিদ্ধান্ত রয়েছে। সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ এবং

বর্ণ বৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী নির্যাতিত জনগণের যে সংগ্রাম চলছে-সে সংগ্রামে আমরা আমাদের সমর্থন জানিয়েছি ।

'কারোর প্রতি বিদ্বেষ নয়, সকলের প্রতি বন্ধুত্ব'-এ নীতির ভিত্তিতে বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের বিশেষ করে প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সাথে আমরা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে বিশ্বাসী। আমরা মনে করি, প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সাথে পাকিস্তানের সম্পর্ক স্বাভাবিক হওয়া উচিত, এর মধ্যে আমাদের জনগণের বৃহত্তম স্বার্থ নিহিত রয়েছে। সেজন্যে প্রতিবেশীদের মধ্যে বর্তমান বিরোধসমূহের নিষ্পত্তির উপর আমরা সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করি ।

দেশবাসী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী হলেই এসব কর্মসূচী ও নীতিমালার বাস্তবায়ন সম্ভবপর। আগামী নির্বাচন জাতীয় মৌলিক সমস্যাসমূহ বিশেষ করে ৬ দফার ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে গণভোট রূপে আমরা গ্রহণ করেছি ।

রাজনৈতিক কারণে রাজনৈতিক কর্মী, ছাত্র, শ্রমিকের বিরুদ্ধে ও বিগত গণঅভ্যুত্থানকালীন দায়েরকৃত মামলা, গ্রেফতারী পরোয়ানা ও দণ্ডাদেশ প্রত্যাহার করা হলে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি হবে। বিনা বিচারে আটক সকল রাজবন্দীকেও মুক্তি দিতে হবে ।

## রাজনীতি ও সেনাবাহিনী

জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে সশস্ত্র বাহিনীকে বেসামরিক প্রশাসনের গুরুভার বহন করতে দেওয়া কোন প্রকারেই উচিত নয়। রাজনীতিতেও সশস্ত্র বাহিনীর জড়িয়ে পড়া একেবারেই অনুচিত। উচ্চতর শিক্ষাপ্রাপ্ত পেশাদার সৈনিকদের জাতীয় সীমানা রক্ষার গুরুদায়িত্ব এককভাবে পালন করা বাঞ্ছনীয় ।

পরিশেষে আমি বলতে চাই, জাতি হিসেবে আমাদের সামনে যে চ্যালেঞ্জ এসেছে-আমরা সাফল্যের সাথে তার মোকাবিলা করবোই। প্রকৃত প্রাণবন্ত গণতন্ত্র দেশে প্রতিষ্ঠা করতেই হবে। যাদের নিয়ে পাকিস্তান গঠিত, তারা শুধুমাত্র একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যেই একত্রে বসবাস করতে পারে।

গণতন্ত্র ধ্বংসের যে কোন উদ্যোগ পরিণতিতে পাকিস্তানকেই ধ্বংস করবে। আমাদের ৬ দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে ফেডারেশনের ইউনিটসমূহকে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন মঞ্জুর করে অঞ্চলে অঞ্চলে সুবিচারের নিশ্চয়তা বিধান

করতে হবে। এই ধরনের ফেডারেল গণতান্ত্রিক কাঠামোর আওতায় দেশে সামাজিক বিপ্লবের সূচনার জন্যে প্রগতিশীল অর্থনৈতিক কর্মসূচী বাস্তবায়ন করতে হবে।

আওয়ামী লীগ এ চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে আজ দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আওয়ামী লীগ দেশবাসীর যে সমর্থন ও আস্থার অধিকারী হয়েছে তাতে আমরা বিশ্বাস করি যে, ইনশাল্লাহ্ আমরা সাফল্যের সাথে এ চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে সক্ষম হবো।

# পরিশিষ্ট-৮

## ১৯৭১-এর ৩ জানুয়ারির শপথনামা

[১৯৭১-এর ৩ জানুয়ারি বাঙালী জাতীয়তাবাদের প্রাণপুরুষ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ডাকে লক্ষ লক্ষ মানুষ সমবেত হয় ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান)। নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতি, স্বাধিকারের প্রশ্ন এবং সংবিধান প্রণয়নে বাংলার মানুষের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ জনপ্রতিনিধিবৃন্দের শপথ অনুষ্ঠান গণমহাসমুদ্রের রূপ ধারণ করে। বেলা ২-১০ মিনিটে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মঞ্চে আরোহন করেন। বঙ্গবন্ধুর ডানে ও বাঁয়ে যথাক্রমে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে নবনির্বাচিত সদস্যগণ আর সম্মুখপানে জনতার মহাসমুদ্র। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের অন্যায়-অবিচার বিদূরিত করে সত্য-ন্যায় প্রতিষ্ঠার নিরলস সংগ্রামের শপথমন্ত্র উচ্চারণ করান বঙ্গবন্ধু স্বয়ং। শপথ নামায় গণরায়ের প্রতি একনিষ্ঠরূপে বিশ্বস্ত থাকার এবং সংবিধানে ও বাস্তবে ৬ দফা ও ১১ দফার প্রতিফলন ঘটাতে সর্বশক্তি প্রয়োগ করার অঙ্গীকার করার মধ্য দিয়ে জনপ্রতিনিধিগণ গণসার্বভৌমত্বে অভিষিক্ত হন। এই শপথ অনুষ্ঠান আয়োজনের মধ্য দিয়ে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভবিষ্যৎ 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' সৃষ্টির পথ উন্মুক্ত করেন।]—সম্পাদক

'আমরা জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী লীগ দলীয় নবনির্বাচিত সদস্যবৃন্দ—

শপথ গ্রহণ করছি পরম করুণাময় ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর নামে;

আমরা শপথ গ্রহণ করছি সেইসব বীর শহীদের ও সংগ্রামী মানুষের নামে যাঁরা আত্মাহুতি দিয়ে ও চরম নির্যাতন-নিপীড়ন ভোগ করে-আজ আমাদের প্রাথমিক বিজয়ের সূচনা করেছেন;

আমরা শপথ গ্রহণ করছি এই দেশের-কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, মেহনতী মানুষ তথা সর্বশ্রেণীর জনসাধারণের নামে;

জাতীয় সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে এই দেশের আপামর জনসাধারণ আওয়ামী লীগের কর্মসূচী ও নেতৃত্বের প্রতি যে বিপুল সমর্থন ও অকুণ্ঠ আস্থা জ্ঞাপন করেছেন উহার মর্যাদা রক্ষাকল্পে আমরা সর্বশক্তি নিয়োগ করবো ।

ছয় দফা ও এগারো দফা কর্মসূচীর উপর প্রদত্ত সুস্পষ্ট গণরায়ের প্রতি আমরা একনিষ্ঠরূপে বিশ্বস্ত থাকবো এবং শাসনতন্ত্রে ও বাস্তব প্রয়োগে ছয় দফা কর্মসূচী ভিত্তিক স্বায়ত্তশাসন ও এগারো দফা কর্মসূচীর প্রতিফলন ঘটাতে সর্বশক্তি প্রয়োগ করবো ।

আওয়ামী লীগের নীতি, আদর্শ, উদ্দেশ্য ও কর্মসূচীর প্রতি অবিচল আনুগত্য জ্ঞাপনপূর্বক আমরা অঙ্গীকার করছি যে, অঞ্চলে অঞ্চলে ও মানুষে মানুষে বিরাজমান চরম রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্যের চির অবসান ঘটিয়ে শোষণমুক্ত এক সুখী সমাজের বুনিয়াদ গড়ার এবং অন্যায় অবিচার বিদূরিত করে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবো ।

জনগণ অনুমোদিত আমাদের কার্যক্রমে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির প্রয়াসী যে কোন মহল ও অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে আমরা প্রবল প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলবো এবং সাধারণ মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠাকল্পে যে কোনরূপে ত্যাগ স্বীকার করতঃ আপোষহীন সংগ্রামের জন্যে আমরা সর্বদা প্রস্তুত থাকবো ।

আল্লাহ আমাদের সহায় হোন ।

জয় বাংলা!'

# পরিশিষ্ট-৯

## জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষিত ঐতিহাসিক ৩৫টি নির্দেশাবলি

[১৯৭১-এর ১ মার্চ পাকিস্তানের স্বৈরশাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খান আকস্মিক এক বেতার ভাষণে পূর্বনির্ধারিত ৩ মার্চের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন একতরফাভাবে স্থগিত ঘোষণা করেন। এই বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ আচরণের ফলে বাংলার মানুষ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং উদ্ভূত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগ হাইকমান্ডের সাথে আলোচনা করে বাংলাদেশের প্রশাসন স্বহস্তে নিয়ে অসহযোগ আন্দোলন পরিচালনার জন্য ৩৫টি নির্দেশ জারি করেন। সামরিক শাসকের নির্দেশাবলীকে এমএলআর (মার্শাল'ল রেগুলেশন) এবং এর বিপরীতে বঙ্গবন্ধুর জারীকৃত নির্দেশাবলীকে এএলআর (আওয়ামী লীগ রেগুলেশন) বলা হতো। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশক্রমে জাতীয় নেতা তাজউদ্দীন আহমদ নির্দেশাবলির খসড়া প্রণয়ন করেন। কার্যত বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বেই তখন থেকে বাংলাদেশে সরকার পরিচালিত হতে থাকে।]—সম্পাদক

১. কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সেক্রেটারিয়েট, সরকারি ও আধা সরকারি অফিসসমূহ, হাইকোর্ট ও দেশের অন্যান্য আদালত হরতাল পালন করবে। তবে অতিপ্রয়োজনীয় ও আন্দোলনের স্বার্থে নির্দিষ্ট অফিস, দপ্তর ও সংস্থা হরতালের আওতা বহির্ভূত থাকবে ।

২. বাংলাদেশে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে ।

৩. আইনশৃঙ্খলা রক্ষা-ডেপুটি কমিশনার, সাব-ডিভিশনাল অফিসার, আওয়ামী লীগ সংগ্রাম কমিটির সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও উন্নয়ন কর্মসূচিসহ অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবে। পুলিশ আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করবে।

৪. বন্দরসমূহ-আভ্যন্তরীণ নৌযান চলাচল অব্যাহত থাকবে। তবে সৈন্যদের সহযোগিতা করবে না। বন্দরের কাজ চলবে ।

৫. মাল আমদানি-আমদানিকৃত সকল মালামাল খালাস করতে হবে। সংগৃহীত অর্থ কেন্দ্রীয় সরকারের হিসাবে জমা হবে না ।

৬. রেলওয়ে চলবে, তবে সৈন্য চলাচল বা তাদের রসদ বহন করতে পারবে না।

৭. সড়ক পরিবহন-ইপিআরটিসি চলাচল করবে।

৮. অভ্যন্তরীণ নদীবন্দরের কাজ চলবে।

৯. ডাক ও টেলিগ্রাফ বাংলাদেশের মধ্যে কাজ করবে-বিদেশে মেল সার্ভিস ও টেলিগ্রাফ করা যেতে পারে ।

১০. টেলিফোন বাংলাদেশের মধ্যে চালু থাকবে ।

১১. বেতার, টেলিভিশন এবং সংবাদপত্র-এগুলো চালু থাকবে এবং জনগণের আন্দোলনের সংবাদ প্রচার করতে হবে ।

১২. হাসপাতালসমূহ চালু থাকবে ।

১৩. বিদ্যুৎ সরবরাহ অব্যাহত থাকবে ।

১৪. পানি, গ্যাস সরবরাহ চালু থাকবে।

১৫. কয়লা সরবরাহ অব্যাহত থাকবে ।

১৬. খাদ্য সরবরাহ অব্যাহত থাকবে। খাদ্য আমদানি চালু থাকবে ।

১৭. কৃষি তৎপরতা-ধান ও পাটের বীজ, সার ও কীটনাশক ওষুধ সংগ্রহ ও বণ্টন অব্যাহত থাকবে । পাওয়ার পাম্প ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ চালু থাকবে। কৃষি ব্যাংকের কাজ চালু থাকবে ।

১৮. বন্যানিয়ন্ত্রণ ও শহর সংরক্ষণের কাজ অব্যাহত থাকবে ।

১৯. উন্নয়ন ও নির্মাণ কাজ চলবে ।

২০. সাহায্য ও পুনর্বাসন-ঘূর্ণিদুর্গত এলাকায় বাঁধ নির্মাণ ও উন্নয়ন কাজসহ পুনর্বাসনের কাজ চলতে থাকবে ।

২১. ইপিআইডিসি, ইস্টার্ন রিফাইনারি ও সকল কারখানার কাজ চলবে।

২২. সকল সরকারি ও আধা সরকারি সংস্থার কর্মচারী ও শ্রমিকদের বেতন

নিয়মিতভাবে প্রদান করতে হবে।

২৩. পেনশন-নিয়মিতভাবে সরকারি-বেসরকারি অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের দেওয়া হবে।

২৪. এজি ও ট্রেজারি-বেতন-ভাতা প্রদানের জন্য নির্দিষ্টসংখ্যক কর্মচারী কাজ চালিয়ে যাবে ।

২৫. ব্যাংক-সকাল ৯টা হতে ১২টা পর্যন্ত ব্যাংকিং কাজ করবে। পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে লেনদেন চলবে না। বিদেশের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য চলবে। ইস্টার্ন মার্কেন্টাইল ব্যাংক ও ইস্টার্ন ব্যাংকিং কর্পোরেশনকে নির্দিষ্ট দায়িত্ব দেওয়া হবে ।

২৬. স্টেট ব্যাংক-অন্যান্য ব্যাংকের মতোই কাজ করবে ।

২৭. আমদানি ও রপ্তানি কন্ট্রোলার-আমদানি-রপ্তানি নিশ্চিত করবে এবং কাজ চালিয়ে যাবে । ২৮. ট্রাভেল এজেন্ট ও বিদেশি এয়ারলাইন্স চালু থাকবে ।

২৯. ফায়ার সার্ভিস ব্যবস্থা চালু থাকবে ।

৩০. পৌরসভার কাজ চালু থাকবে ।

৩১. ভূমি রাজস্ব আদায় বন্ধ থাকবে। লবণ ও তামাক কর আদায় হবে না। আয়কর আদায় বন্ধ থাকবে-এ ছাড়া প্রাদেশিক কর আদায় হবে এবং বাংলাদেশ সরকারের অ্যাকাউন্টে জমা দিতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের কর, আবগারী শুল্ক কর, বিক্রয় কর আদায় করে কেন্দ্রীয় সরকারের খাতে জমা না দিয়ে ইস্টার্ন মার্কেন্টাইল বা ইস্টার্ন ব্যাংকিং করপোরেশন জমা দিতে হবে।
৩২. পাকিস্তান বীমা কর্পোরেশন, পোস্টাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স চালু থাকবে

৩৩. সব ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের সেবাদান নিয়মিতভাবে চলবে ।

৩৪. সকল বাড়ির ওপর কালো পতাকা উড়বে।

৩৫. সংগ্রাম পরিষদগুলো সর্বস্তরে তাদের কাজ চালু রাখবে এবং এসব নির্দেশ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করে যাবে ।

# পরিশিষ্ট-১০

## সাতই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ

[১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের সাতই মার্চ রবিবার, বিকাল ৩-৩০ মিনিটে রমনা রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহ্রাওয়ার্দী উদ্যান) জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণের পূর্ণবিবরণী।]—সম্পাদক

ভাইয়েরা আমার,

আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন। আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার আহুত-অধিকার চায়। কি অন্যায় করেছিলাম? নির্বাচনের পরে বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে আওয়ামী লীগকে ভোট দেন। আমাদের ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি বসবে, আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈয়ার করবো এবং এদেশকে আমরা গড়ে তুলবো। এদেশের মানুষ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, তেইশ বছরের করুণ ইতিহাস, বাংলায় অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস। তেইশ বছরের ইতিহাস মুমূর্ষু নর-নারীর আর্তনাদের ইতিহাস । বাংলার ইতিহাস, এদেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস। ১৯৫২ সালে রক্ত দিয়েছি। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারি নাই। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান মার্শাল 'ল জারি করে দশ বছর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রেখেছে। ১৯৬৬ সালে ছয় দফার আন্দোলনে সাতই জুনে আমার ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। ১৯৬৯-এর আন্দোলনে আইয়ুব খানের পতন হওয়ার পরে যখন ইয়াহিয়া খান সাহেব সরকার নিলেন, তিনি বললেন, দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন, গণতন্ত্র দেবেন, আমরা মেনে নিলাম। তারপরে অনেক ইতিহাস হয়ে গেল, নির্বাচন হলো । আপনারা জানেন, দোষ কী আমাদের? আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছি আপনারা জানেন, আলাপ-আলোচনা করেছি। আমি শুধু বাংলা নয়, পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসেবে তাকে অনুরোধ করলাম পনেরোই ফেব্রুয়ারি তারিখে আপনি

জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দেন। তিনি আমার কথা রাখলেন না। তিনি রাখলেন, ভুট্টো সাহেবের কথা। তিনি বললেন, প্রথম সপ্তাহে মার্চ মাসে হবে। তিনি মেনে নিলেন। আমরা বললাম, ঠিক আছে আমরা অ্যাসেম্বলিতে বসবো। আমরা আলাপ-আলোচনা করবো। আমি বললাম,-বক্তৃতার মধ্যে-অ্যাসেম্বলির মধ্যে আলোচনা করবো। এমনকি আমি এ পর্যন্ত বললাম, যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও, একজন যদিও সে হয়, তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেবো। জনাব ভুট্টো সাহেব এখানে এসেছিলেন, আলোচনা করলেন, বলে গেলেন, যে আলোচনার দরজা বন্ধ না, আরো আলোচনা হবে। তারপরে অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ওদের সঙ্গে আলাপ করলাম; আপনারা আসুন, বসি, আমরা আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈয়ার করি। তিনি বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বাররা যদি এখানে আসে তা'হলে কসাইখানা হবে অ্যাসেম্বলি। তিনি বললেন, যে যাবে তাকে মেরে ফেলে দেওয়া হবে। যদি কেউ অ্যাসেম্বলিতে আসে তা'হলে পেশোয়ার থেকে করাচী পর্যন্ত দোকান জোর করে বন্ধ করা হবে। তারপরও যদি কেউ আসে তাকে ছন্নাছাড় করা হবে। আমি বললাম অ্যাসেম্বলি চলবে। তারপরে হঠাৎ এক তারিখে অ্যাসেম্বলি বন্ধ করে দেওয়া হলো। ইয়াহিয়া খান সাহেব প্রেসিডেন্ট হিসেবে অ্যাসেম্বলি ডেকেছিলেন, আমি বললাম যে, আমি যাব। ভুট্টো সাহেব বললেন, তিনি যাবেন না। পঁয়ত্রিশ জন সদস্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এখানে আসলেন । তারপরে হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হলো । দোষ দেওয়া হলো বাংলার মানুষকে, দোষ দেওয়া হলো আমাকে; বন্ধ করে দেওয়ার পরে এদেশের মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠলো। আমি বললাম, শান্তিপূর্ণভাবে আপনারা হরতাল পালন করেন। আমি বললাম, আপনারা কল-কারখানা সবকিছু বন্ধ করে দেন। জনগণ সাড়া দিলো। আপন ইচ্ছায় জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো। তারা শান্তিপূর্ণভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্য স্থির-প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো। কী পেলাম আমরা? যে আমার পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছি বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য। আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে আমার দেশের গরীব-দুঃখী নিরস্ত্র মানুষের বিরুদ্ধে। তার বুকের উপরে হচ্ছে গুলি। আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু, আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু, আমরা বাঙ্গালীরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি, যখনই এদেশের মালিক হবার চেষ্টা করেছি, তখনই তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। তারা আমাদের ভাই। আমি বলেছি তাদের কাছে এ কথা, যে আপনারা কেন আপনার ভাইয়ের বুকে গুলি মারবেন? আপনাদের রাখা হয়েছে যদি বহিঃশত্রু আক্রমণ করে তার থেকে দেশটাকে

রক্ষা করার জন্য। তারপরে উনি বললেন, যে আমার নামে বলেছেন আমি নাকি বলে স্বীকার করেছি, যে দশই তারিখে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স হবে। আমি উনাকে এ কথা বলে দেবার চাই আমি তাকে তা বলি নাই। টেলিফোনে আমার সঙ্গে তার কথা হয়। তাকে আমি বলেছিলাম, জনাব ইয়াহিয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, দেখে যান, ঢাকায় আসেন। কিভাবে আমার গরীবের উপরে, আমার বাংলার মানুষের বুকের উপরে গুলি করা হয়েছে। কী করে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে? কী করে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে? আপনি আসুন, দেখুন, বিচার করুন। তারপরে আপনি ঠিক করুন, আমি এই কথা বলেছিলাম। আমিতো অনেক আগেই বলেছি কিসের আরটিসি? কার সঙ্গে বসবো? যারা আমার মানুষের বুকের রক্ত নিয়েছে তাদের সঙ্গে বসবো ? হঠাৎ, আমার সঙ্গে পরামর্শ না করে, বা আমাদের সঙ্গে আলোচনা না করে, ৫ ঘন্টা গোপনে বৈঠক করে যে বক্তৃতা তিনি করেছেন, এবং যে বক্তৃতা করে অ্যাসেম্বলি করেছেন, সমস্ত দোষ তিনি আমার উপরে দিয়েছেন, বাংলার মানুষের উপরে দিয়েছেন। আমি পরিষ্কার মিটিংয়ে বলেছি, যে এবারের সংগ্রাম আমার মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম ।

ভাইয়েরা আমার,

পঁচিশ তারিখে অ্যাসেম্বলি কল করেছে। রক্তের দাগ শুকায় নাই। আমি দশ তারিখে বলে দিয়েছি, যে ওই শহীদের রক্তের উপর দিয়ে পারা দিয়ে আরটিসিতে মুজিবুর রহমান যোগদান করতে পারে না । অ্যাসেম্বলি কল করেছেন, আমার দাবী মানতে হবে প্রথম। সামরিক আইন মার্শাল'ল উইথড্র করতে হবে। সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফেরত নিতে হবে। যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে। আর জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তারপরে বিবেচনা করে দেখবো আমরা অ্যাসেম্বলিতে বসতে পারবো কি পারবো না। এর পূর্বে, এর পূর্বে অ্যাসেম্বলিতে বসা, আমরা অ্যাসেম্বলিতে বসতে আমরা পারি না। জনগণ সে অধিকার আমাকে দেয় নাই। ভাইয়েরা আমার, তোমাদের আমার উপর বিশ্বাস আছে। আমি প্রধানমন্ত্রীত্ব চাই না। আমরা এদেশের মানুষের অধিকার চাই । আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দেবার চাই, যে আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট-কাচারি, আদালত-ফৌজদারী, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। গরীবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে, সেইজন্য সমস্ত অন্যান্য জিনিসগুলো আছে

সেগুলো হরতাল কাল থেকে চলবে না । রিকশা, ঘোড়ার গাড়ী চলবে, রেল চলবে, লঞ্চ চলবে। শুধু, সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রীম কোর্ট, হাই কোর্ট, জজ কোর্ট, সেমি-গভর্নমেন্ট দফতরগুলো ওয়াপদা, কোন কিছু চলবে না। আটাশ তারিখে কর্মচারীরা যেয়ে বেতন নিয়ে আসবেন। এর পরে যদি বেতন দেওয়া না হয়, আর যদি একটা গুলি চলে, আর যদি আমার লোকদের উপর হত্যা করা হয়, তোমাদের উপর কাছে আমার অনুরোধ রইলো, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে। এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সব কিছু, আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি তোমরা বন্ধ করে দেবে। আমরা ভাতে মারবো। আমরা পানিতে মারবো। তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাক কেউ তোমাদের কিছু বলবে না। কিন্তু আর আমার বুকের উপর গুলি চালাবার চেষ্টা করো না । ভালো হবে না । সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না । আমরা যখন মরতে শিখেছি, তখন কেউ আমাদের দমাতে পারবে না। আর যে সমস্ত লোক শহীদ হয়েছে, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, আমরা আওয়ামী লীগের থেকে যতদূর পারি তাদের সাহায্য করতে চেষ্টা করবো। যারা পারেন আমার রিলিফ কমিটিতে সামান্য টাকা-পয়সা পৌঁছিয়ে দেবেন। আর এই সাতদিন হরতালে যে সমস্ত শ্রমিক ভাইরা যোগদান করেছেন প্রত্যেকটা শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌছায়ে দেবেন। সরকারী কর্মচারীদের বলি, আমি যা বলি তা মানতে হবে। যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হবে খাজনা, ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হলো- কেউ দেবে না। শোনেন, মনে রাখবেন, শত্রু বাহিনী ঢুকেছে নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটতরাজ করবে। এই বাংলায় হিন্দু-মুসলমান, বাঙ্গালী- ননবেঙ্গলি যারা আছে তারা আমাদের ভাই। তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের উপরে, আমাদের যেন বদনাম না হয়। মনে রাখবেন রেডিও, টেলিভিশনের কর্মচারীরা, যদি রেডিওতে আমাদের কথা না শোনে তাহলে কোন বাঙ্গালী রেডিও স্টেশনে যাবেন না। যদি টেলিভিশন আমাদের নিউজ না দেয় কোন বাঙ্গালী টেলিভিশনে যাবেন না। দুই ঘন্টা ব্যাংক খোলা থাকবে, যাতে মানুষ তাদের মায়না-পত্র নেবার পারে। কিন্তু পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবে না। টেলিফোন, টেলিগ্রাম আমাদের এই পূর্ব বাংলায় চলবে এবং বিদেশের সংগে নিউজ পাঠাতে হলে আপনারা চালাবেন। কিন্তু যদি এদেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা করা হয়, বাঙ্গালীরা বুঝে শুনে কাজ করবেন। তবে আমি অনুরোধ করছি আপনারা আমাদের ভাই, আপনারা দেশকে একেবারে জাহান্নামে ধ্বংস করে দিয়েন

না। জীবনে আর কোনদিন আপনাদের মুখ দেখাদেখি হবে না । যদিও আমরা শান্তিপূর্ণভাবে আমাদের ফয়সালা করতে পারি, তাহলে অন্ততপক্ষে ভাই ভাই হিসেবে বাস করার সম্ভাবনা আছে। সেইজন্য আপনাদের অনুরোধ করছি আমার এই দেশে আপনারা মিলিটারির শাসন চালাবার চেষ্টা আর করবেন না। দ্বিতীয় কথা, প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায়, প্রত্যেক ইউনিয়নে, প্রত্যেক সাবডিভিশনে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোল এবং তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাক। মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেবো, এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ্ ।

এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা!

# পরিশিষ্ট-১১

## অপারেশন সার্চলাইট

[৩০ লক্ষাধিক প্রাণ আর ৪ লক্ষাধিক মা-বোনের আত্মত্যাগের ফসল স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। ১৯৭১-এ মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তান সেনাবাহিনী সারাদেশটাকে বধ্যভূমিতে পরিণত করেছিল। পাকিস্তান সামরিক বাহিনী '৭১-এর ২৫ মার্চ থেকে যে নীলনকশার ভিত্তিতে বাঙালী নিধনে গণহত্যা শুরু করেছিল সেই দলিলটির নাম 'অপরাশেন সার্চলাইট'।] সম্পাদক

### পরিকল্পনা ভিত্তি

১। এ এল (আওয়ামী লীগ)-এর কার্যকলাপ এবং প্রতিক্রিয়াকে বিদ্রোহাত্মক বলে গণ্য করতে হবে। যারা তাদের সমর্থন করবে অথবা এম এল (মার্শাল ল')-এর কার্যক্রমকে অস্বীকার করবে তাদেরকে শত্রু গণ্য করে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২। যেহেতু সর্বত্র আওয়ামী লীগের ব্যাপক সমর্থন রয়েছে এমনকি সেনাবাহিনীর মধ্যেও ইপি'র (ইস্ট পাকিস্তানের) লোকজন রয়েছে সেজন্য অপারেশন শুরু করতে হবে অতিশয় চাতুর্যের সঙ্গে। হতবাক করে দিতে হবে, প্রতারণামূলক হতে হবে এবং কার্যক্রমে আতঙ্ক সৃষ্টি করতে হবে ।

### সাফল্যের জন্য মূল আবশ্যকীয় বিষয়

৩। একই সাথে সারা প্রদেশে অপারেশন আরম্ভ করতে হবে ।

৪। সর্বাধিক সংখ্যক রাজনৈতিক ও ছাত্র নেতা, শিক্ষক সম্প্রদায়ের ভেতরকার এবং সাংস্কৃতিক সংগঠনের মধ্যেকার চরমপন্থীদের গ্রেফতার করতে হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে উচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক ও ছাত্রনেতাদের গ্রেফতার করতে হবে ।

৫। ঢাকার অপারেশনকে শতকরা একশ' ভাগ সাফল্য অর্জন করতে হবে। এজন্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দখল করতে হবে এবং অনুসন্ধান চালাতে হবে ।

৬। ক্যান্টনমেন্টের নিরাপত্তাকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে। ক্যান্টনমেন্ট

আক্রমণের চেষ্টা কেউ করলে তা মোকাবিলায় বড় ধরনের এবং মুক্ত হস্তে গুলী চালানো যাবে

৭। যাবতীয় আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগ মাধ্যমকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে হবে। টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, রেডিও, টিভি, টেলিপ্রিন্টার সার্ভিস, বৈদেশিক কনস্যুলেটসমূহে ট্রান্সমিটার বন্ধ করে দিতে হবে।

৮। ইপি (ইস্ট পাকিস্তান) সৈনিকদের নিরপেক্ষকরণের জন্যে ডব্লিউ পি (পশ্চিম পাকিস্তান) সৈনিকদের কোর্টস এবং অস্ত্রাগার প্রহরায় নিয়োগ করতে হবে। এবং তাদেরকে নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করতে হবে। একই ব্যবস্থা অবলম্বিত হবে পিএএফ এবং ইপিআর-এর ক্ষেত্রে ।

## হতবাককরণ এবং প্রতারণা

৯। উচ্চস্তরে প্রেসিডেন্টকে সংলাপ চালিয়ে যাওয়ার বাঞ্ছনীয়তা সম্পর্কে বিবেচনা করার জন্যে অনুরোধ জানানো হচ্ছে। যদিও মিঃ ভুট্টো সম্মত হবেন না তবু মুজিবকে প্রতারণা করার জন্যেই তিনি আওয়ামী লীগের দাবীসমূহের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ, এমন ধরনের ঘোষণা পঁচিশে মার্চ করবেন ।

১০। কৌশলগত স্তর-

(ক) যেহেতু গোপনীয়তা সর্বোচ্চ পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সে জন্যে নিম্নবর্ণিত সৈনিকদের-যারা ইতোমধ্যে শহরের বিভিন্নস্থানে অবস্থান করছে, তাদেরকে প্রাথমিক পর্যায়ের অপারেশন পরিচালিত করতে হবে।

এক. মুজিবের বাড়ী ভেঙ্গে ঢুকতে হবে এবং উপস্থিত সবাইকে গ্রেফতার করতে হবে। বাড়ীতে শক্ত প্রহরা রয়েছে এবং সুরক্ষিত।

দুই. বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ হলসমূহ ঘেরাও করতে হবে, ইকবাল হল ডিইউ (ঢাকা ইউনিভার্সিটি), লিয়াকত হল (প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়)।

তিন. টেলিফোন এক্সচেঞ্জকে অচল করতে হবে।

চার. যে সমস্ত বাড়ীতে অস্ত্রশস্ত্র জমা করা হয়েছে সেগুলোকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে।

(খ) টেলিফোন এক্সচেঞ্জ অচল করে দেওয়ার আগ পর্যন্ত ক্যান্টনমেন্ট এলাকায়

সৈন্যদের কোন কার্যক্রম চলবে না ।

(গ) অপারেশনের রাতে দশটার পর কাউকেও ক্যান্টনমেন্ট এলাকার বাইরে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না ।

(ঘ) যে কোন অজুহাতেই হোক শহরের ভেতর অবস্থানরত সৈন্যদের প্রেসিডেন্ট হাউস, গভর্নর হাউস, এমএনএ হোস্টেল এলাকাসহ রেডিও-টিভি এবং টেলিফোন এক্সচেঞ্জ প্রাঙ্গণে সমাবেশ ঘটাতে হবে।

(ঙ) মুজিবের বাড়ীতে অপারেশন চালাবার জন্য বেসামরিক গাড়ী ব্যবহার করা যেতে পারে ।

## কার্যক্রমের প্রেক্ষাপট

১১। ক) আঘাত হানার সময় রাত ১টা।

খ) সৈন্য পরিচালনার সময় কমান্ডো (এক প্লাটুন)-মুজিবের বাড়ীতে রাত ১টা, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ বিল-১২টা ৫৫ মিনিট, বিশ্ববিদ্যালয় কর্ডন করার জন্য নির্ধারিত সৈনিকদের যাত্রা-১টা ০৫ মিনিট। রাজারবাগ পুলিশ সদর দফতর ও কাছাকছি অন্যান্য থানার জন্যে নির্ধারিত সৈনিকদের যাত্রা- ১টা ০৫ মিনিট, নিম্নবর্ণিত স্থানগুলো ঘেরাও করতে হবে-১টা ০৫ মিনিট ।

মিসেস আনোয়ারা বেগমের বাড়ী, রোড নম্বর ২৯ এবং বাড়ী নম্বর ১৪৮।

সান্ধ্য আইন জারি করতে হবে রাত ১১টায় সাইরেন বাজিয়ে এবং লাউড স্পীকারের মাধ্যমে । স্থায়িত্ব, প্রাথমিক পর্যায়ে ৩০ ঘণ্টা। প্রাথমিক পর্যায়ে পাস দেওয়া যাবে না। মাত্র সন্তান প্রসব এবং মারাত্মক হৃদরোগীর ক্ষেত্রে বিশেষ বিবেচনা করা যেতে পারে। সামরিক বাহিনীই এসব ক্ষেত্রে রোগীকে স্থানান্তর করবে। আরো ঘোষণা করতে হবে যে, পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত কোন সংবাদপত্র বেরুবে না ।

বিশেষ মিশনে নিয়োজিত সৈনিকদেরকে নিজস্ব সেক্টরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে হবে রাত ১১টায় (সৈন্যদের মোটা সূতীর কাপড়ে নিজেদেরকে আবৃত করতে হবে)। হলগুলো দখল করতে হবে এবং অনুসন্ধান চালাতে হবে ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যে সৈনিকরা রওনা হবে ১২টা ০৫ মিনিটে, রাস্তা ও নদীর প্রতিবন্ধকতা সরাতে হবে রাত ২টায়। দিনের বেলায় ধানমন্ডির

সন্দেহজনক প্রতিটি বাড়ীতে অনুসন্ধান চালাতে হবে এবং পুরানো ঢাকার হিন্দু বাড়ীগুলোতেও।

সকল ছাপাখানা বন্ধ করে দিতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, ফিজিক্যাল ট্রেনিং ইন্সটিটিউট ও টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউটের সাইক্লোস্টাইল মেশিন বাজেয়াপ্ত করতে হবে। সান্ধ্য আইন কঠোরভাবে আরোপ করতে হবে। অন্যান্য নেতাদের গ্রেফতার করতে হবে।

১২। সৈনিকদের বিস্তারিত কর্মধারা ব্রিগেড কমান্ডার কর্তৃক প্রণীত হবে কিন্তু নিম্নবর্ণিত কাজগুলো অবশ্য পালনীয় :

ক) ইপি ইউনিটের অস্ত্রশালা দখল করতে হবে। সিগন্যালসহ প্রশাসনিক ইউনিট দখলে আনতে হবে। পশ্চিম পাকিস্তানী সৈনিকদেরই শুধু অস্ত্র দিতে হবে। ব্যাখ্যা ঃ আমরা পূর্ব পাকিস্তানী সৈনিকদের বিব্রত করবো না এবং এমন কাজে নিয়োগ করবো না-যা তাদের অসন্তুষ্টি উৎপাদন করে ।

খ) সকল থানা নিরস্ত্র করতে হবে ।

গ) ডিজি (ডাইরেক্টর জেনারেল) ইপিআর-কে (ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস্) তার অস্ত্রশালার নিরাপত্তা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে ।

ঘ) সকল আনসারদের রাইফেল নিয়ে নিতে হবে ।

১৩। নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিদের অবস্থান সম্পর্কে জানতে হবে

মুজিব, নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন, ওসমানী, সিরাজুল আলম, মান্না, আতাউর রহমান, অধ্যাপক মুজাফ্ফর, অলি আহাদ, মিসেস মতিয়া চৌধুরী, ব্যারিস্টার মওদুদ, ফয়জুল হক, তোফায়েল, এন এ সিদ্দীক, রউফ, মাখন এবং অন্যান্য ছাত্রনেতা।

ক) সকল পুলিশ স্টেশন ও রাইফেলসের অবস্থান ।

খ) শহরের যে সকল অস্ত্রশস্ত্র জমা করা হয়েছে এবং শক্ত কেন্দ্রে পরিণত করা হয়েছে । গ) প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর অবস্থান ।

ঘ) যে সব সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে, সেগুলোর অবস্থান

ঙ) যেসব প্রাক্তন সামরিক কর্মচারী বিদ্রোহাত্মক আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করছে, তাদের নাম ও ঠিকানা ।

১৪ । অধিনায়কত্ব ও নিয়ন্ত্রণ-দু'টি অধিকায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে ।

ক) ঢাকা অঞ্চল : কমান্ডার-মেজর জেনারেল ফরমান, স্টাফ-পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ড স্টাফ অথবা সামরিক আইন সদর দফতর।

সৈন্য-ঢাকায় অবস্থানরত সৈন্য ।

খ) প্রদেশের বাকী অঞ্চলের কমান্ডার-মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন রাজা, দফতর চতুর্দশ ডিভিশন, সৈন্য-ঢাকার প্রয়োজন থেকে বিয়োগকৃত সৈনিক ।

## ঢাকা—কার্যক্রমের জন্যে সৈন্যের বাটোয়ারা

### ঢাকা

কমান্ড এবং কন্ট্রোল : মেজর জেনারেল ফরমান, সামরিক আইন সদর দফতর, জোন-বি, সৈন্যঃ ৫৭ ব্রিগেডের সদর দফতর, ঢাকায় অবস্থানরত সৈন্যরা অর্থাৎ ১৮ পাঞ্জাব, ৩২ পাঞ্জাব (কমান্ডিং অফিসার পরিবর্তিত হবে) এবং তিনি লেফটেন্যান্ট কর্নেল তাজ জিএসও ১, ২২ বালুচ, ১৩ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স, ৩১ ফিল্ড রেজিমেন্ট, ১৩ হালকা অ্যাক-অ্যাক রেজিমেন্ট, ৩ কমান্ডো কোম্পানী (কুমিল্লা) থেকে ।

### দায়িত্ব ঃ

১) নিরস্ত্রকরণের মাধ্যমে ২ এবং ১০ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস্ সদর দফতর (২৫০০), রাজারবাগের রিজার্ভ পুলিশের (২০০০) নিরপেক্ষকরণ।

২) টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, ট্রান্সমিটার, রেডিও, টিভি, স্টেট ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ ।

৩) আওয়ামী লীগ নেতাদের গ্রেফতার করতে হবে, তাদের ঠিকানাসহ তালিকা প্রণয়ন করতে হবে ।

৪) বিশ্ববিদ্যালয় হলসমূহ ঃ ইকবাল হল, জগন্নাথ হল, লিয়াকত হল (প্রকৌশল

বিশ্ববিদ্যালয়)।

৫) শহর সীল করতে হবে। সড়ক, রেল ও নদীপথ আটকে দিতে হবে। নদীতে টহলের ব্যবস্থা করতে হবে।

৬) গাজীপুরের অস্ত্র কারখানা ও রাজেন্দ্রপুরের অস্ত্রাগার রক্ষা করতে হবে ।

## বাকী অঞ্চল :

চতুর্দশ ডিভিশনের সদর দফতর মেজর জেনারেল কে এইচ রাজা এবং চতুর্দশ ডিভিশনের অধীনে ।

## রাজশাহী

২৫ পাঞ্জাব

১) ডেসপ্যাচ সিও ঃ শাফকাত বালুচ ।

২) এক্সচেঞ্জ ও রেডিও স্টেশন।

৩) রিজার্ভ পুলিশ ও ইপিআর-এর সেক্টর সদর দফতরের লোকজনকে নিরস্ত্র করা

৪) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজের অংশবিশেষ।

৫) আওয়ামী লীগ ও ছাত্রনেতা ।

## যশোর

'সদর দফতর ১০৭ ব্রিগেড, ২৫ বালুচ, ২৪ ফিল্ড রেজিমেন্টের উপকরণ, ৫৫ ফিল্ড রেজিমেন্ট দায়িত্ব :

প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস্-এর সেক্টর হেড কোয়ার্টার, রিজার্ভ পুলিশ এবং আনসারের নিরস্ত্রীকরণ ।

যশোর শহর পুনরুদ্ধার এবং আওয়ামী লীগ ও ছাত্রনেতাদের গ্রেফতার ।

টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা দখল ।

সেনানিবাসের চতুর্দিকের নিরাপত্তা বিধান এবং যশোর শহর, যশোর-খুলনা

সড়ক এবং বিমান বন্দরের নিরাপত্তা বিধান ।

কুষ্টিয়ার টেলিফোন এক্সচেঞ্জকে অচল করে দিতে হবে।

যদি প্রয়োজন পড়ে খুলনায় সৈন্য সমাবেশ ঘটাতে হবে ।

## খুলনা

২২ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স

দায়িত্ব ঃ

খুলনা শহরের নিরাপত্তা ।

টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ও রেডিও স্টেশন দখল ।

পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস্-এর উইং সদর দফতর, রিজার্ভ কোম্পানী এবং রির্জাভ পুলিশকে নিরস্ত্র করতে হবে।

আওয়ামী লীগ সমর্থক ছাত্র এবং কমিউনিস্ট নেতাদের গ্রেফতার করতে হবে।

## রংপুর-সৈয়দপুর

২৩ সদর দফতর ব্রিগেড, ২৯ ক্যাভালরি, ২৬ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স, ২৩ ফিল্ড রেজিমেন্ট। রংপুর সৈয়দপুর শহরের নিরাপত্তা । সৈয়দপুর তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের নিরস্ত্রীকরণ ।

দিনাজপুরের সেক্টর সদর দফতর এবং রিজার্ভ কোম্পানীকে সীমান্তফাঁড়ি সমূহের প্রহরারত সৈনিকদের সমবেশ ঘটিয়ে নিরস্ত্র করতে হবে, যদি সম্ভব হয়।

রংপুরের রেডিও স্টেশন ও টেলিফোন এক্সচেঞ্জ দখল করতে হবে।

রংপুরের আওয়ামী লীগ ও ছাত্রনেতাদের গ্রেফতার করতে হবে। বগুড়ার অস্ত্রশালা দখল করতে হবে।

## কুমিল্লা

৫৩ ফিল্ড রেজিমেন্ট, দেড় ইঞ্চি মর্টার ব্যাটারী, স্টেশন ট্রুপস্, তৃতীয় কমান্ডো

ব্যাটালিয়ন ।

১) ৪ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইপিআর-এর উইং সদর দফতর ও জেলা রিজার্ভ পুলিশকে নিরস্ত্র করা ।

## সিলেট

৩১ পাঞ্জাব

১) রেডিও স্টেশন, এক্সচেঞ্জ দখল ।

২) সুরমার ওপর কোইনো নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ ।

৩) এয়ারফিল্ড দখল ।

৪) আওয়ামী লীগ ও ছাত্রনেতাদের গ্রেফতার ।

৫) পুলিশ ও ইপিআরকে নিরস্ত্র করা ।

## চট্টগ্রাম

২০ বালুচ

৩১ পাঞ্জাব ব্রিগেডিয়ার ইকবাল শফির নেতৃত্বে একটি মোবাইল কলাম কুমিল্লা থেকে চট্টগ্রাম যাবে এবং চূড়ান্ত দিনে মূল বাহিনীকে রাত ১২টায় শক্তিশালী করবে। ইকবাল শফির সাথে থাকবে ২৪ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স, ট্রুপ হেভি মর্টার, ফিল্ড কোম্পানী ইঞ্জিনিয়ার্স

১) ৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইপিআর ও রিজার্ভ পুলিশকে নিরস্ত্র করা ।

২) কেন্দ্রীয় পুলিশ অস্ত্র গুদাম কব্জা করা ।

৩) রেডিও স্টেশন ও এক্সচেঞ্জ দখল ।

৪) নেভি কমোডর মমতাজ, ৮ ইস্ট বেঙ্গলের কমান্ডিং অফিসার জানজুয়া ও শায়গিরির সথে যোগাযোগ ।

৫) ব্রিগেডিয়ার মজুমদার ও ইবিআরসি'র সি আই চৌধুরীকে গ্রেফতার ।

৬) আওয়ামী লীগের ছাত্রনেতাদের গ্রেফতার

(সূত্র ঃ মেজর সিদ্দিক মালিক লিখিত 'উইটনেস টু সারেন্ডার')

[অনূদিত]

# পরিশিষ্ট-১২
# স্বাধীনতার ঘোষণা

এটাই হয়তো আমার শেষ বার্তা। আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন ।

বাংলাদেশের মানুষ যে যেখানে আছেন, আপনাদের যা কিছু আছে তাই দিয়ে সেনাবাহিনীর দখলদারীর মোকাবিলা করার জন্যে আমি আহ্বান জানাচ্ছি। পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীর শেষ সৈন্যটিকে বাংলাদেশের মাটি থেকে উৎখাত করা এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আপনাদেরকে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে ।

শেখ মুজিবুর রহমান

২৬ মার্চ, ১৯৭১

রাত ঃ ১২:২৫ মিনিট

৩২ নং ধানমন্ডি ঢাকা

## DECLARATION OF INDEPENDENCE

This may be my last message. From today Bangladesh is independent.

I call upon the people of Bangladesh, wherever you might be and with whatever you have, to resist the army of occupation to the last. Your fight must go on until the last soldier of the Pakistan occupation army is expelled from the soil of Bangladesh and final victory is achieved.

Sheikh Mujibur Rahman

26 March, 12:25 1971 AM

32 No. Dhanmondi

Dhaka

# পরিশিষ্ট-১৩

## স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র
## এপ্রিল ১০, ১৯৭১, চৈত্র ২৭, ১৩৭৭
## মুজিবনগর, বাংলাদেশ

[১৯৭১-এর ১০ এপ্রিল মুজিবনগরে 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' নামক যে নবীন রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘোষিত এবং এর ভিত্তিতে যে সরকার গঠিত হয় তার সাংবিধানিক ভিত্তি হচ্ছে 'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র'। স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র উদ্ভবের প্রেক্ষাপট, পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠীর সীমাহীন নিপীড়ন-নির্যাতন-বঞ্চনা, অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক বৈষম্য এবং প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের বিরুদ্ধে বাঙালী জাতির বীরত্ব অভিব্যক্ত হয়েছে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে। ঘোষণাপত্রের আধারে গণপ্রজাতন্ত্রের মূলনীতি হিসেবে ধারিত হয়েছে মানব জাতির সেইসব সুমহান আদর্শ তথা 'জাতীয়তাবাদ', 'সাম্য', 'মানবিক মর্যাদা' ও 'সামাজিক ন্যায়বিচার'। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ২৬ মার্চের স্বাধীনতার ঘোষণার অনুমোদন ও সাংবিধানিক স্বীকৃতি রয়েছে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে। বাংলাদেশ রাষ্ট্র উদ্ভবের বিধিবদ্ধ ধারাবাহিকতাকে নির্দেশ করার পাশাপাশি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক, বিধানিক, সর্বোপরি শাসনতান্ত্রিক রূপরেখাও নির্দেশ করে 'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র । স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জন্মসনদ 'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র'। বাঙালী জাতির জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের গুরুত্ব অপরিসীম।]—সম্পাদক

যেহেতু, ১৯৭০ সনের ৭ই ডিসেম্বর হইতে ১৯৭১ সনের ১৭ই জানুয়ারী পর্যন্ত বাংলাদেশে অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে শাসনতন্ত্র রচনার উদ্দেশ্যে প্রতিনিধি নির্বাচিত করা হইয়াছিল, এবং

যেহেতু, এই নির্বাচনে বাংলাদেশের জনগণ ১৬৯টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ দলীয় ১৬৭ জন প্রতিনিধি নির্বাচিত করিয়াছিলেন, এবং

যেহেতু, জেনারেল ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ সনের ৩রা মার্চ তারিখে শাসনতন্ত্র রচনার উদ্দেশ্যে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অধিবেশন আহ্বান করেন, এবং

যেহেতু, উক্ত আহূত এই পরিষদ সভা স্বেচ্ছাচার এবং বেআইনীভাবে অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন, এবং

যেহেতু, পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ তাহাদের প্রতিশ্রুতি পালন করিবার পরিবর্তে বাংলাদেশের জনপ্রতিনিধিদের সহিত পারস্পরিক আলোচনাকালে ন্যায়নীতি বহির্ভূত এবং বিশ্বাসঘাতকতামূলক যুদ্ধ ঘোষণা করেন, এবং

যেহেতু, উল্লিখিত বিশ্বাসঘাতকতামূলক কাজের জন্য উদ্ভূত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার অর্জনের আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৭১ সনের ২৬শে মার্চ ঢাকায় যথাযথভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন, বাংলাদেশের অখণ্ডতা ও মর্যাদা রক্ষার জন্য বাংলাদেশের জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান, এবং

যেহেতু, পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ বর্বর ও নৃশংস যুদ্ধ পরিচালনা করিয়াছে এবং এখনও বাংলাদেশের বেসামরিক ও নিরস্ত্র জনগণের বিরুদ্ধে নজীরবিহীন গণহত্যা ও নির্যাতন চালাইতেছে, এবং

যেহেতু, পাকিস্তান সরকার অন্যায় যুদ্ধ ও গণহত্যা ও নানাবিধ নৃশংস অত্যাচার পরিচালনা দ্বারা বাংলাদেশের গণপ্রতিনিধিদের পক্ষে একত্রিত হইয়া শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিয়া জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছে, এবং

যেহেতু, বাংলাদেশের জনগণ তাহাদের বীরত্ব, সাহসিকতা ও বিপ্লবী কার্যক্রমের মাধ্যমে বাংলাদেশের উপর তাহাদের কার্যকর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, এবং

সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বাংলাদেশের জনগণ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রতি যে ম্যান্ডেট দিয়াছেন সেই ম্যান্ডেট মোতাবেকই আমরা নির্বাচিত প্রতিনিধিরা আমাদের সমবায়ে গণপরিষদ গঠন করিয়া পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে, এবং

যেহেতু, আমরা বাংলাদেশকে একটি সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী ঘোষণা করিতেছি এবং উহা দ্বারা পূর্বাহ্নে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণা অনুমোদন করিতেছি, এবং

এতদ্বারা আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেছি যে, শাসনতন্ত্র প্রণীত না

হওয়া পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপ্রধান এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপ-রাষ্ট্রপ্রধান পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন, এবং

রাষ্ট্রপ্রধান প্রজাতন্ত্রের সশস্ত্র বাহিনীসমূহের সর্বাধিনায়ক পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন, ক্ষমা প্রদর্শনের ক্ষমতাসহ সর্বপ্রকার প্রশাসনিক ও আইন প্রণয়নের ক্ষমতার অধিকারী থাকিবেন, এবং

একজন প্রধানমন্ত্রী এবং প্রয়োজন মনে করিলে মন্ত্রীসভার সদস্যদের নিয়োগের তাঁহার ক্ষমতা থাকিবে, এবং তাঁহার কর ধার্য ও অর্থব্যয়ের ক্ষমতা থাকিবে, এবং তাঁহার গণপরিষদের সভা আহ্বান ও উহার অধিবেশন মুলতবি ঘোষণার ক্ষমতা থাকিবে, এবং বাংলাদেশের জনসাধারণের জন্য আইনানুগ ও নিয়মতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় সকল ক্ষমতারও তিনি অধিকারী হইবেন ।

বাংলাদেশের জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসাবে আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেছি যে, কোন কারণে যদি রাষ্ট্রপ্রধান না থাকেন অথবা যদি রাষ্ট্রপ্রধান কাজে যোগদান করিতে না পারেন অথবা

তাঁহার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে যদি অক্ষম হন, তবে রাষ্ট্রপ্রধান প্রদত্ত সকল ক্ষমতা ও দায়িত্ব উপ-রাষ্ট্রপ্রধান পালন করিবেন,

আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেছি যে, বিশ্বের একটি জাতি হিসাবে এবং জাতিসংঘের সনদ মোতাবেক আমাদের উপর যে দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্তাইয়াছে উহা যথাযথভাবে আমরা পালন করিব,

আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেছি যে, আমাদের এই স্বাধীনতার ঘোষণা ১৯৭১ সনের ২৬শে মার্চ হইতে কার্যকর বলিয়া গণ্য হইবে, আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেছি যে,

আমাদের এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করার জন্য আমরা অধ্যাপক এম. ইউসুফ আলীকে যথাযথভাবে রাষ্ট্রপ্রধান ও উপ-রাষ্ট্রপ্রধানের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য দায়িত্ব অর্পণ ও নিযুক্ত করিলাম ।

স্বাঃ অধ্যাপক ইউসুফ আলী

বাংলাদেশ গণপরিষদের ক্ষমতাদ্বারা

এবং ক্ষমতাবলে যথাবিধি সর্বাধি ক্ষমতাধিকারী ।

[অনূদিত

# PROCLAMATION OF INDEPENDENCE

10th April 27 ,1971th Chaitra 1377

Mujibnagar, Bangladesh

Whereas free elections were held in Bangladesh from 7th December, 1970 to 17th January, 1971, to elect representatives for the purpose of framing a constitution, and

Whereas at these elections the people of Bangladesh elected 167 out of 169 representatives belonging to the Awami League, and

Whereas General Yahya Khan summoned the elected representatives of the people to meet on the 3rd March, 1971, for the purpose of framing a constitution, and

Whereas the Assembly so summoned was arbitrarily and illegally postponed for indefinite period, and

Whereas instead of fulfilling their promise and while still conferring with the representatives of people of Bangladesh, Pakistan authorities declared an unjust and treacherous war, and

Whereas in the facts and circumstances of such treacherous conduct Bangabandhu Sheikh Mujubur Rahman, the undisputed leader of 75 millions of people of Bangladesh, in due fulfilment of the legitimate right of self-determination of the poeple of Bangladesh, duly made declaration of independence at Dacca on March 1971 ,26, and integrity of Bangladesh, and

Whereas in the conduct of a ruthless and savage war the Pakistani authorities committed and are still committing

numerous acts of genocide and unprecedented tortures, amongst others on the civilian and unarmed people of Bangladesh, and

Whereas the Pakistan Government by levying an unjust war and committing genocide and by other repressive measures made it impossible for the elected representatives of the people of Bangladesh to meet and frame a Constitution, and give to themselves a government, and

Whereas the people of Bangladesh by their heroism, bravery and revolutionary fervour have established effective control over the territories of Bangladesh,

We the elected representatives of the people of Bangladesh, as honour bound by the mandate given to us by the people of Bangladesh whose will is supreme duly constituted ourselves into a Constituent Assembly, and having held mutual consultations, and in order to ensure for the people of Bangladesh equality, human dignity and social justice, declare and constitute Bangladesh to be sovereign People's Republic and thereby confirm the declaration of independence already made by Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, and

Do hereby confirm and resolve that till such time as a constitution is framed, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman shall be the President of the Republic and that Syed Nazrul Islam shall be the Vice-President of the Republic and that the President, shall be the Supreme Commander of all the armed forces of the Republic, shall exercise all the executive and legislative powers of the Republic including the power to grant pardon, shall have the power to appoint a Prime Minister and such other ministers as he considers necessary, shall have the power to levy taxes and expend monies, shall

have the power to summon and adjourn the Constituent Assembly, and do all other things that may be necessary to give to the people of Bangladesh an orderly and just government.

We the elected representatives of the people of Bangladesh do further resolve that in the event of there being no President or the President being unable to enter upon his office or being unable to exercise his powers and duties due to any reason whatsoever, the Vice-President shall have and exercise all the powers, duties and responsibilities herein conferred on the President,

We further resolve that we undertake to observe and give effect to all duties and obligations devolved upon us as a member of the family of nations and by the Charter of the United Nations,

We further resolve that this proclamation of independence shall be deemed to have come into effect from 26th day of March, 1971.

We further resolve that to give effect to this our resolution, we authorise and appoint Prof. M. Yusuf Ali, our duly constituted potentiary to give to the President and Vice-President oaths of office.

Prof. Yusuf Ali

Duly Constituted Potentiary By and under the authority of

the Constituent Assembly of Bangladesh.

# পরিশিষ্ট-১৪

## আইনের ধারাবাহিকতা বলবৎকরণ আদেশ

## এপ্রিল ১০, ১৯৭১, চৈত্র ২৭, ১৩৭৭

## মুজিবনগর, বাংলাদেশ

[গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম কর্তৃক জারিকৃত স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম আইন।]—সম্পাদক

আমি, বাংলাদেশের উপ-রাষ্ট্রপ্রধান এবং অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, ১৯৭১ সনের ১০ই এপ্রিল তারিখের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের অর্পিত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা এই আদেশ জারী করিতেছি যে, ১৯৭১ সনের ২৫শে মার্চ তারিখে বাংলাদেশে যে সকল আইন বলবৎ ছিল, উক্ত ঘোষণাপত্রের সামঞ্জস্যতা সাপেক্ষে বাংলাদেশের জনগণের ইচ্ছায় সার্বভৌম স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় সংশোধনীসহ তাহা অব্যাহতভাবে বলবৎ থাকিবে এবং এক্ষণে সকল সরকারী কর্মচারী, বেসামরিক, সামরিক, বিচার বিভাগীয় এবং কূটনীতিক, বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহারা এতদিন পর্যন্ত চাকুরীর নিয়োগ বিধির যে সব শর্ত ভোগ করিয়াছেন, সেই একই শর্তে তাহাদের পদে বহাল থাকিবেন। বাংলাদেশের রাষ্ট্র সীমানায় অবস্থিত সকল জেলা জজ এবং ম্যাজিস্ট্রেট এবং অন্যত্র যে সকল কূটনীতিক রহিয়াছেন, যাহারা অন্যত্র অবস্থান করিতেছেন, তাহারা স্ব স্ব এখতিয়ার/অধিক্ষেত্রে সকল সরকারী কর্মচারিদের আনুগত্যের শপথ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। এই আদেশ ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ হইতে কার্যকর হইয়াছে মর্মে গণ্য করিতে হইবে ।

স্বাক্ষর/—

সৈয়দ নজরুল ইসলাম ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি,

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

## LAWS CONTINUANCE ENFORCEMENT ORDERS

## 10th April 27 ,1971th Chaitra 1377

## Mujibnagar, Bangladesh

I, Syed Nazrul Islam, the Vice-President and Acting President of Bangladesh, in exercise of the powers conferred on me by the Proclamation of Independence dated tenth day of April, 1971, do hereby order that all laws that were in force in Bangladesh on 25 March 1971 shall subject to the Proclamation aforesaid continue to be so in force with such consequential changes as may be necessary on account of the creation of the sovereign independent State of Bangladesh formed by the will of the people of Bangladesh and that all Government officials-civil, military, judicial and diplomatic who take the oath of allegiance to Bangladesh shall continue in their offices on terms and conditions of service so long enjoyed by them and that all District Judges and District Magistrates, in the territory of Bangladesh and all diplomatic representatives elsewhere shall arrange to administer the oath of allegiance to all Government Officials within their jurisdiction. This Order shall be deemed to have come into effect from 26 March 1971.

Sd/-

Syed Nazrul Islam

Acting President

People's Republic of Bangladesh

# পরিশিষ্ট-১৫

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ (মুজিবনগর)

## ১০ই এপ্রিল, ১৯৭১ – ২২শে ডিসেম্বর, ১৯৭১

মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও সর্বাধিনায়ক : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

মহামান্য উপরাষ্ট্রপতি ঃ সৈয়দ নজরুল ইসলাম (রাষ্ট্রপতির অনুপস্থিতিতে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও সর্বাধিনায়ক)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (মুজিবনগর)

১৭ই এপ্রিল, ১৯৭১–২২শে ডিসেম্বর, ১৯৭১

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী : জনাব তাজউদ্দীন আহমদ

(মন্ত্রিসভার সদস্যদের মধ্যে বণ্টিত মন্ত্রণালয় ব্যতীত সকল মন্ত্রণালয় দফতর)

### মন্ত্রীসভার সদস্যবৃন্দ

অর্থ, বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয় : জনাব এম মনসুর আলী

স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পুনর্বাসন, কৃষি ও খাদ্য মন্ত্রণালয় ঃ জনাব এ এইচ এম কামারুজ্জামান

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, আইন ও সংসদীয় বিষয়াদি : জনাব খোন্দকার মোশতাক আহমাদ (মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী ষড়যন্ত্র উদ্ঘাটিত হয়, যার নেতৃত্বে ছিলের খোন্দকার মোশতাক আহমাদ। পরবর্তীতে মোশতাক আহমাদকে পররাষ্ট্র মন্ত্রীর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে তদস্থলে জনাব আব্দুস সামাদ আজাদকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। -সম্পাদক।

### মুক্তিবাহিনী

প্রধান সেনাপতি : কর্নেল (অবঃ) এমএজি ওসামানী, এমএনএ

চীফ অব স্টাফ ঃ কর্নেল (অবঃ) আব্দুর রব, এমএনএ

ডেপুটি চীফ অব স্টাফ এবং বিমান বাহিনী প্রধান ঃ গ্রুপ ক্যাপ্টেন একে

খন্দকার

এমএজি ওসমানী এমএনএ এবং আব্দুর রব দুজনেই অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল ছিলেন। (দেশ স্বাধীন হবার পর ১৯৭২ খ্রীস্টাব্দে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই দু'জনকেই জেনারেল পদে উন্নীত করেন) -সম্পাদক।

## বিশেষ দায়িত্বে নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গ

সচিব, কেন্দ্রীয় সাহায্য ও পুনর্বাসন কমিটি এবং চেয়ারম্যান,

বোর্ড অব ইয়ুথ ক্যাম্প : অধ্যাপক মুহম্মদ ইউসুফ আলী, এমএনএ

ভলান্টিয়ার কোর : ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম, এমএনএ

বাণিজ্যবিষয়ক : মতিউর রহমান, এমএনএ

স্বাধীন বাংলা বেতার, প্রকাশনা উপদেষ্টা : আব্দুল মান্নান, এমএনএ

শরণার্থী শিক্ষকবিষয়ক : মোহাম্মদ কামরুজ্জামান, এমএনএ

## অস্থায়ী সচিবালয়ে বিভিন্ন দায়িত্বে নিযুক্ত কর্মচারীবৃন্দ

সেক্রেটারী জেনারেল : রুহুল কুদ্দুস

অর্থ সচিব ঃ খন্দকার আছাদুজ্জামান

ক্যাবিনেট সচিব ঃ হোসেন তওফিক ইমাম

প্রতিরক্ষা সচিব ঃ আবদুস সামাদ

পররাষ্ট্র সচিব ঃ মাহবুবুল আলম চাষী (নভেম্বর, ১৯৭১ পর্যন্ত)

ঃ এ ফতেহ্

তথ্য সচিব ঃ আনোয়ারুল হক খান

সংস্থাপন সচিব ও পুলিশ প্রধান : আবদুল খালেক

কৃষি সচিব ঃ নুরুদ্দীন আহমদ

রিলিফ সচিব ঃ শ্রী জে জি ভৌমিক

## কূটনৈতিক দায়িত্ব

বহির্বিশ্বে বিশেষ দূত : বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী

নয়াদিল্লীতে মিশন প্রধান ঃ হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী

কলকাতায় মিশন প্রধান : এম হোসেন আলী

পরিকল্পনা কমিশনের প্রধান ঃ ডঃ মোজাফ্ফর আহমদ চৌধুরী

পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যবৃন্দ ঃ ডঃ মোশারফ হোসেন

ঃ ডঃ আনিসুজ্জামান

ঃ ডঃ সৈয়দ আলী আহসান

ঃ ডঃ সারোয়ার মুর্শেদ

ঃ ডঃ স্বদেশ রঞ্জন

বাংলাদেশ রেডক্রস প্রধান : ডাঃ আসহাবুল হক, এমপিএ

বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির প্রধান ঃ ডঃ এআর মল্লিক

ইয়ুথ ক্যাম্পের পরিচালক : উইং কমান্ডার (অবঃ) এস আর মির্জা

পরিচালক (বেতার) : এম আর আকতার (মুকুল) )

পরিচালক (চলচ্চিত্র) ঃ আঃ জব্বার

পরিচালক, আর্টস ও ডিজাইন : কামরুল হাসান

পরিচালক, মেডিকেল বিষয়ক : ডাক্তার টি হোসেন

বিভিন্ন জোনের প্রশাসনিক দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ

১) দক্ষিণ-পূর্ব জোন-১ (চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, ফেনী) : চেয়ারম্যান, জনাব নূরুল ইসলাম চৌধুরী, এমএনএ; প্রশাসক, এস এ সামাদ (প্রাক্তন সিএসপি);

২) দক্ষিণ-পূর্ব জোন-২ (ঢাকা, কুমিল্লা, নোয়াখালী) : চেয়ারম্যান, আলহাজ্জ জহুর আহমদ চৌধুরী, এমএনএ; প্রশাসক, কাজী রফিকউদ্দিন আহমদ (প্রাক্তন সিএসপি);

৩) পূর্ব জোন (হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার) : চেয়ারম্যান, কর্নেল (অবঃ) এমএ রব, এমএনএ (চীফ অব স্টাফ); প্রশাসক, ডাঃ কে এ হাসান;

৪) উত্তর-পূর্ব জোন - ১ (সিলেট, সুনামগঞ্জ) : চেয়ারম্যান, দেওয়ান ফরিদ গাজী এমএনএ; প্রশাসক, এসএইচ চৌধুরী;

৫) উত্তর-পূর্ব জোন-২ (ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল) : চেয়ারম্যান, শামসুর রহমান খান, এমএনএ; প্রশাসক, লুৎফর রহমান;

৬) উত্তর-জোন (রংপুর জেলা) : চেয়ারম্যান, মতিউর রহমান, এমএনএ, প্রশাসক, ফয়েজউদ্দিন আহমদ (ইপিসিএস, ডিসি দিনাজপুর);

৭) পশ্চিম জোন-১ (দিনাজপুর, বগুড়া) : চেয়ারম্যান, আব্দুর রহিম, এমপিএ; প্রশাসক, এমএ কাশেম (ইপিসিএস);

৮) পশ্চিম জোন-২ (রাজশাহী জেলা) : চেয়ারম্যান, জনাব আশরাফুল ইসলাম, এমপিএ; প্রশাসক, জহুরুল ইসলাম ভূঁইয়া (ইপিসিএস);

৯) দক্ষিণ-পশ্চিম জোন-১ (পাবনা, কুষ্টিয়া) : চেয়ারম্যান, জনাব আব্দুর রউফ চৌধুরী, এমপিএ; প্রশাসক, মোঃ শাসসুল হক (ইপিসিএস, ডিসি কুষ্টিয়া);

১০) দক্ষিণ-পশ্চিম জোন-২ (যশোর, ফরিদপুর) : চেয়ারম্যান, ফণীভূষণ মজুমদার, এমপিএ; প্রশাসক, বি বি বিশ্বাস (ইপিসিএস);

১১) দক্ষিণ-জোন (বরিশাল, পটুয়াখালী, খুলনা) : চেয়ারম্যান, জনাব আব্দুর রব ছেরনিয়াবাত, এমএনএ; প্রশাসক, এ মমিন (ইপিসিএস)।

## মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি এবং তিন ব্রিগেড ফোর্সের কমান্ডারগণ

কর্নেল (অবঃ) মোহাম্মদ আতাউল গণী ওসমানী, এমএনএ, মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি। ১৯৭২ খ্রীস্টাব্দে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান কর্নেল (অবঃ) এমএজি ওসমানীকে জেনারেল পদে উন্নীত করেন এবং মন্ত্রিসভার সদস্য পদে নির্বাচিত করেন ।

উল্লেখ্য যে, স্বাধীনতা যুদ্ধে অবরুদ্ধ বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টর, ৬৫টি সাব-সেক্টরে ভাগ করা হয়।

১৫ জন সামরিক অফিসার সেক্টর কমান্ডার ও ৭৫ জন সামরিক অফিসার সাব-সেক্টর কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করেন ।

মুক্তিযুদ্ধে তিনজন সেক্টর কমান্ডারের নামানুসারে ব্রিগেড আকারে ফোর্স গঠন করা হয়। 'এস ফোর্স', 'জেড ফোর্স', 'কে ফোর্স' এবং কমান্ডারদের লেঃ কর্নেল পদে পদোন্নতি দেওয়া হয় ।

মুক্তিযুদ্ধকালীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ ১১-১৭ জুলাই '৭১ তারিখে কলকাতার ৮ নং থিয়েটার রোডে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক কার্যকর করা হয় ।

স্বাধীনতা যুদ্ধে ৬৭৬ জন মুক্তিযোদ্ধা বীরত্বপূর্ণ খেতাবে ভূষিত হন। ৭ জন বীর শ্রেষ্ঠ, ৬৮ জন বীর উত্তম, ১৭৫ জন বীর বিক্রম, ৪২৬ জন বীর প্রতীক।

মেজর কে এম শফিউল্লাহ, বীর উত্তম। ৩নং সেক্টরে দায়িত্বে ছিলেন। তিনি সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর '৭১ পর্যন্ত বিগ্রেড 'এস ফোর্স'-এর কমান্ডার ছিলেন ।

মেজর জিয়াউর রহমান, বীর উত্তম। এপ্রিল-মে '৭১ পর্যন্ত ১ নং সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার এবং জুলাই থেকে ডিসেম্বর '৭১ পর্যন্ত বিগ্রেড 'জেড ফোর্স'-এর কমান্ডার ছিলেন ।

মেজর খালেদ মোশাররফ, বীর উত্তম। ২ নং সেক্টর এবং 'কে ফোর্স'-এর (সেপ্টেম্বর- ডিসেম্বর'৭১) অধিনায়ক ছিলেন। ২রা নভেম্বর '৭১ সালে যুদ্ধে গুরুতর আহত হওয়ায় মেজর এটিএম হায়দার সেক্টর কমান্ডার ও মেজর আবু সালেক ব্রিগেড ফোর্স 'কে ফোর্সের' দায়িত্ব প্রাপ্ত হন।

## ১নং সেক্টর

মেজর জিয়াউর রহমান

(এপ্রিল-মে '৭১)

মেজর রফিকুল ইসলাম

(জুন-ডিসেম্বর '৭১)

২নং সেক্টর

মেজর খালেদ মোশাররফ

(সেপ্টেম্বর-নভেম্বর '৭১)

মেজর এটিএম হায়দার

(নভেম্বর-ডিসেম্বর '৭১)

৩নং সেক্টর

মেজর কাজী মোহাম্মদ শফিউল্লাহ

(এপ্রিল-সেপ্টেম্বর '৭১)

মেজর নুরুজ্জামান

(সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর'৭১)

৪নং সেক্টর

মেজর চিত্তরঞ্জন দত্ত

(এপ্রিল-ডিসেম্বর'৭১)

৫নং সেক্টর

মেজর মীর শওকত আলী

(এপ্রিল-ডিসেম্বর '৭১)

৬নং সেক্টর

উইং কমান্ডার এম কে বাশার

(এপ্রিল-ডিসেম্বর '৭১)

৭নং সেক্টর

মেজর নাজমুল হক

মেজর (অবঃ) কাজী নূরুজ্জামান

৮নং সেক্টর

মেজর আবু ওসমান চৌধুরী

(এপ্রিল-আগস্ট)

মেজর এম এ মঞ্জুর

৯নং সেক্টর

মেজর এম এ জলিল

(এপ্রিল-৩০ নভেম্বর)

মেজর এমএ মঞ্জুর

(অতিরিক্ত দায়িত্ব)

মেজর জয়নাল আবেদীন

(ডিসেম্বর

১০ নং সেক্টর

এই সেক্টরটি ছিল নৌকমান্ডোদের। যখন যে সেক্টর অপারেশনে অধিক্ষেত্রে পড়তো সে সব কমান্ডারদের নির্দেশ মোতাবেক পরিচালিত হতো।

১১নং সেক্টর

মেজর আবু তাহের

(জুলাই-নভেম্বর) )

ফ্লাইট লেঃ এম হামিদুল্লাহ (নভেম্বর-ডিসেম্বর)

# পরিশিষ্ট-১৬

## আত্মসমর্পণের দলিল

এতদ্বারা পূর্বাঞ্চলের ভারতীয় ও বাংলাদেশ বাহিনীর জিওসি ইএনসি লেফটেন্যান্ট জেনারেল অরোরার কাছে পাক-বাহিনীর ইস্টার্ন কমান্ড বাংলাদেশস্থিত সমস্ত পাকিস্তানী সশস্ত্র সৈন্যের আত্মসমর্পণের কথা স্বীকার করেছে। আত্মসমর্পণ যারা করেছে তাদের মধ্যে আছে পাকিস্তানী স্থল, বিমান ও নৌ-বাহিনীসহ প্যারামিলিটারি বাহিনী ও অসামরিক সশস্ত্র বাহিনীর সমস্ত সৈনিক। এই সশস্ত্র বাহিনীর সৈনিকেরা যে যেখানে আছে সেখানকার লেফটেন্যান্ট জেনারেল অরোরার অধীনস্থ সৈন্যবাহিনীর কাছে অস্ত্র ও আত্মসমর্পণ করবে ।

এই নথি স্বাক্ষরের সঙ্গে সঙ্গেই পাকিস্তানী ইস্টার্ন কমান্ড লেফটেন্যান্ট জেনারেল অরোরার অধীন হয়ে যাবে। এই আদেশ যে অবজ্ঞা করবে তাকে আত্মসমর্পণ শর্তের পরিপন্থী বলে মনে করা হবে এবং যুদ্ধের প্রচলিত নিয়মানুযায়ী তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। আত্মসমর্পণ শর্তাবলী সম্পর্কে কোন সন্দেহ দেখা দিলে লেফটেন্যান্ট জেনারেল অরোরা সে বিষয়ে যে ব্যাখ্যা করবেন তাকেই চূড়ান্ত বলে বিবেচনা করা হবে ।

লেফটেন্যান্ট জেনারেল অরোরা এই প্রতিশ্রুতি দেন যে, যেসব সৈন্য আত্মসমর্পণ করবে তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে জেনেভা চুক্তির শর্তানুযায়ী সম্মান ও মর্যাদাযুক্ত ব্যবহার করা হবে এবং তাদের নিরাপত্তার জন্য সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে। লেফটেন্যান্ট জেনারেল অরোরার অধীন সেনাবাহিনীর সাহায্যে বিদেশী নাগরিক, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং পশ্চিম পাকিস্তানের বেসামরিক নাগরিকদের নিরাপত্তা প্রদান করা হবে ।

স্বাক্ষর—

(জগজিৎ সিং অরোরা)

লেফটেন্যান্ট জেনারেল

ভারত-বাংলাদেশ যৌথবাহিনীর

পূর্বাঞ্চলীয় অধিনায়ক

১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১

স্বাক্ষর-

(আমীর আব্দুল্লাহ খান নিয়াজী)

লেফটেন্যান্ট জেনারেল

সামরিক আইন প্রশাসক জোন বি এবং

কমান্ডার পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ড (পাকিস্তান)

১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১

[অনূদিত]

# পরিশিষ্ট-১৮

## বাংলাদেশ অস্থায়ী সংবিধান আদেশ, ১৯৭২

[গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র ও যুগোপযোগী একটি সংবিধান প্রবর্তনের লক্ষ্যে মহামান্য রাষ্ট্রপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ১৯৭২-এর ১১ই জানুয়ারি স্বাক্ষরিত আইন।]—সম্পাদক

যেহেতু ১৯৭১-এর ১০ই এপ্রিলে ঘোষিত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র আদেশের মাধ্যমে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ শাসন প্রক্রিয়ার জন্য অস্থায়ী ব্যবস্থা করা হয়েছিল;

এবং সেহেতু এই ঘোষণাবলে রাষ্ট্রপতি সকল প্রশাসনিক ও আইন সম্পর্কিত সকল ক্ষমতার অধিকারী হইবেন ও রাষ্ট্রপতির একজন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের ক্ষমতা থাকিবে;

এবং সেহেতু এই ঘোষণায় বর্ণিত অন্যায় ও বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ যুদ্ধ শেষ হয়েছে;

এবং সেহেতু বাংলাদেশে একটি সংসদীয় গণতন্ত্র চালু করতে দেশের জনগণ অত্যন্ত উদগ্রীব; এবং সেহেতু এইসব লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য অবিলম্বে এই ঘোষণার আলোকে কিছু কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে, সেহেতু ১৯৭১-এর স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে;

এবং ঐ ঘোষণাবলে সকল ক্ষমতার অধিকারী রাষ্ট্রপতি এক্ষণে নিম্নোক্ত আদেশ জারী করিতেছেন ।

(১) এই আদেশের নাম হইবে বাংলাদেশ অস্থায়ী সংবিধান আদেশ, ১৯৭২

(২) সমগ্র বাংলাদেশে এই আদেশ কার্যকরী হইবে

(৩) অবিলম্বে এই আদেশ কার্যকরী হইবে ।

(৪) সংজ্ঞা :

এই আদেশে বর্ণিত গণপরিষদ ১৯৭০-এর ডিসেম্বর এবং ১৯৭১-এর জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের (অন্য কোনভাবে বা

কোন আইনে অযোগ্য ঘোষিত সদস্য ছাড়া) সদস্যদের সমবায় গঠিত হইবে।

(৫) প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রিপরিষদ থাকিবে।

(৬) প্রধানমন্ত্রীর সহিত পরামর্শ করে রাষ্ট্রপতি তাহার সকল দায়িত্ব পালন করিবেন ।

(৭) সংবিধান পরিষদের যে সদস্য পরিষদের বেশি সংখ্যক সদস্যের আস্থাভাজন রাষ্ট্রপতি সেই ব্যক্তিকে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব অর্পণ করিবেন। প্রধানমন্ত্রীর অনুরোধে রাষ্ট্রপতি অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও সহকারী মন্ত্রীদের নিয়োগ করিবেন।

(৮) সংবিধান পরিষদ কর্তৃক সংবিধান রচনার পূর্বে কোন সময়ে রাষ্ট্রপতির পদ যদি শূন্য হয়, তবে মন্ত্রীসভা সেই সংবিধান পরিষদ কর্তৃক রচিত সংবিধান অনুযায়ী, অন্য কোন রাষ্ট্রপতি দায়িত্ব নেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশের একজন নাগরিককে রাষ্ট্রপতি হিসেবে নিয়োগ করিতে পারিবেন ।

(৯) বাংলাদেশে একটি হাইকোর্ট থাকিবে। এই আদালতের একজন প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতিরা থাকিবেন। বিভিন্ন সময়ে তাহাদের নিয়োগ করা হইবে ।

(১০) বাংলাদেশ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপতির শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করিবেন রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করিবেন। কিভাবে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালিত হবে মন্ত্রীসভা তা ঠিক করিবেন ।

১৯৭২ খ্রীস্টাব্দের ১১ই জানুয়ারি তারিখ মোতাবেক ১৩৭৮ বঙ্গাব্দের ২৬শে পৌষ

ঢাকা

১১ই জানুয়ারি, ১৯৭২

স্বাক্ষর— শেখ মুজিবুর রহমান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি

[অনূদিত ]

PROVISIONAL CONSTITUTION OF BANGLADESH ORDER, 1972

WHEREAS by the Proclamation of Independence Order, dated the 10th April, 1971 provisional arrangements were made for the governance of the People's Republic of Bangladesh;

AND WHEREAS by the said Proclamation the President is invested with all executive and legislative authority and the power to appoint a Prime Minister;

AND WHEREAS the unjust and treacherous war as referred to in the said Proclamation has now ended;

AND WHEREAS it is the manifest aspiration of the people of Bangladesh that a parliamentary democracy shall function in Bangladesh;

AND WHEREAS in pursuance of the said objective it is necessary immediately to make certain provisions in that behalf.

Now THEREFORE in pursuance of the Proclamation of Independence Order, dated the 10th April, 1971 and all other powers enabling him in that behalf the President is pleased to make and promulgate the following Order;

(1) This order may be called the Provisional Constitution of Bangladesh Order, 1972.

(2) It extends to the whole of Bangladesh.

(3) It shall come into force at once.

(4) Definition:

"Constituent Assembly" referred to in this Order means the body comprising of the elected representatives of the people

of Bangladesh returned to the N. E. and P. E. seats in the elections held in December, 1970, January, 1971 and March, 1971 not otherwise disqualified by or under any law.

(5) There shall be a Cabinet of Minister, with the Prime Minister at the head.

(6) The President shall in exercise of all his functions act in accordance with the advice of the Prime Minister.

(7) The President shall commission as Prime Minister a member of the Constituent Assembly, who commands the confidence of the majority of the member of the Constituent Assembly. All other Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers shall be appointed by the President on the advice of the Prime Minister.

(8) In the event of a vacancy occurring in the Office of the President at any time prior to the framing of the Constitution by the Constituent Assembly, the Cabinet shall appoint as President a citizen of Bangladesh who will hold the office of President until another President enters upon the office in accordance with the Constitution as framed by the Constituent Assembly.

(9) There shall be a High Court of Bangladesh, consisting of a Chief Justice and so many other Judges as may be appointed from time to time.

(10) The Chief Justice of the High Court of Bangladesh shall administer an oath of office to the President and the President shall administer an oath of office to the Prime Minister, other Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers. The form of the oath shall be as prescribed by the Cabinet.

Dated this eleventh day of January, One thousand nine hundred and seventy-two, being the twenty-sixth day of Poush, One thousand three hundred and seventy-eight.

DACCA

The 11th January, 1972.

Sd-

SHEIKH MUJIBUR RAHMAN

President of the People's Republic of Bangladesh.

# পরিশিষ্ট-১৯

## বাংলাদেশ গণপরিষদ আদেশ, ১৯৭২

[১৯৭১-এর ১০ই এপ্রিল স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানী মুজিবনগরে গঠিত বাংলাদেশ গণপরিষদের কার্যক্রম বিধিবদ্ধ করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জন্য যুগোপযোগী সংবিধান প্রবর্তনের লক্ষ্যে মহামান্য রাষ্ট্রপতি আবু সাঈদ চৌধুরী কর্তৃক ১৯৭২-এর ২২শে মে বাংলাদেশ গণপরিষদ আদেশ জারী করা হয়।]—সম্পাদক

যেহেতু স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের আলোকে গণপরিষদের যথাবিধি কার্যকারিতার জন্য বিধিসমূহ সৃষ্টি করা আবশ্যক :

এখন, সেহেতু, বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র অনুসারে, বাংলাদেশের অস্থায়ী সংবিধান আদেশ, ১৯৭২-এর সংগে পঠিত এবং এর দ্বারা তাঁর অনুকূলে প্রদেয় সকল কার্যকর ক্ষমতা অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতি নিম্নোক্ত আদেশ জারী করেন :-

(১) এই আদেশ বাংলাদেশ গণপরিষদ আদেশ, ১৯৭২ নামে অভিহিত।

(২) এটি সমগ্র বাংলাদেশে পরিব্যাপ্ত হবে।

(৩) এটি তাৎক্ষণিকভাবে বলবৎ হবে এবং ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে কার্যকর বলে বিবেচিত হবে।

২। ইতিমধ্যে বলবৎ সাংঘর্ষিক অপরাপর যেকোন আইনে যাহাই বলা হোক না কেন তা সত্ত্বেও এই আদেশ কার্যকর হবে :

৩। এই আদেশে, যদি না, কোনকিছু এই প্রসঙ্গ বা বিষয়ের পরিপন্থী হয়-

(i) 'পরিষদ' বলতে বাংলাদেশ গণপরিষদ বুঝাবে;

(ii) 'সদস্য' বলতে পরিষদের সদস্য বুঝাবে;

(iii) 'রাষ্ট্রপতি' বলতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি বুঝাবে;

(iv) 'প্রজাতন্ত্র' বলতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ বুঝাবে; এবং

(V) 'স্পীকার' বলতে গণপরিষদের স্পীকার এবং স্পীকার হিসেবে একেক সময়ে দায়িত্বপালনকারী যেকোন ব্যক্তিকে বুঝাবে ।

৪। বাংলাদেশের গণপরিষদের সদস্যবৃন্দ এক হাজার নয়শত সত্তর সালের ৭ ডিসেম্বর থেকে এক হাজার নয়শত একাত্তর সালের ১ মার্চ (উভয় দিন সহ) মধ্যবর্তী বিভিন্ন দিবসে অনুষ্ঠিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে বাংলাদেশের জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্য থেকে, যারা কোন আইনের অধীনে বা দ্বারা অযোগ্য ঘোষিত নন ।

৫। পরিষদের কোন আসন যখন এই আদেশ ঘোষণার পূর্বেই শূন্য হয়েছে বা এই আদেশ উত্তরকালে শূন্য হলে এই সময়ের মধ্যে বলবৎকৃত আইনের সামঞ্জস্যতায় শূন্য পদ পূরণে একটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ।

৬। (১) এই ধারায় প্রদত্ত বিধিনিষেধ ব্যতীত, কোন ব্যক্তি পরিষদের সদস্য হওয়ার যোগ্য হয়েছেন বা হবেন যদি-

(ক) বাংলাদেশের যেকোন নির্বাচনী এলাকার নির্বাচকমণ্ডলীর তালিকায় তার নাম অন্তর্ভূক্ত থাকে;

(খ) তার বয়স ২৫ বছরের কম না হয়

(২) একজন ব্যক্তি পরিষদে বা একজন সদস্য হিসেবে থাকার বা নির্বাচিত হওয়ার জন্য অযোগ্য হবেন যদি-

(ক) বাংলাদেশ সরকারের লাভজনক কোন পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। সার্বক্ষণিক কোন পদ নয় অথবা আইনের দ্বারা অধিষ্ঠিত থাকাকে অযোগ্য ঘোষণা করে না এমন পদ লাভজনক পদ হিসেবে বিবেচিত হবে না;

এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণে একজন ব্যক্তি বাংলাদেশ সরকারের লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত বা অধিষ্ঠিত হয়েছেন বলে গণ্য হবেন না যদি তিনি প্রধানমন্ত্রীর পদ বা মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী, বা প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব, বা বাংলাদেশের অ্যাটর্নি জেনারেল বা অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল বা সরকারী প্লিডার, পাবলিক প্রসিকিউটর বা বিশেষ প্রসিকিউটর পদে অধিষ্ঠিত থাকেন বা পরিষদের প্রথম অধিবেশনের পূর্বেই সরকারের লাভজনক পদ থেকে পদত্যাগ করেন;

যে কোন সংশয় দূর করার উদ্দেশ্যে এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, এই আদেশের ধারা ৬ এর উপধারা ২(ক) অনুবিধিতে উল্লিখিত ব্যক্তি পরিষদের সদস্য হিসেবে নির্বাচিত বা নির্বাচিত হওয়া থেকে অযোগ্য হবেন না বা অযোগ্য হয়েছেন বলে কখনো গণ্য হবেন না এবং বর্ণিত আদেশে অন্য যা কিছুই থাকুক না কেন এই আদেশ বলবৎ হওয়ার সময় এই ধরনের কোন ব্যক্তির উপরোক্ত কোন পদে অধিষ্ঠিত থাকা সাপেক্ষে তার সদস্যপদ কখনো প্রশ্নবিদ্ধ হবে না ।

(খ) যদি তিনি অপ্রকৃতিস্থ হন বা উপযুক্ত আদালত কর্তৃক মানসিকভাবে অযোগ্য ঘোষিত হন;

(গ) যদি তিনি দেউলিয়া হন;

(ঘ) যদি তিনি বাংলাদেশের নাগরিক না হন বা অন্য কোন দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন বা বিদেশী রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের বন্ধনে আবদ্ধ হন বা আনুগত্য স্বীকার করেন;

(ঙ) যদি তিনি কোন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হন বা নৈতিক স্খলনজনিত বা ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসের ১১ তারিখের পর যেকোন মেয়াদের জন্য দেশ থেকে বহিষ্কার বা কমপক্ষে দুই বছর মেয়াদের জন্য দণ্ডিত বা বাংলাদেশ দালাল (বিশেষ ট্রাইবুনাল) আদেশ, ১৯৭২-এর আওতায় যেকোন মেয়াদের জন্য দণ্ডপ্রাপ্ত হন। যদি তার মুক্তির পর পাঁচ বছর মেয়াদ অতিবাহিত না হয়;

(চ) তিনি, নিজে, বা অন্য ব্যক্তির মাধ্যমে বা তার পক্ষে আস্থাভাজন ব্যক্তি বা তার স্বার্থের জন্য বা তার পক্ষে বা একটি হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের একজন সদস্য হিসেবে সরকারের গৃহীত কোন সেবাপ্রদানকারী কার্যে নিয়োজিত বা সমবায় সমিতি ও সরকারের মধ্যে পণ্য সরবরাহের চুক্তি ব্যতীত, কোন অংশীদারিত্ব বা চুক্তি থাকলে;

উপধারা (চ)-এ বর্ণিত অযোগ্যতাসমূহ একজন ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়-

(র) যেখানে অংশীদারিত্ব বা চুক্তির স্বার্থ তার উপর বংশানুক্রমে বা উত্তরাধিকারসূত্রে বা উইল অনুযায়ী বা নির্বাহক বা প্রশাসক হিসেবে, এটা তার উপর আপতিত হওয়ার ছয় মাস সময় পর্যন্ত বা কোন বিশেষ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অনুমোদন সাপেক্ষে আরো বেশি সময়ের জন্য; অথবা

(রর) যেক্ষেত্রে চুক্তিটি কোম্পানি আইন ১৯১৩ (১৯১৩ এর ঠওও)-এর অধীনে কোন পাবলিক কোম্পানিতে প্রবেশ বা এর পক্ষে, সেক্ষেত্রে তিনি লাভজনক পদ যেমন পরিচালক বা ব্যবস্থাপনা এজেন্ট না হয়ে শুধুমাত্র শেয়ার হোল্ডার হলে; অথবা

(ররর) হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের সদস্য হিসেবে চুক্তিটি পরিবারের অপরাপর সদস্যগন কর্তৃক

পৃথক ব্যবসা হিসেবে স্বীকৃত হলে যেখানে তার কোন শেয়ার বা স্বার্থ নেই; অথবা

(রা) তিনি যদি ১৯৭২ সালের ১১ই জানুয়ারির পর পাশকৃত কোন আইনের অধীনে বা দ্বারা সদস্য হওয়া থেকে অযোগ্য না হন ।

(৩) পরিষদের সদস্য হওয়ার পর কোন সদস্যের পদের অযোগ্যতা নিয়ে কোন প্রশ্ন উঠলে তা প্রধান নির্বাচন কমিশনারের নিকট প্রেরিত হবে এবং যদি প্রধান নির্বাচন কমিশনার তাকে সদস্য পদের অযোগ্য ঘোষণা করেন, সেক্ষেত্রে উক্ত সদস্যপদ রহিত হবে।

৭ । পরিষদ প্রজাতন্ত্রের জন্য একটি সংবিধান প্রণয়ন করবে।

৮। একজন সদস্য স্পীকারের নিকট স্বহস্তে লিখিত নোটিশ দ্বারা পরিষদের সদস্যপদ থেকে পদত্যাগ করতে পারবেন ।

৯। যদি একজন সদস্য পরিষদের অনুমোদন ব্যতিরেকে ধারাবাহিক ষাট কার্যদিবস অধিবেশনে অনুপস্থিত থাকলে তার সদস্যপদ বাতিল হবে ।

১০। (১) পরিষদের একজন সদস্য আসন গ্রহণের পর অধিবেশনে সভাপতিত্ব করছেন এমন ব্যক্তির সামনে বা স্পীকার মনোনীত ব্যক্তির সামনে নিম্নলিখিত ফর্ম অনুযায়ী শপথ বাক্য পাঠ করবেন :-

আমি..... .সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ (বা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা) করছি যে, আমি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করবো এবং আমি যে কর্তব্যভার গ্রহণ করতে যাচ্ছি তা বিশ্বস্ততার সঙ্গে পালন করবো।

(২) যদি কোন সদস্য পরিষদের প্রথম অধিবেশনের সত্তর দিনের মধ্যে (১)

উপধারা অনুযায়ী শপথ গ্রহণ করতে বা ঘোষণা করতে ব্যর্থ হন, তাহলে তার আসন শূন্য হবে :

শর্ত থাকে যে, পরিষদ উল্লিখিত মেয়াদ পূর্তির পূর্বেই উপযুক্ত কারণ সাপেক্ষে, মেয়াদ বর্ধিত করতে পারে।

১১। প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে রাষ্ট্রপতি অধিবেশন আহ্বান, সমাপ্ত অথবা ভেঙ্গে দিতে পারেন এবং অধিবেশন আহ্বানের সময় সভার সময় ও স্থান নির্দিষ্ট করবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, এই অনুচ্ছেদ এর কোন ব্যাখ্যাই সকল সদস্যের পদ পূর্ণ হয় নাই এই ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পরিষদের অধিবেশন আহ্বানকে বিরত রাখতে পারবে।

১২। (১) পরিষদ যত শীঘ্র সম্ভব এর সদস্যদের মধ্য থেকে দুজন কে যথাক্রমে স্পীকার এবং ডেপুটি স্পীকার নিয়োগ দান করবে এবং স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকারের পদ শূন্য হওয়া মাত্র অপর সদস্যকে স্পীকার এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ডেপুটি স্পীকারও নিয়োগ করবে।

(২) স্পীকার বা ডেপুটি স্পীকার নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত পরিষদ কর্তৃক পছন্দকৃত ব্যক্তি সভায় সভাপতিত্ব করবেন এবং স্পীকারের কার্যাবলী সম্পাদন করবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, অধিবেশনে সভাপতিত্বের পূর্বেই পরিষদ কর্তৃক পছন্দকৃত ব্যক্তি অধিবেশনের সম্মুখে অনুচ্ছেদ ১০ এর উপধারা (১) এ সুনির্দিষ্ট শপথপত্র বা ঘোষণাপত্র স্বাক্ষর করবেন।

(৩) স্পীকারের পদ শূন্য হলে ডেপুটি স্পীকার, অথবা ডেপুটি স্পীকারের পদও যদি শূন্য হয়, পরিষদের কার্যপ্রণালী-বিধির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অনুরূপ কোন সদস্য স্পীকারের কার্যাবলী সম্পাদন করবেন।

(৪) শারিরীক অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে স্পীকার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হলে ডেপুটি স্পীকার স্পীকারের দায়িত্ব পালন করবেন, এবং ডেপুটি স্পীকারও শারিরীক অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে অসমর্থ হলে, পরিষদের কার্যপ্রণালী-বিধির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অনুরূপ সদস্য স্পীকারের কার্যাবলী সম্পাদন করবেন।

(৫) অধিবেশনের কোন সভায় স্পীকারের অনুপস্থিতিতে ডেপুটি স্পীকার অথবা যদি ডেপুটি স্পীকারও অনুপস্থিত থাকেন, তাহলে পরিষদের কার্যপ্রণালী-বিধির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অনুরূপ সদস্য স্পীকারের কার্যাবলী সম্পাদন করবেন।

১৩। (১) অধিবেশন চলাকালে স্পীকারের পদ থেকে অপসারণ সংক্রান্ত কোন প্রস্তাব বিবেচনাধীন থাকলে, স্পীকার, অথবা ডেপুটি স্পীকারের অপসারণ সংক্রান্ত কোন প্রস্তাব বিবেচনাধীন থাকলে, ডেপুটি স্পীকার, সভাপতিত্ব করবেন না, যদিও তিনি উপস্থিত থাকেন এবং এক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ ১২-এর (৫) নম্বর উপধারা এই মর্মে কার্যকর হবে যে স্পীকার, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ডেপুটি স্পীকার, অধিবেশনে অনুপস্থিত রয়েছেন ।

(২) অধিবেশনে স্পীকারের অপসারণ সংক্রান্ত কোন প্রস্তাব বিবেচনাধীন থাকলে স্পীকারের কথা বলার, কার্যপ্রণালী-বিধি অনুসারে অংশগ্রহণ এবং ভোটাধিকার প্রয়োগের অধিকার রয়েছে, তবে তা শুধুমাত্র একজন সদস্য হিসেবে।

১৪ । একজন সদস্যের স্পীকার বা ডেপুটি স্পীকারের পদে থাকার অধিকার রহিত হবে -

(ক) যদি তার পরিষদের সদস্য থাকার যোগ্যতা রহিত হয়;

(খ) যদি তিনি রাষ্ট্রপতির নিকট স্বহস্তে লিখিত পদত্যাগপত্র পেশ করেন; অথবা

(গ) অন্তত চৌদ্দ দিনের নোটিশ প্রদান সাপেক্ষে যদি অধিবেশনে তার প্রতি অনাস্থা চেয়ে কোন প্রস্তাব উত্থাপিত হয় এবং পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে যদি প্রস্তাব পাস হয়।

১৫। (১) পরিষদের দ্বারা প্রস্তুতকৃত কার্যপ্রণালী-বিধির মাধ্যমে পরিষদের কার্যাবলী পরিচালিত হবে।

(২) পরিষদ কর্তৃক এই ধরনের বিধি প্রস্তুত না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত কার্যপ্রণালী- বিধি দ্বারা অধিবেশন পরিচালিত হবে।

(৩) ধারা ১৪-এর (গ) উপ-ধারার বিধান সাপেক্ষে উপস্থিত সদস্যের এবং ভোট প্রদানকারী সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে পরিষদ সিদ্ধান্ত

নিতে পারে, কিন্তু সংবিধান-প্রণয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে পরিষদের সর্বমোট সদস্যের অধিকাংশের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত হবে এবং ভোট সমতার ক্ষেত্র ব্যতিত অধিবেশনের সভাপতি ভোট প্রদান করবেন না, এবং সেক্ষেত্রে তিনি নির্ধারক ভোট দিতে পারবেন এবং প্রদান করবেন।

(৪) পরিষদের কোনও সদস্যপদ খালি থাকা সাপেক্ষেও পরিষদের অধিবেশন ক্রিয়াশীল থাকার ক্ষমতা থাকবে এবং কিছু সংখ্যক সদস্য কার্যপদ্ধতিতে অংশগ্রহণ থেকে বিরত, ভোট প্রদান, বা অধিবেশনে অংশ নেওয়ার যোগ্যতা না থাকলেও পরিষদের কার্যপদ্ধতি অকার্যকর হবে না ।

(৫) অধিবেশন চলাকালে যদি সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় যে, অধিবেশনে একশতের কম সদস্য উপস্থিত রয়েছে, সেক্ষেত্রে অধিবেশনে অন্তত একশত সদস্য উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত সভা মূলতবি বা স্থগিত রাখা সভাপতির কর্তব্য।

১৬। (১) গণপরিষদের কার্যপদ্ধতির বৈধতা কোন আদালতে প্রশ্নবিদ্ধ হবে না।

(২) গণপরিষদের কোন সদস্য বা কর্মকর্তার কার্যপদ্ধতির বিধি অনুযায়ী ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে অধিবেশনের নিয়মাবলী প্রয়োগে বা শৃঙ্খলা রক্ষা, তার ক্ষমতার প্রয়োগ কোন আদালতের বিচারের অধীন থাকবে না ।

(৩) গণপরিষদে, বা পরিষদের কোন কমিটিতে বক্তব্য প্রদানের অধিকার প্রাপ্ত কোন ব্যক্তি বা সদস্য, তার যেকোন বক্তব্য বা ভোট প্রদানের জন্য কোন আদালতের কার্যবিধির আওতায় দায়ী থাকবেন না ।

(৪) গণপরিষদের কর্তৃত্ব দ্বারা বা অধীনে কোন প্রকাশনায় প্রতিবেদন, ভোট, প্রবন্ধ বা কার্যপদ্ধতির জন্য একজন ব্যক্তি কোন আদালতের কার্যবিধির নিকট দায়ী থাকবেন না ।

(৫) গণপরিষদের স্পীকারের অনুমতি ব্যতীত কোন আদালত বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষের কোন কার্য গণপরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় এমন স্থানে কার্যকর হবে না ।

(৬) যদি কোন সদস্য ১৯৭২ সালের দালাল (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশ, ১৯৭২-এর অধীন ব্যতীত অন্য কোন ফৌজদারী অভিযোগে গ্রেপ্তার বা দণ্ডিত হয়ে থাকেন, বা আদালতে নীত থাকেন, সেক্ষেত্রে উক্ত সদস্য কর্তৃক গণপরিষদের

কোন অধিবেশনে বা এর কমিটির সভায় উপস্থিতির নোটিশ সম্পর্কিত তথ্য আদালতে যথাযথ প্রক্রিয়ায় অবহিত করলে, আদালত যদি উক্ত সদস্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ জামিনযোগ্য হয়, তবে আদালত উক্ত সদস্যকে নিজস্ব জিম্মায় পর্যাপ্ত সময়ের জন্য মুক্তি দিতে পারেন যাতে তিনি উক্ত অধিবেশনে বা কমিটির সভায় উপস্থিত হতে পারেন;

তবে শর্ত থাকে যে এই বিধানের বিধিসমূহ আদালতের নিজস্ব নিয়মে বিচারের দিন বা দিনসমূহের জন্য প্রযোজ্য হবে না ।

(৭) অধিবেশন চলাকালীন, বা অধিবেশনের চৌদ্দদিন পূর্বে বা চৌদ্দদিন পর কোন সদস্যের কোন ফৌজদারি বা দেওয়ানি আদালত বা নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালের সামনে স্বশরীরে উপস্থিত হওয়ার প্রয়োজন হবে না ।

(৮) এসময়ে বলবৎযোগ্য কোন আইনের ব্যত্যয় না ঘটলে কোন ফৌজদারি বা দেওয়ানি বা নির্বাচনি ট্রাইব্যুনাল অধিবেশন চলাকালীন, বা অধিবেশনের চৌদ্দদিন পূর্বে বা পরে এমন কোন বিষয়ে অগ্রসর হবে না যেখানে একজন সদসের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে।

(৯) এই ধারার অধীনে, পরিষদ, বা কমিটি বা এর সদস্যদের প্রাধিকার পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত হবে।

১৭। স্পীকার, ডেপুটি স্পীকার এবং অন্যান্য সদস্য পরিষদের আইন দ্বারা নির্ধারিত, বিভিন্ন সময়ে বেতন ও ভাতাদি গ্রহণ করার যোগ্যতা রাখবেন এবং এই ধরনের আইন প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রপতির আদেশে তা গ্রহণ করবেন ।

ঢাকা

২২শে মে, ১৯৭২

স্বাক্ষর—

এ. এস. চৌধুরী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি

[অনূদিত

THE CONSTITUENT ASSEMBLY OF BANGLADESH ORDER, 1972

WHEREAS it is necessary to make provisions for the functioning of the Constituent Assembly constituted by the Proclamation of Independence:

NOW, THEREFORE, in pursuance of the Proclamation of Independence of Bangladesh, read with the Provisional Constitution of Bangladesh Order, 1972. And in exercise of all powers enabling him in that behalf, the President is pleased to make the following Order: -

(1) This Order may be called the Constituent Assembly of Bangladesh Order, 1972.

(2) It extends to the whole of Bangladesh.

(3) It shall come into force at once and shall be deemed to have come into force on the 26th day of March, 1971.

2. This Order shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any other law for the time being in force:

3. In this Order, unless, there is anything repugnant in the subject or context,-

(i)"Assembly" means the Constituent Assembly of Bangladesh;

(ii) "Member" means the member of the Assembly;

(iii) "President" means the President of the People's Republic of Bangladesh;

(iv) "Republic" means the People's Republic of Bangladesh; and

(v) "Speaker" means the Speaker of the Assembly and includes any person for the time being acting as the Speaker.

4. The Constituent Assembly of Bangladesh shall consist of the elected representatives of the people of Bangladesh returned to the N. E. and P. E. seats in the elections held on different dates between the seventh day of December, one thousand nine hundred and seventy and the first day of March, one thousand nine hundred and seventy one (both days inclusive) who are not disqualified by or under any law.

5. Where a seat in the Assembly fell vacant before the commencement of this Order or falls vacant subsequent to this Order. An election to fill the vacancy shall be held in accordance with the law for the time being in force.

1) .6) Except as provided in this Article, a person is qualified to be elected as, and to be, a member of the Assembly if—

(a) his name appears in the electoral roll for any electoral unit in Bangladesh;

(b) he is not less than twenty-five years of age.

(2) A person is disqualified from being elected as, and from being, a member or the Assembly if-

(a) he holds an office of profit in the service of Bangladesh. Other than an office which is not a whole-time office or one which is declared by law not to disqualify its holder:

Provided that for the purpose of this Article a person shall be deemed not to hold or not to have held an office of profit in the service of Bangladesh if he holds or has held the office of the Prime Minister or of Minister, Minister of State, Deputy Minister or Political Secretary to the Prime Minister

or of the Attorney-General or Additional Attorney-General for Bangladesh, or Government Pleader, or Public Prosecutor, or Special Prosecutor, or if he resigns from any office of profit in the service of Bangladesh before the first meeting of the Assembly;

For the removal of doubt it is hereby declared that a person mentioned in the proviso to sub-clause (a) of clause (2) of Article 6 as added by this Order shall not be, and shall be deemed never to have been, disqualified from being elected as, and from being, a member of the Assembly, and, notwithstanding anything in the said Order, the membership of any such person shall not be questioned merely on the ground that he held any such office at the time when this Order comes into force.

(b) he is of unsound mind and stands deleted by a competent Court;

(c) he is an undischarged insolvent;

(d) he is not a citizen of Bangladesh or has acquired the citizenship of a foreign State or has affirmed or acknowledged allegiance to a foreign State;

(e) he has been on conviction for any offence, involving moral turpitude, sentenced after the 11th day of January, 1972, to transportatioin for any term or to imprisorment for a term of not less than two years or for any term under the Bangladesh Collaborators (Special Tribunals) Order, 1972. Unless a period of five years has elapsed since his release;

(f) he, whether by himself or by any person or body of person in trust for him or for his benefit or on his account or as a member of a Hindu undivided family, has any share

or interest in a contract, not being a contract between a co-operative society and Government for the supply of goods to, or for the execution of any contract or the performance of any service undertaken by Government:

Provided that the disqualification under sub-clause (f) shall not apply to a person-

(i) where the share or interest in the contract devolves on him by inheritance or succession or as a legatee, executor or administrator, until the expiration of six months after it has so develop on him or such longer period as the President may, in any particular case, allow; or

(ii) where the contract has been entered into by or on behalf of a public company as defined in the Companies Act, 1913 (VII of 1913), of which he is a share-holder but is neither a director holding an office of profit under the company nor a managing agent; or

(iii) where he is a member of a Hindu undivided family and the contract has been entered into by any other member of that family in to the course of carrying on a separate business in which he has no share or interest;

(iv) he is otherwise disqualified from being a member by or under any law passed after the 11th day of January, 1972.

(3) If any question arises whether a member of the Assembly has, after his election, become disqualified from being a member of the Assembly, the question shall be referred to the Chief Election Commissioner and, if the Chief Election Commissioner is of the opinion that the member has become disqualified, the member shall cease to be member.

7. The Assembly shall frame a Constitution for the Republic.

8. A member of the Assembly may resign his seat by notice writing under his hand addressed to Speaker.

9. If a member of the Assembly is absent from the Assembly, without leave of the Assembly, for sixty consecutive sitting days, his seat shall become vacant.

1) .10) A member of the Assembly, shall, often taking seat, make and subscribe, before a person presiding at a meeting of the Assembly or before a person nominated by the Speaker, an oath or affirmation in the following form namely:-

I ..... .... do solemnly swear (or affrm) that I will bear true faith and allegiance to the People's Republic of Bangladesh and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter.

(2) If a member fails to make and subscribe an oath in accordance with clause (1) within the period of seven days from the date of the first meeting of the Assembly, his seat shall become vacant:

Provided that the Assembly may, before the expiration of the said period, for good cause shown, extend the period.

11. The President may, on the advice of the Prime Minister, summon, prorogue or dissolve the Assembly and shall, when summoning the Assembly, fix the time and place of the meeting:

Provide that nothing in this clause shall be construed as preventing the President from summoning the Assembly on the ground that all the seats of the members have not been filled.

1) .12) The Assembly shall, as soon as may be, choose two of its members to be respectively the Speaker and Deputy Speaker thereof and shall, so often as the office of the Speaker or Deputy Speaker becomes vacant, choose another member to be the Speaker or, as the case may be, Deputy Speaker.

(2) Until the Speaker and Deputy Speaker are chosen, a member chosen by the Assembly shall preside at the meeting of the Assembly and perform the functions of the Speaker:

Provided that before presiding at the meeting of the Assembly the person so chosen shall make and subscribe, before the Assembly, an oath on affirmation in the form as specified in clause (1) of Article 10.

(3) Where the office of the Speaker is vacant, the Deputy Speaker, or, if the office of the Deputy Speaker is also vacant, such member as may be determined by the Rules of Procedure of the Assembly shall perform the functions of the Speaker.

(4) Where the Speaker is unable to perform the function of his office due to illness or any other cause, the Deputy Speaker shall act as Speaker, and if the Deputy Speaker is also unable to act as speaker due to illness or any other cause, such member as may be determined by the Rules of Procedure of the Assembly shall perform the functions of the Speaker.

(5) During the absence of the Speaker from any meeting of the Assembly, the Deputy Speaker or, if the Deputy Speaker is also absent, such member as may be determined by the Rules of Procedure of the Assembly shall perform the functions of the Speaker.

1) .13) At any sitting of the Assembly, while any resolution

for the removal of the Speaker from his office is under consideration, the Speaker, or while any resolution for the removal of the Deputy Speaker from his office is under consideration, the Deputy Speaker, shall not, though he is present, preside, and the provisions of clause (5) of Article 12 shall apply in relation to every such sitting as they apply in relation to a sitting from which the Speaker, or as the case may be, the Deputy Speaker, is absent.

(2) The Speaker shall have the right to speak in, and otherwise to take part in the proceedings of the Assembly while any resolution for his removal from office is under consideration in the Assembly and shall be entitled to vote only as a member.

14. A member holding the office of Speaker or Deputy Speaker shall cease to hold that office-

(a) if he ceases to be a member of the Assembly;

(b) if he resigns his office by writing under his hand addressed to the President;

or

(c) if a resolution expressing want of confidence in him is moved in the Assembly after not less than fourteen days notice of the intention to move it and passed by a majority of the total number of members of the Assembly.

1) .15) The procedure of the Assembly shall be regulated by the Rules of Procedure made by the Assembly.

(2) Until such rules are framed the procedure of the Assembly shall be regulated by the Rules of Procedure made by the President.

(3) Subject to the provision of clause (c) of Article 14 a decision in the Assembly shall be taken by a majority of the members present and voting, but the decision relating to the making of the Constitution shall be taken by a majority of the total number of members of the Assembly; and the person presiding shall not vote except when there is an equality of votes, in which case he shall have and exercise a casting vote.

(4) The Assembly shall have power to act, notwithstanding any vacancy in the membership thereof, and any proceedings in the Assembly shall not be invalid only for the reason that some person who was not entitled to do so, sat or voted or otherwise took part in the proceedings.

(5) If at any time during a meeting of the Assembly the attention of the person presiding is drawn to the fact that less than one hundred members are present, it shall be the duty of the person presiding either to adjourn the Assembly, or to suspend the meeting until at least one hunred members are present.

1) .16) The validity of any proceedings in the Constituent Assembly shall not be questioned in any Court.

(2) An officer or member of the Constituent Assembly in whom powers are vested for the regulations of procedure, the conduct of business or the maintenance of order in the Assembly shall not, in relation to the exercise by him of any of those powers be subject to the jurisdiction of any Court.

(3) A member of, or a person entitled to speak in, the Constituent Assembly shall not be liable to any proceedings in any Court in respect of anything said by him, or any vote

given by him, in the Assembly or in any committee of the Assembly.

(4) A person shall not be liable to any proceedings in any Court in respect of the publication by or under the authority of the Constituent Assembly of any report, paper, vote or proceedings.

(5) No process issued by a Court or other authority shall, except with the leave of the Speaker of the Constituent Assembly, be served or executed within the precincts of the place where a meeting of the Constituent Assembly is being held.

(6) If a member is arrested or detained on any criminal charge other than a charge under the Bangladesh Collaborators (Special Tribunals) Order, 1972, and the

Court before which any such case is pending against such member is duly informed by the member that he has been summoned to attend any session of the Constituent Assembly or any Committee thereof, such Court shall, if the charge against such member relates to a bailable offence release such member on his personal recognisance in sufficient time to enable him to attend the session of the Assembly or a meeting of any committee thereof, as the case may be:

Provided that the provisions of this section shall not be construed as exempting any such member from attending such Court on the day or days which the Court may in usual course fix for the trial of the case against such member.

(7) No member shall be required to appear in person in any Civil or Revenue Court, or before any Election Tribunal, during a session, and for a period of fourteen days before

and fourteen days after session.

(8) Notwithstanding anything to the contrary contained in any law for the time being in force, no Civil or Revenue Court, and no Election Tribunal, shall proceed, during a session and for a period of fourteen days before and fourteen days after the sessions, with any matter before it in which a member is a party.

(9) Subject to this Article, the privileges of the Assembly, the committees and members thereof, may be determined by the Assembly.

17. The Speaker, the Deputy Speaker and other members shall be entitled to receive such salaries and allowances as may, from time to time, be determined by the Assembly by law and until provision in this respect is so made, as the president may, by order, prescribe.

DACCA

The 22nd March, 1972

A. S. CHOWDHURY

President of the People's Republic of Bangladesh